# মহাপুরুষ-জীবনী।

## বুদ্ধদেব

যখন ধর্ম্মপ্রাণ পবিত্রচেতা ব্রহ্মনিষ্ঠ আর্য্যগণ প্রাণ-মুগ্ধকর বেদগানে ভারতভূমিকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন; যখন সেই অমিততেজা ঋষিগণ, পুণ্যসলিলা সরযূতীরে অথবা নগরাজ হিমগিরির নির্জ্জন কন্দরে, ধ্যানস্তিমিত লোচনে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন ভারতের কি সৌভাগ্যের দিন ছিল! কিন্তু সময়ে সকলই বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ আপনারা শ্রেষ্ঠ জাতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে একমাত্র অধিকারী বলিয়া সমাজের উপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতি সমূহকে পদানত করিয়া রাখিলেন, এবং কঠিন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া মানবের মানসিক স্বাধীনতা ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রকৃত ধর্ম্ম ক্রমে লুপ্ত

ন এবং অসার ক্রিয়া কলাপ তাহার স্থান অধিকার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের স্থানে যাগ যজ্ঞ স্থান পাইল। সরল ধর্ম্মভাব বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণের সেবা ও যাগ দি বাহিরের ক্রিয়া কলাপে মত্ত হইল। অশ্বমেধ গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে পুণ্যভূমি ভারতভূমি কলঙ্কিত হইতে লাগিল। ক্রিয়া কলাপ, যাগ যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণকে দানই মানবের মুক্তির উপায়, ব্রাহ্মণগণ ইহাই প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্ম প্রাণহীন হইয়া পড়িল, পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের ক্রমে হীনাবস্থা হইতে লাগিল। ধর্ম্ম ভাবহীন প্রাণহীন শুষ্ক অনুষ্ঠানে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণের কল্পনাপ্রসূত ধর্ম্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া লোকের বিবেক ক্রমে ক্ষীণবল হইতে লাগিল। ধর্ম্মের নামে শত শত মহাপাপ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে—অন্যায় অত্যাচারে ভারত ভূমি নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল; তখন ভারতের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে —আর্য্যধর্ম্মের সেই অধঃপতনের সময়ে মহাশক্তিশালী বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভারতের অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য —দুষ্কৃতি দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠিন দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার নিমিত্ত, তিনি অবতীর্ণ হই-লেন। অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত করিলেন; অসাড়তার মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, কঠোর বৈরাগ্য প্রচার করিয়া বিলাসীতাকে পরাজিত করিলেন, বিনয় দ্বারা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতাকে বিনাশ করি-

তিনি অধিক সুখী হইতেন। সময়ে সময়ে এইরূপ নির্জ্জন স্থানে গিয়া তিনি কি একমহাচিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। বাল্যকাল হইতে ভোগ বিলাসের উপর তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা ছিল। রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। বাল্য বয়স হইতেই কুমার বুঝিয়াছিলেন রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ভোগ বিলাসে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে না।

## পরিণয়।

ক্রমে কুমার যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য পূর্ণপ্রভায় বিকশিত হইল। তাঁহার অলৌকিক দেহ কান্তি,—দিব্য লাবণ্য আরও ফুটিয়া উঠিল। যাহা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, যৌবনবিকাশে তাহা প্রস্ফুটিত হইল; কোরক কুসুমে পরিণত হইল। সেই প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌন্দর্য্যে প্রাণ মুগ্ধ হইল।

কিন্তু সিদ্ধার্থ এই যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে অধিকতর উদাসীন হইতে লাগিলেন। রাজ্য ঐশ্বর্য্য, ভোগ বিলাসে, তিনি ক্রমে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। আত্মচিন্তাতে তাঁহার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল; ধ্যান তাঁহার জীবনের এক প্রধান অবলম্বন হইল।

সিদ্ধার্থের এই ভাব দর্শন করিয়া শুদ্ধোদন একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। যৌবনেই যাহার সংসারে এত বিরাগ—এত উদাসীনতা, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাসে এত বীতস্পৃহা, তখন

বাহুল্য ভয়ে আমরা সে স্বপ্নবৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। স্বপ্নশেষে দেখিলেন, এক তুষার ধবল মাতঙ্গ ধবল শুণ্ডে শ্বেত পদ্ম ধারণ করিয়া মহামায়ার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিল। স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা জ্যোতিষজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ইহা জ্ঞাত করাইলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ রাণী সসত্ত্বা হইয়াছেন, এই গর্ভে আপনার এক রাজ-চক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবেন। কিন্তু তিনি যদি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাশ্রম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার দ্বারা পৃথিবীর অজ্ঞানতা ও পাপভয় বিদূরিত হইবে। রাজা শুদ্ধোদন এই কথা শ্রবণ করিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন। পৌরজন ও নাগরিকগণের আনন্দ কোলাহলে কপিলবস্তু প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশ মাস পূর্ণ হইলে একদিন মহামায়া রাজাকে পিত্রালয় যাইবার মানস জ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদনও বিবেচনা সঙ্গত মনে করিয়া রাজ্ঞীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তদনুসারে রাণী বহু পরিচারক সহ পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে লুম্বিনী নামক কাননের কমনীয় শোভা দর্শনে রাণী মুগ্ধ হইয়া তথায় রথ হইতে অবতরণ করিলেন। কাননের সেই প্রাণমুগ্ধকর রমণীয়তা, বিহঙ্গের সেই সুমধুর সঙ্গীত, পুষ্পরাজির সেই কমনীয় কান্তি তাঁহার চিত্ত হরণ করিল। মুগ্ধচিত্তে বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শালবনে

ভবিষ্যতে তাহার নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে? কি প্রকারে উদাসীন পুত্রকে সংসারী করিবেন, ভোগবিলাসে আসক্ত করিবেন, বিরাগীকে সংসারবন্ধনে বদ্ধ করিবেন, নরপতি শুদ্ধোদন উন্মনা হইয়া কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় কয়েকজন শাক্য আসিয়া কুমারকে বিবাহিত করিবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে বিবাহশৃঙ্খল ব্যতিত কুমারকে সংসারী করিবার আর অন্য উপায় নাই। শুদ্ধোদন যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া এই কথায় সম্মতি দিলেন। উদ্বাহবন্ধন সিদ্ধার্থের উদাসীন চিত্তকে সংসারে অনুরক্ত করিবে, এই মনে করিয়া উপযুক্ত কন্যা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে বিবাহ বিষয়ে কুমারের মত অবগত হইবার জন্য রাজা মন্ত্রীগণকে প্রেরণ করিলেন। সপ্তম দিবসে উত্তর দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া কুমার তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। জীবনের বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইলেন; তাঁহার হৃদয় গভীররূপে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও জীবনের কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত রহিলেন; পরিণয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন ও কর্ত্তব্য পালনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন ভাবিলেন,—কামভোগের অশেষ দোষ, ইহা বিনাশ ও সর্ব্ববিধ শোক দুঃখের মূল, ভয়ঙ্কর বিষপাত্র তুল্য,

জ্বলন্ত অগ্নির সদৃশ, অসিধারার ন্যায় ভোগবিলাসে, আমার প্রবৃত্তিও নাই, অনুরাগও নাই। আমি চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া বিজন কাননে ধ্যান সমাধিসুখে নিমগ্ন থাকিব, আমি কি স্ত্রী লইয়া গৃহে বাস করিতে পারি? আর একদিন ভাবিলেন, সাংসারিক ভোগবিলাসে যাহার স্পৃহা নাই, গভীর তৃষ্ণায় যাহার প্রাণ আকুল, সে বিবাহ করিয়া কি করিবে? এই প্রকার চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। এমন সময় একদিন অকস্মাৎ তাহার সম্মুখ হইতে সংশয়তিমির যেন তিরোহিত হইল। জীবনের কর্ত্তব্য স্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাইলেন। সিদ্ধার্থ ভাবিলেন গৃহী হইয়া কি প্রকারে ধর্ম্মপালন করিতে হয়, জীবনে তাহাই দেখাইতে হইবে; সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া ধর্ম্মপালন করা সহজ কথা। সংসারেও অনাসক্ত থাকিয়া ধর্ম্মপালন করা যায়, নর নারীকে ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে। নতুবা সৃষ্টি রক্ষা পাইবে কেন? এই স্থির করিয়া সপ্তমদিনে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোন জাতির কন্যা হউক আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। বংশমর্য্যাদা বা শারীরিক সৌন্দর্য্যে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। যিনি ধার্ম্মিকা, পরসেবা-তৎপরা, যিনি সংযতেন্দ্রিয়া ও পবিত্রা, যিনি সত্যবাদিনী ও মধুরভাষিণী, যিনি স্নেহান্বিতা ও দানশীলা, যিনি গুরুজনের প্রতি সেবা-তৎপরা, কলত্রজনের প্রতি প্রেমসক্তা, যিনি অমানিনী; যিনি

দাম্ভিকা, উদ্ধতা, বা প্রগল্‌ভা নহেন, যিনি করুণহৃদয় ও বিদ্যানুরাগিণী, ঈদৃশী কন্যা আমার অভিপ্রেত।” শুদ্ধোদন হৃষ্টচিত্তে পুরোহিতকে কন্যা অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। পুরোহিত সেই গাথা হস্তে নানাস্থান অনুসন্ধানের পর, মায়াদেবীর ভ্রাতা দণ্ডপাণির কন্যা, গোপাকে মনোনীত করিয়া রাজার গোচর করিলেন। শুদ্ধোদন বলিলেন, কুমার নিজে কন্যা মনোনীত করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। অতএব অশোকভাণ্ড বিতরণ উপলক্ষ করিয়া কুলকুমারীগণকে নিমন্ত্রণ কর, কুমার তন্মধ্যে যাহাকে হয় মনোনীত করিবেন। রাজাজ্ঞানুসারে, অশোকভাণ্ড বিতরণের সমস্ত আয়োজন হইল। বিবিধ সজ্জায় বিভূষিত হইয়া কুলকুমারীগণ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। কুমার অশোকভাণ্ড বিতরণ করিতে লাগিলেন। সমুদয় অশোকভাণ্ড নিঃশেষিত হইয়াছে, এমন সময়ে গোপা কুমারসমীপে উপনীত হইলেন; কুমার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, চারি চক্ষুর মিলন হইল, চক্ষু আর ফিরিল না। অনিমেষ লোচনে গোপার সেই সুন্দর, পবিত্র, লজ্জাবনত, অনুরাগ ব্যঞ্জক আননখানির প্রতি অতৃপ্তের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। গোপাও কুমারের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া মুগ্ধার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। বহুক্ষণ পরে উভয়েই সংজ্ঞা লাভ করিলেন। চেতনা পাইয়া কুমার মুখ ফিরাইলেন। গোপাও মুখ আনত করিয়া নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষণকাল পরে হৃদয়ের নবোন্মেষিত-

ভাব গোপন করিয়া গোপা সহাস্যবদনে কুমারকে বলিলেন, "আমি আপনার কি করিয়াছি যে আশোকভাণ্ড হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া আমাকে অপমানিত করিলেন?" কুমার লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আমি তোমার অবমাননা করি নাই, তুমি সকলের পরে আসিলে কেন?" এই বলিয়া বহুমুল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া গোপাকে প্রদান করিলেন। গোপা বলিলেন ইহাত আমার প্রাপ্য। কুমার ইহা শুনিয়া বলিলেন, তবে আমার এই আভরণ সকল গ্রহণ কর। "আমি কুমারকে আভরণ শূন্য করিব না, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে," এই বলিয়া গোপা নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন।

নরপতি শুদ্ধোদন এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রফুল্লমনে দণ্ডপাণির গৃহে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। দণ্ডপাণি পুরোহিতকে বলিলেন "বীরকে কন্যা দান করা আমাদিগের কুলধর্ম্ম, কুমার বীরত্বের পরিচয় দিলে, তাঁহাকে কন্যাদান করিব।" শুদ্ধোদনের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু কুমার সর্ব্বজন সম্মুখে বিবিধ বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। উনবিংশবর্ষ বয়সে, মহাসমারোহে গোপার সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ সম্পন্ন হইল। উদাসীন সংসারী হইলেন,—সিদ্ধার্থের স্বাধীন হৃদয় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল!

শুদ্ধোদন এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। কুমারের উদাস হৃদয়কে সংসারাসক্ত করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীতস্পৃহ হৃদয়কে ভোগ বিলাসে

রত করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আকাশের উন্মুক্ত বায়ুকে কে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? যাহার হৃদয় সমগ্র জগতের জন্য কাঁদিয়াছে, মানুষের কি সাধ্য যে তাহাকে অধিকদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখে?

গোপা সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর অনুগতা ছিলেন, এবং সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধার্থের উপযুক্তা ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন, কি প্রকারে ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয় তাহা জানিতেন। তিনি অবগুণ্ঠন দিতেন না, এজন্য সকলে তাঁহাকে নির্লজ্জ বলিত। গোপা এই কথা শ্রবণ করিয়া, একদিন সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন,—"ধর্ম্মই মনুষ্যের আবরণ, ধর্ম্মই মনুষ্যের সৌন্দর্য্য; যাহার এই আবরণ আছে, তাহার লজ্জা বা ধর্ম্ম-রক্ষা করিবার জন্য অন্য আবরণ আবশ্যক হয় না। হৃদয় যাহার পাপের আলয়, বাহিরের আবরণ তাহার কি করিবে? যাহাদের সমুদয় শারীরিক দোষ সংযত, বাক্য নিয়মিত, ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ, মন প্রসন্ন তাহাদের বাহিরের আবরণের প্রয়োজন কি? যাহাদিগের লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, যাহাদিগের চিত্তবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত নহে, বাহিক সহস্র আবরণেই বা তাহাদের রক্ষা কোথায়?" গোপার সরল হৃদয়ের এই তেজোময়ী কয়েকটী কথাই তাঁহার হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয়। সিদ্ধার্থ এ প্রকার জীবনের সহচরী লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গোপার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল, তাঁহার স্বভাব অতি বিনীত ছিল।

তাঁহার মধুর কোমল হৃদয় কুমারের চিত্ত আকৃষ্ট করিল। কুমার নিজ হৃদয়ের সুখ, নিজ হৃদয়ের দুঃখ, নিজ হৃদয়ের আশা পতিপ্রাণা গোপার হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, উভয়ের হৃদয় এক হইয়া গেল। সিদ্ধার্থের উদাস হৃদয় ক্রমে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পতিপ্রাণা প্রেমময়ী গোপার প্রেমে, তাঁহার সেবা ও যত্নে তাঁহার উদাসীনতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। শুদ্ধোদন এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষযুক্ত হইলেন। তাঁহার উদ্বিগ্ন চিত্ত অনেক পরিমাণে শান্ত হইল।

## বৈরাগ্যের পূর্ব্বভাব।

কপিলবস্তু রাজপুরীতে শান্তি বিরাজ করিতেছে। উদাসীন সিদ্ধার্থ সংসারী হইয়াছেন—সকলের হৃদয়ের উদ্বেগ দূর হইয়াছে। পুত্র গোপার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া শুদ্ধোদনের হৃদয়ের আশঙ্কাও বিদূরিত হইয়াছে। পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের চিন্তায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিবেন, এই কল্পনা করিতেছেন। পতিপ্রাণা গোপাও স্বর্গীয়, মধুর প্রেমে এবং সেবা ও যত্নে স্বামীর হৃদয় হরণ করিয়া ভাবিতেছেন, সুখ ও শান্তিতে উভয়ের জীবনতরী সংসার সমুদ্র পার হইয়া যাইবে।

কিন্তু জগতে মানুষের সকল ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় না—মানুষ যাহা চায় সকল সময় তাহা ঘটে না! একদিন অন্তঃপুর মধ্যে

সিদ্ধার্থ নিদ্রিত আছেন। চন্দ্রমা পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ঊষার রক্তিমাভা পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়াছে; এমন সময় নারীকণ্ঠ নিঃসৃত প্রাভাতিক মাঙ্গলিক গাথা সুষুপ্ত সিদ্ধার্থের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চমকিত হইয়া শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন, এবং অভিনিবিষ্ট-চিত্তে সেই সুললিত, গূঢ়ভাব ও গভীর জ্ঞান-পূর্ণ গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। "এই ত্রিভুবন জরা, ব্যাধি ও দুঃখে সদা প্রজ্বলিত, এই জগৎ মরণাগ্নিতে প্রদীপ্ত ও অনাথ। ইহা শরৎকালের মেঘের ন্যায় অনিত্য, জগতের জন্মমৃত্যু রঙ্গ ভূমিস্থ নটসদৃশ। পর্ব্বত নিঃসৃত বেগবতী স্রোতস্বতীবৎ মনুষ্য জীবন আকাশস্থ বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। মৃগ যেমন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধের জালে বদ্ধ হয় সেইরূপ মানুষ সুন্দর রূপ, সুললিত শব্দ, মনোহর গন্ধ, রস ও স্পর্শসুখে মুগ্ধ হইয়া কালপাশে বদ্ধ হইয়াছে। মৃত্যু ভীতিজনক ও পরম বৈরী, বাসনা বহুশোক ও উপদ্রবের মূল, বাসনা প্রজ্বলিত হুতাশন সম; ভোগ্যবস্তু সকল অসিধারসম বিষযন্ত্রসদৃশ, অতএব ইহা পরিত্যাগ কর। প্রথম বয়সে মানবের শরীর কি সুন্দর, প্রিয় ও অভিলষিত থাকে, কিন্তু যখন জরা ব্যাধি ও দুঃখে শ্রীহীন হয়, মৃগ যেমন শুষ্ক নদী পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মনুষ্যও ইহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধনধান্য রত্নাদি থাকিলে কতলোক প্রিয় ও আত্মীয় হয়, কিন্তু ধনহীন হইলে ও দুঃখে পড়িলে শূন্য অটবীর ন্যায়

সেই আত্মীয়েরা পরিত্যাগ করিয়া যায়। পত্রলতা যেমন ঘন শালবনকে শুষ্ক করে, এই জরা সেইরূপ নর নারীকে বিশুষ্ক করিতেছে। জরা সুন্দরকে বিরূপ করে, সকলকে পরাভব করে, জীবন্ত ভাব হরণ করে, মৃত্যুকে আনয়ন করে। বহু-রোগ ও শত ব্যাধি দুঃখে এই জগৎ সতত জ্বলিতেছে। অত-এব হে মুনে! এই জরাব্যাধিগত জগতের শীঘ্র দুঃখ নিষ্কৃতির উপদেশ দেও। নদীস্রোতে পতিত বৃক্ষ পত্র ফল যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ সংসারে প্রিয়বস্তু—প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বদা বিচ্ছেদ হইতেছে। আর কাহারও সহিত মিলন হই-তেছে না, সকলেরই মরণ হইতেছে, পতন হইতেছে। মৃত্যু সকলকেই বশীভূত করিয়াছে, কিন্তু কেহ মৃত্যুকে বশীভূত করিতে পারে নাই। নদীস্রোত যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, মরণও সেইরূপ সকলকে হরণ করে। অতএব হে মুনে! তুমি পূর্ব্বে ঈদৃশ বহুদোষ প্রপীড়িত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর, বহির্গমনের তোমার এই প্রকৃত সময়।”

সিদ্ধার্থের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল—তাঁহার প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সিদ্ধার্থ দেখিলেন এ তাঁহারই হৃদয়ের সঙ্গীত; তাঁহারই হৃদয়ের চিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে; তাঁহারই প্রাণের কথা সঙ্গীতে গাথা হইয়াছে। তিনি জীবনের পূর্ব্ব কথা চিন্তা করিতে করিতে উন্মনা হইয়া পড়িলেন, জীবনের

ব্রত উজ্জ্বল ভাবে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। সেই দিন হইতে তাঁহার প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ হইল—তাঁহার ললাটে চিন্তার গভীর রেখা পুনরুদিত হইল—প্রাণে বিষাদের ছায়া পতিত হইল!

সিদ্ধার্থ দেখিলেন তিনি ঘোর সংসারী হইয়া পড়িয়াছেন, মায়াতে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যে ভোগবিলাসকে অশেষ দুঃখের মূল বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহাই এখন তাঁহার জীবনের অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি উপায়ে ইহা হইতে উদ্ধার হইবেন এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইল। জনকোলাহল পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্জ্জনে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বুঝিলেন সংসারে সকলেই অনিত্য, জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়াই আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে সংসার সাগরে বিলীন হইয়া যায়, কোথায় যায়—কেহ তাহা জানে না! এই অনিত্য সংসারের মধ্যে অবশ্য কোন নিত্যপদার্থ আছে, তাহাই প্রার্থনীয় তাহাই জীবনের লক্ষ্য, তাহা পাইলেই মানুষ শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে—জগত জরাব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

গোপা সভয়ে দেখিলেন সিদ্ধার্থ দিন দিন উন্মনা হইয়া পড়িতেছেন—ঘোর উদাসীনতা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। একদিন গভীর নিশীথ সময়ে এক ভয়ঙ্কর অমঙ্গল-জনক স্বপ্নদর্শনে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, চমকিত হইয়া

ভীতিবিহ্বলা গোপা স্বামীর নিকট তাহা বিবৃত করিলেন। সিদ্ধার্থ স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়া গোপাকে সস্নেহে বলিলেন "পুণ্যাত্মারাই ঈদৃশ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকেন, তুমি হৃষ্ট হও,খেদ করিও না। আমি লক্ষ লক্ষ প্রাণীর দুঃখ মোচনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। মানবের দুঃখ দেখিয়া আমি আর অসার সংসার সুখে মত্ত থাকিতে পারি না, সুখ ভোগে আমার স্পৃহা নাই। প্রাণাধিকা গোপা! আমি আর কিছুই চাহি না। তুমি হৃষ্টচিত্তে আমার জীবনের এই মহান্ ব্রত সাধনে সহায় হও।" বলিতে বলিতে করুণ হৃদয় সিদ্ধার্থ অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোপা স্বামীর গলদেশ ধরিয়া নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলেন। তখন গোপা ভাবিলেন, সংসার ত্যাগ করিলে যদি স্বামীর বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল হয়—তাঁহার প্রাণের বিষাদের ছায়া বিদূরিত হয়—হৃদয়ের গভীর ক্লেশ চলিয়া যায়, তবে তাহাই হউক। স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ, স্বামীকে সুখী করিতে জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারি। জগতের দুঃখে যে স্বামীর প্রাণ কাঁদিয়াছে তাঁহাকে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিব না। পতিপ্রাণা গোপা তাই আজ সঙ্কল্প করিলেন স্বামীর জীবনের ব্রত পালনের পক্ষে আর প্রতিবন্ধক হইবেন না—প্রাণপণে তাঁহার সহায় হইবেন।

সিদ্ধার্থ পুনরায় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন, ভোগবিলাসে তাহার বীতস্পৃহা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সংসার হইতে তিনি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন, দেখিয়া

শুদ্ধোদন মহা চিন্তাকুল হইলেন। পুত্রকে পুনরায় সংসারাসক্ত করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে কত প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

একদিন সায়ংকালে কুমার রথারোহণে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া প্রমোদ কাননে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে জরাগ্রস্ত অস্থিচর্ম্মসার এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি এ অল্পসামর্থ্য দুর্ব্বল পুরুষ কে? ইহার শরীরের রক্ত মাংস সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; অস্থি ও শিরা সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে; শুক্লকেশ দন্তহীন ও নিতান্ত ক্ষীণ দেহ; দেখ যষ্ঠিখণ্ডের উপর ভর দিয়া অতিকষ্টে স্খলিত পদে চলিতেছে।

সারথি বলিল, "দেব এ ব্যক্তি বার্দ্ধক্য প্রপীড়িত। জরা ইহাকে অধিকার করিয়াছে, ইহার ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এবং বীর্য্যহীন ও ক্লেশে অভিভূত হইয়াছে; এব্যক্তি কার্য্যে অক্ষম ও নিতান্ত অসহায় বন্ধুজনেরা নিবিড় বনস্থ শুষ্ক তরুর ন্যায় ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

সিদ্ধার্থ এই কথা শ্রবণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি ইহা কি এই ব্যক্তির কুলধর্ম্ম, না সমুদয় জগতেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে? অবিলম্বে প্রকৃত কথা আমাকে বল, আমি ইহার কারণ নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইব।"

সারথি বলিল, "দেব ইহা রাজধর্ম্ম বা কুলধর্ম্ম নহে। পৃথি-

বীস্থ প্রত্যেক জীবের যৌবন জরা বিনাশ করে। আপনি আপনার পিতা,মাতা, জ্ঞাতি ওবন্ধুবর্গ—সকলেই ইহার অধীন, কাহারও গত্যন্তর নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া কুমার বলিলেন, "অজ্ঞান জনের বুদ্ধিকে ধিক! হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া এই শরীরের পরিণাম একবার চিন্তা করিয়াও দেখি না। সারথি রথবেগ সম্বরণ কর, জরা যাহাকে একদিন ঈদৃশ দুর-বস্থাপন্ন করিবে তাহার আবার ক্রীড়ামোদে প্রয়োজন কি?" সেদিন আর প্রমোদভবনে যাওয়া হইল না, সিদ্ধার্থ-চিন্তাকুল মনে গৃহে ফিরিলেন।

আর একদিন নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানে গমন করি-তেছেন, পথিমধ্যে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর একব্যক্তিকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি! বিকটরূপ, বিবর্ণ শরীর, বিক-লেন্দ্রিয়, কঙ্কালাবশিষ্ট উদরাময় রোগগ্রস্ত,—স্বীয় মূত্র পুরিষো-পরি শয়ান, এ ব্যক্তি কে?" সারথি বলিল, "হে দেব! এব্যক্তি ব্যাধিজনিত ভয়গ্রস্ত, ইহার অন্তিমকাল উপস্থিত। ইহার আর আরোগ্য নাই, ইহার তেজ নাই, বল নাই, রক্ষা নাই, নিতান্ত অসহায় এবং আশ্রয়বিহীন।" তৎশ্রবণে কুমার বলিতে লাগিলেন, শরীরের সুস্থাবস্থা স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা, ব্যাধিদ্বারা মনুষ্য ঈদৃশ ভয়ঙ্কর অবস্থাগ্রস্ত হয়। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া কি সংসারের সুখে মত্ত থাকিতে পারে? কুমার গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

আর একদিন কুমার নগরের পশ্চিম দ্বারা দিয়া প্রমোদ উদ্যানে গমন করিতেছেন, এমন সময় খট্টার উপর বস্ত্রাবৃত এক মনুষ্য দেহ দেখিতে পাইলেন। বহুসংখ্যক লোক আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, নারীগণ শোকে অধীর হইয়া কেশপাশ ছিন্ন করিতেছে, ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, শোকে বক্ষে করাঘাত করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি একি? একটি পুরুষকে খাটে শায়িত করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাদিগের কেশ আলুলাইত, ইহারা মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে, বক্ষে করাঘাত করিতেছে, বিবিধ বিলাপধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ করিতেছে।"

সারথি বলিল, "দেব! এ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, আর পৃথিবীতে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, দেখিতে পাইবে না। পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, গৃহ, সুখ, সম্ভোগ, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পরলোক গমন করিয়াছে। আত্মীয় স্বজনকে আর দেখিতে পাইবে না।"

সিদ্ধার্থ সারথির কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন, জরা নিপীড়িত যৌবনকে ধিক, বিবিধ ব্যাধি জর্জ্জরিত স্বাস্থ্যকে ধিক্, অনিত্য জীবনকে ধিক্, জ্ঞানী হইয়া যিনি আমোদে রত, তাঁহাকেও ধিক্; যদি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তথাপি সংজ্ঞা থাকাই মানবের মহা-দুঃখের কারণ। জরা ব্যাধি মৃত্যু, যখন মানবের নিত্য সহ-

চর, তখন আর কি? গৃহে ফিরিয়া চল, ভাল করিয়া মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।

আর একদিন সিদ্ধার্থ উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যানে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক শান্ত দান্ত প্রসন্ন পুরুষকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি, এই প্রশান্ত-চিত্ত শান্ত পুরুষ কে? ইহাঁর নয়ন ঊৰ্দ্ধদিকে উত্তোলিত হয় না, ইহাঁর বদন আনত, পরিধান কাষায় বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, ইহাঁর আকৃতি বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ, ইনি কে?

সারথি বলিল, "দেব! এব্যক্তি ভিক্ষু, ইনি সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, সকলকে আপনার সমান দর্শন করেন, ইনি রাগদ্বেষ পরাজয় করিয়াছেন, এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবন অতিবাহিত করি-তেছেন।" এই কথা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "তুমি আমার অভিলষিত কথাই বলিয়াছ। পণ্ডিতেরা প্রব্রজ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে আপনারও হিত হয় এবং পরের হিত হয়, জীবন সুখের হয়, এবং সুমধুর অমৃতফল লাভ হয়।"

সিদ্ধার্থ সেদিন আর গৃহে ফিরিলেন না। উদ্যানে গমন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। বাল্যকাল হইতেই ভোগবিলাসে তিনি বীতস্পৃহ ছিলেন, সংসারের সুখ তাঁহাকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে নাই—সংসারে তাঁহার আসক্তি ছিল না। বার্দ্ধক্যের ক্লেশ, ব্যাধির যন্ত্রণা, জীবনের পরিণাম

দর্শনে, নিত্য সুখ—নিত্য শান্তির জন্য তাঁহার প্রাণের হাহাকার অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, সংসারের প্রতি আরও বীত-রাগ হইয়া পড়িলেন। সিদ্ধার্থ ভাবিলেন সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন সম্ভব হইলেও, আমার লক্ষ্য সংসারে থাকিয়া সাধিত হইবার নহে। আমি এই ভিক্ষুকের পথ অবলম্বন করিব, সন্ন্যাসী হইয়া জীবনের ব্রতসাধনে জীবনোৎসর্গ করিব। কুমার মহাচিন্তায় নিমগ্ন; দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাঁহার সে চিন্তার বিরাম নাই; অনাহারে অনিদ্রায় নির্জ্জন উদ্যানে বৃক্ষতলে কুমার সেই একই চিন্তায় নিমগ্ন। সংসারে থাকিয়া জীবনের লক্ষ্য সংসাধিত হইবে না, কিন্তু সংসার পরিত্যাগ করিলে স্নেহময় পিতা, মাতৃসমা স্নেহময়ী গৌতমীর প্রাণে যে দারুণ আঘাত লাগিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। আর পতিপ্রাণা গোপা—যে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, যে স্বামীকেই জীবনের আশ্রয় করিয়াছে—মুগ্ধার ন্যায় আপনার সর্ব্বস্ব স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁহার স্নেহের বন্ধন—প্রেমের বন্ধনই বা কি প্রকারে কঠিন—নির্দ্দয় হস্তে ছিন্ন করিবেন, ভাবিয়া সিদ্ধার্থের হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল।

এমন সময়ে সংবাদ আসিল, গোপা এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর চিন্তাকুল হইলেন। তিনি দেখিলেন যে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছে, সেই সংসারে আর একটি

নূতন বন্ধন উপস্থিত হইল! সিদ্ধার্থ মহাশঙ্কাকুল হইয়া অবিলম্বে সংসার ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিষণ্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কপিলবস্তু নগরে মহাউৎসব হইতেছে; সিদ্ধার্থের পুত্র জন্মিয়াছে এই সংবাদে নগরে আনন্দের আর পরিসীমা নাই, আনন্দ কোলাহলে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধার্থের উদাস হৃদয় কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না; চিন্তাকুল মনে, বিষণ্ণ হৃদয়ে তিনি রাজভবনে উপস্থিত হইলেন।

এসংসার বড় বিচিত্র স্থান। সকলেই সুখের আশায় ফিরিতেছে, কিন্তু সুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিতেছে? যে দরিদ্র সে মনে করিতেছে, যদি তাহার দরিদ্রতা ঘুচিয়া যায়, তবেই বুঝি সে সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ দেখ ভোগবিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও সুখের অন্বেষণে বিশাল রাজ্যের ভাবি অধিপতি ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সংসার হইতে বহির্গত হইলেন। সংসারের সুখ পিতামাতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম, অসীম বিভব, বিশাল রাজ্য, কিছুতেই তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইল না,—প্রাণের হাহাকার হৃদয়ের তৃষ্ণা এ সংসারে মিটিল না! প্রাণের এই হাহাকার, হৃদয়ের এই গভীর তৃষ্ণা, সকলেরই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা মোহে আচ্ছন্ন তাই অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সংসারের আনন্দ কোলাহল অতিক্রম করিয়া যে এক মহা বিষাদ সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে, আমরা জীবনশূন্য, অসাড় ও বধীর তাই তাহা শুনিতে পাই না। সেই মহাবিষাদময়

—মহা বৈরাগ্যময় সঙ্গীতে যাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, তিনিই বুঝিতে পারেন এ সংসারের ধন জন ঐশ্বর্য্য সকলই অসার। সিদ্ধার্থের প্রাণ এই মহা সঙ্গীত শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল—তাঁহার হৃদয় তন্ত্রীতে এই সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তাই তিনি ধন জন, রাজ ঐশ্বর্য্য, পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র, সমস্ত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগে কৃত সংকল্প হইলেন। কিন্তু পিতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাৎ লাগিবে, এই চিন্তা করিয়া পিতার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শুদ্ধোদন পুত্রের এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত হইলেন। তাঁহার করুণ বিলাপ ধ্বনিতে কুমারের হৃদয়ও বিচলিত হইল, তিনিও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শোকবেগ কিঞ্চিত প্রশমিত হইলে, বৃদ্ধ নরপতি পুত্রকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কুমারের মন ফিরিল না। অবশেষে শুদ্ধোদন বলিলেন "কেন তুমি সংসারত্যাগী হইবে, তোমার কিসের অভাব? তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" তখন কুমার বলিলেন, "আমার চারিটী ভিক্ষা আছে, যদি তাহা পূর্ণ করিতে পারেন, তবে আমি গৃহে থাকিব, নতুবা সংসারে থাকিবার আর উপায় নাই। আমার ভিক্ষা যে, জরা আমাকে আক্রমণ না করে, যৌবন চিরস্থায়ী হয়, ব্যাধি আমাকে স্পর্শ না করে, এবং

মৃত্যুর অতীত হইয়া নিত্য জীবিত থাকিতে পারি। আমার এই ভিক্ষা পূর্ণ হইলে আমি আর সংসার পরিত্যাগ করিব না।" শুদ্ধোদন পুত্রের এই অসম্ভব প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইলেন এবং বলিলেন, "আমার এমন শক্তি কোথায় যে আমি তোমাকে জরা ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিব?" তখন কুমার পুনরায় বলিলেন, যদি আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারেন তবে আর একটি বরদান করুন। তৃষ্ণা জনিত পুত্রস্নেহ ছিন্ন করুন। জগতের দুঃখ মোচনের জন্য আমি জীবনোৎসর্গ করিব, একার্য্যে আমাকে অনুমতি করুন। বর্ষীয়ান রাজা কুমারের এই নিদারুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং কুমারকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের জন্য কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। সিদ্ধার্থ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধনরপতি পুত্রকে বিদায় দিয়া শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কুমার গৃহত্যাগ করিবেন এই সংবাদ অবিলম্বে নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। শাক্যগণ বলিল কুমারের সাধ্য কি যে তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন, আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিব। শাক্যবীরগণ সজ্জিত হইয়া নগরের চতুর্দ্দিকে রক্ষায় নিযুক্ত হইল। এদিকে গৌতমীর

আদেশে রাজভবন শত সহস্র দীপালোকে আলোকিত হইল। দাস দাসীগণ জাগ্রত থাকিয়া কুমারকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ নৃত্য ও সঙ্গীতে, এবং বিবিধ প্রকারে কুমারের উদ্ভ্রান্ত প্রাণকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু সকলই বৃথা! কাহার সাধ্য সিদ্ধার্থের উদাস হৃদয় আর সংসারাসক্ত করিতে সমর্থ হয়? ক্রমে কুমার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া অন্য সকলেও নিদ্রিত হইল। রজনী দ্বিপ্রহরা, চারিদিক নিস্তব্ধ, সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া শয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। নিদ্রাভিভূতা নর্ত্তকী ও গায়িকাগণের বীভৎস মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মানবদেহ ও ভোগবিলাসের প্রতি সিদ্ধার্থের মহা ঘৃণা উপস্থিত হইল; সেই গম্ভীর মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন প্রাণীগণকে তৃষ্ণার দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন, অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করিয়া, ধর্ম্মালোকে প্রজ্ঞাচক্ষু বিশুদ্ধ করিবেন, অহঙ্কার বিনাশ করিবেন, এবং সংসার বাসনা বিনাশকারী, হৃদয়মনের তৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন। দ্বিপ্রহরা যামিনী, চারিদিক নিস্তব্ধ, জন প্রাণী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সিদ্ধার্থ দেখিলেন শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, গৃহত্যাগের এই উপযুক্ত সময়। ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন পৃথিবী চন্দ্রালোকে ভাসিতেছে, অনন্ত আকাশে অগণ্য তারকা ফুটিয়া রহিয়াছে। এই অনন্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া

সিদ্ধার্থের হৃদয় অনন্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইল—সমস্ত জগতকে সিদ্ধার্থ হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

অনন্তর কুমার সারথি চ্ছন্দককে দ্বারস্থ দেখিয়া বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে বেগবান অশ্ব প্রস্তুত কর, আমি অদ্য রজনী-তেই গৃহত্যাগ করিব।" চ্ছন্দক এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া বলিল "কুমার এমন নিদারুণ কথা বলিবেন না, আপনার তরুণ বয়স, তপস্যার এ সময় নহে, আপনি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।" সিদ্ধার্থ বলিলেন, "চ্ছন্দক! সংসারে আমার মতি নাই, ভোগবিলাস, রাজ্য ঐশ্বর্য্যে আমার স্পৃহা নাই—ইহাতে আমার হৃদয় তৃপ্ত হয় না। আমি স্নেহশীল পিতা, প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী, প্রাণসম পুত্র এ সকলই পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি জীবন তপস্যায় নিযুক্ত করিব। বাসনা সম্ভোগ অনিত্য, অধ্রুব, ধর্ম্মনাশকর। যতই সম্ভোগ করা যায় ততই বাসনা প্রবল হয়; আর ইহাতে আমি বদ্ধ হইব না। মোক্ষপথ নির্দ্ধারণে জীবন যৌবন সকলই উৎসর্গ করি-য়াছি। অতএব আর আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াসী হইও না। চ্ছন্দক! একার্য্যে তুমি আমার সহায় হও।" ছন্দক অনন্যোপায় হইয়া অশ্ব প্রস্তুত করিবার জন্য অশ্বা-লয়ে গমন করিল। তখন সিদ্ধার্থ জন্মের মত প্রাণা-ধিকা গোপা ও নবপ্রসূত সন্তানকে একবার দেখিতে গেলেন। পতিপ্রাণা নিদ্রাভিভূতা বিশ্বস্তহৃদয়া গোপার প্রেমমাখা মুখখানি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া

উঠিল, সিদ্ধার্থ আর বিলম্ব না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে ছন্দক এক বৃহৎ শুভ্রবর্ণ বেগবান অশ্ব সজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ জন্মের মত এক-বার গৃহের দিকে শেষ দৃষ্টি করিয়া অশ্বে আরোহন করিলেন, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সিদ্ধার্থ সেই ঘোর নিশাথ সময়ে সংসারে ভাসিলেন। বেগবান অশ্ব নগর অতিক্রম করিয়া প্রাচীর দেশে উপস্থিত হইল, এবং এক লম্ফে প্রাচীর পার হইয়া নগরের বাহির হইল; ছন্দকও নিঃশব্দে পশ্চাদনুসরণ করিল। কুমার একে একে নানা রাজ্য জনপদ অতিক্রম করিয়া রজনী শেষে অনোমানদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একে একে অঙ্গাভরণ সকল উন্মোচন করিতে লাগিলেন; কুমার ভাবিলেন যে সন্ন্যাসী তাহার অঙ্গে রত্নাভরণ শোভা পায় না। খড়্গ দ্বারা ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ পাশ ছিন্ন করিলেন এবং স্বীয় রাজবেশের পরিবর্ত্তে এক ব্যাধের নিকট হইতে শত ছিদ্র জীর্ণ কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শুদ্ধোদন-তনয় ভিখারী সাজিলেন—দিব্য লাবণ্য-ময় রাজকুমার সন্ন্যাসীর বেশে অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগি-লেন। ছন্দক এই দৃশ্য দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থ তাহাকে প্রবোধ দিলেন এবং আভরণাদি ও অশ্ব লইয়া গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন।

অনন্যোপায় হইয়া ছন্দক ভগ্ন মনে, বিষণ্ণ হৃদয়ে, কপিলবস্তু অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পিতার অতুল বিভব, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, রূপে গুণে অতুলনীয়া যুবতী ভার্য্যা, নবজাত সন্তান, এ সকলই পশ্চাতে রাখিয়া সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সে সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখ মোচনের জন্য সন্ন্যাসী বেশে সংসারে ভাসিলেন। 

এদিকে অন্তঃপুরমধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। কুমারকে না দেখিতে পাইয়া চারিদিক তাঁহার অন্বেষণে লোক বহির্গত হইল, কিন্তু কেহই কোন সংবাদ আনিতে সমর্থ হইল না। বৃদ্ধ নরপতি শুদ্ধোদন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ বিলাপে, গৌতমীর হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে রাজপুরী পরিপূর্ণ হইল। বৃদ্ধ নরপতি মুহুর্মুহু চেতনা হারাইতে লাগিলেন। প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনিতে কপিল-বস্তু পরিপূর্ণ হইল। রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল। আর পতিপ্রাণা গোপা! কুমার গৃহত্যাগ করিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক—নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। অবিরল অশ্রুধারে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। পরে সংজ্ঞা-লাভ করিয়া গোপা শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে হৃদয় বিদারক বিলাপ ধ্বনিতে রাজ-পুরীতে মহা হাহাকার উত্থিত হইল। গোপা সুচিক্কণ কেশ জাল ছিন্ন করিলেন, অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিলেন, এবং বহুমূল্য বস্ত্রের পরিবর্ত্তে সামান্য বসনে দেহ আবৃত করিলেন।

সেইদিন হইতে গোপা রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া একাহারী হইলেন, কুসুমকোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যা সার করিলেন। বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য-অনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। স্বামী যৌবনে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, গোপাও যৌবনে সন্ন্যাসীনী হইলেন। তাঁহার যৌবন কুসুম অকালে শুকাইল। জন্মের মত তাঁহার সকল সুখ,—সকল আশা ফুরাইল!

## সাধনা ও সিদ্ধি।

সিদ্ধার্থ সেই অনোমা তীরবর্ত্তী এক আম্রকাননে সাতদিন অতিবাহিত করিলেন। সপ্তমদিন পরে ভ্রমণ করিতে করিতে শাকী পদ্মা ও ব্রহ্মর্ষি রৈবতের আশ্রমে গমন করেন, এবং মহা সমাদরে গৃহীত হন। ক্রমে সিদ্ধার্থ বৈশালীনগরে উপস্থিত হইলেন, তথায় এক মহা পণ্ডিত তিনশত শিষ্য সহ বাস করিতেন। সিদ্ধার্থ তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্র ও ধ্যান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুর সমুদয় বিদ্যা অধি .ত করিয়াও তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইল না—তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। সিদ্ধার্থ অরাড়ের আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া—রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহবাসীগণ বিস্ময়ে দেখিল, এক অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি নবীন সন্ন্যাসী, ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। সিদ্ধার্থ

নগরের প্রান্তস্থিত এক নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায় বাসস্থান নিরূপিত করিয়া তথায় ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ভিক্ষালব্ধ সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া কোন প্রকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। মহাপ্রতাপান্বিত বিম্বসার তখন রাজগৃহের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, রাজগৃহ সে সময়ে সমগ্র মগধ রাজ্যের রাজধানী। বিম্বসার অপূর্ব্বমূর্ত্তী নবীন সন্ন্যাসীর সংবাদ অবগত হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং কথোপকথনে জানিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসীই রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ। বিম্বসার সিদ্ধার্থকে ফিরাইবার জন্য বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। সিদ্ধার্থ বলিলেন, "আমি বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, বাসনা জীবের অশেষ ক্লেশের মূল, কাম্য বস্তুর উপভোগে কাহার কবে তৃপ্তি হইয়াছে? আমি পরমমঙ্গলকর জ্ঞান লাভে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, আমাকে আবার বিলাস ভোগে রত হইতে অনুরোধ করিবেন না।"

রুদ্রক নামক এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাতশত শিষ্যকে শাস্ত্রশিক্ষা দিতেন, সিদ্ধার্থ তাঁহার শিষ্য হইলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার প্রাণের তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। সিদ্ধার্থ অরাড় ও রুদ্রকের নিকট শাস্ত্র ও যোগপ্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই। তিনি মনে করিলেন শরীর মনে এখনও কামনার বিষয় রহিয়াছে, শরীর মনে বাসনা এখনও জীবন্ত রহিয়াছে, এ অবস্থায় কাম্যবস্তুর

উপভোগ হইতে শরীর মনকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলেও, নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। মন হইতে এই বাসনার উচ্ছেদ করিতে হইবে, কৃচ্ছ্র সাধনে শরীর মন এমন ক্লিষ্ট করিব, যাহাতে পাপ চিন্তা বা কার্য্যে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধার্থ উরুবিল্বগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানের অপূর্ব্বশোভা দর্শন করিয়া তিনি মোহিত হইলেন, এবং এই শান্তিপূর্ণ স্থান তপস্যার অনুকূল মনে করিয়া ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। পাপ-চিন্তার মূলোচ্ছেদ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে শরীর মন নিয়োজিত করিলেন। তৎকাল প্রচলিত কৃচ্ছ্র সাধ্য কঠোর যোগ অবলম্বন করিয়া শরীরকে নানা প্রকারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এই দুষ্কর তপস্যায় ছয় বৎসর অতীত হয়, কথিত আছে, এই ছয় বৎসর কাল কখনও একটা তিল, কখনও একটি বদরি কখনও বা একটি তণ্ডুল আহার করিতেন, এবং পরিশেষে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া অনশনে দিনপাত করিতেন। কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি অপর চারিজন ব্রাহ্মণ পুত্র এই সময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হয়। এই ছয় বৎসর কাল অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, একাসনে অনাহারে অনিদ্রায় একাগ্রচিত্তে কেবল একই মহাধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার দিব্য লাবণ্যময় দেহ কঙ্কালে পরিণত হইয়াছিল, নয়নদ্বয় কোটরগত হইয়াছিল, শরীর এমনি বিকৃত হইয়াছিল যে, মনুষ্য বলিয়া আর তাঁহাকে বুঝা যাইত না। কিন্তু ইহাতেও সিদ্ধার্থের আশা সফল হইল না।

তখন তিনি বুঝিলেন কৃচ্ছ্রসাধনে শরীর নিগৃহীত হইল মাত্র, প্রাণের আশা ইহাতে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, মনোরথ ইহাতে সিদ্ধ হইবে না। শরীর নিপীড়িত করিলে জ্ঞানশ্চক্ষু উন্মিলিত হয় না, শারীরিক বৈরাগ্য অবলম্বনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয় না। ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে শরীর রক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। সিদ্ধার্থ এখন হইতে নিয়মিত রূপে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ করিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী অভিমুখে চলিয়া গেল।

এত করিয়াও মনোরথ সিদ্ধ হইল না—প্রাণের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইল না দেখিয়া সিদ্ধার্থ ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন। এবং এই অসহায় অবস্থায় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তবে কি তাঁহার আশা সফল হইবে না? জীবের দুঃখ ক্লেশ বিদূরিত করিবার জন্য, জরা ব্যাধি মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কি পূর্ণ হইবে না? ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধার্থের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। প্রলোভন আসিয়া এই সুযোগে মধুর বচনে তাঁহাকে সংসারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিল। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, গৌরব, সংসার, সুখ, আত্মীয়, স্বজন, সকল তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতার যাতনা, মাতার অশ্রুজল প্রেমময়ী গোপার বিরহ-ক্লিষ্ট মলিন মুখ

খানি মনে পড়িল। সিদ্ধার্থ চঞ্চল হইলেন, ভাবিলেন তবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? সিদ্ধার্থের হৃদয়ে এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার প্রাণ সংসারের দুঃখ শোকে, পাপ যন্ত্রণায়, ব্যথিত হইয়া, উদাসী হইয়া গৃহের বাহির হইয়াছে, তাহাকে আর কে ফিরাইতে পারে? শত সহস্র প্রলোভনেও তাহাকে এক তিল বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। সিদ্ধার্থ দুর্জ্জয় বলে প্রলোভনকে বিদূরিত করিলেন। সংসারের যে মোহিনী চিত্রে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল, অবিলম্বে তাহা হৃদয় হইতে অপসারিত করিলেন। ভাবিলেন "সংসারেত আমার সুখ নাই, আমি গৃহে ফিরিয়া কি করিব? আমার প্রাণ যাহার জন্য আকুল হইয়া ফিরিতেছে তাহা ত সংসারে মিলিবে না? আমি গৃহে ফিরিব না।"

এইরূপে প্রলোভনকে পরাজয় করিয়া, কি উপায়ে মনোরথ সিদ্ধ হইবে যখন এই গভীর চিন্তায় সিদ্ধার্থ নিমগ্ন আছেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া আশার জ্যোতি বিকশিত হইল। চিন্তা-মেঘ অপসৃত হইয়া হৃদয়মধ্যে বিশ্বাসবল ও আত্মনির্ভর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইল। তিনি বুঝিলেন, শরীর নিগ্রহ এবং বিলাস সম্ভোগ এ উভয়ই পরিহার্য্য—এতদুভয়ের মধ্যপথই অবলম্বনীয়; এবং ইহাতেই তাঁহার ইপ্সিত লাভ হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সিদ্ধার্থ ধ্যানে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিলেন।

অনন্তর সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ ও শিতল হইলেন; এবং তথায় এক বটবৃক্ষমূলে যোগাসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। "এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাক; ত্বক, অস্থি, মাংস, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, বহুতপস্যায় লভ্য যে পরম জ্ঞান তাহা প্রাপ্ত না হইয়া যেন আমার শরীর বিচলিত না হয়।" এই সঙ্কল্প করিয়া সিদ্ধার্থ ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। ধ্যানস্থ হইয়া সিদ্ধার্থ শরীর অনিত্য, ইন্দ্রিয়সুখ অনিত্য, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন; বাসনা-শূন্য হইলেন, এবং হৃদয় হইতে পাপ প্রলোভনের মূলোচ্ছেদ হইল। সিদ্ধার্থ পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন। ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিবার আর সম্ভাবনা রহিল না। এইরূপে সমস্ত রিপুগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার চিত্ত সাম্যা-বস্থায় উপস্থিত হইল। সুখ দুঃখ, অনুরাগ বিরাগ, ইচ্ছা অনিচ্ছা, মান অভিমান, স্তুতি নিন্দা, এ সকলের অতীত হইয়া গেলেন। ধর্ম্মলাভ করিতে যে অবস্থার প্রয়োজন, সিদ্ধার্থের হৃদয় সেই অবস্থায় উপনীত হইল।

প্রথমতঃ নিত্য অনিত্যের প্রভেদ জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে জন্মিল। বৈরাগ্য নয়নে সংসারের অসারতা, সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর অনিত্যতা এবং বিবেক নয়নে জরা মরণ রহিত, সুখ দুঃখের অতীত একমাত্র নিত্য বস্তু উপলব্ধি করিলেন। তখন সেই এক নিত্য বস্তুতেই সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেন। পরে দিব্য চক্ষে প্রাণীগণকে দর্শন করিলেন,—আমিত্ব ঘুচিয়া জগতে প্রীতি

সঞ্চারিত হইল। অনন্তর সেই সমাহিত অবস্থায় আর এক জ্ঞানের উদয় হইল। দেখিলেন তাঁহার জন্মভূমি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, বংশ নাই, জাতি নাই, পূর্ব্বতন বোধিসত্বেরাই তাঁহার আদি পুরুষ। অবশেষে এই জ্ঞান লাভ করিলেন যে সকল দুঃখ শোক অবিদ্যা* হইতে উৎপন্ন; এই অবিদ্যার নিরোধ হইলে,জরা মরণ সংসার হইতে বিদূরিত হইবে।

এতদিন পরে সিদ্ধার্থের আশা পূর্ণ হইল। যে জরা ব্যাধি মৃত্যু দেখিয়া, ভীত হইয়া রাজপুত্র রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, দুশ্চর সাধনারপর, জরা ব্যাধি মৃত্যুর অতীত হইবার জ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার তম ও অন্ধকার বিদূরিত হইল,তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখের অবস্থা লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা, চিত্তের চাঞ্চল্য চলিয়া গেল। আশা নিরাশা, অনুরাগ বিরাগ, ইচ্ছা অনিচ্ছা, বাসনা আকাঙ্ক্ষা এ সমস্তই বিলীন হইয়া গেল। এক মহাশান্তি তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বাসনাতে ও তৃষ্ণানলে নির্ব্বাণ বারি সিঞ্চন করিলেন,—তাঁহার সকল দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হইল। সুখের নির্ব্বাণ—দুঃখের নির্ব্বাণ—ইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ—বাসনার নির্ব্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নিত্য আনন্দ ধামে উপনীত হইলেন, জীবন্মুক্ত হইয়া দিব্য লাবণ্য ধারণ করিলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন।

*। অবিদ্যা—অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান, অনিত্যে নিত্য জ্ঞান।

নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ সপ্তদিবস বোধিতরুতলে ধ্যান-মগ্ন হইয়া অতিবাহিত করিলেন, এবং সাত সপ্তাহ কাল সেই তরুর সন্নিকটে যাপন করিলেন। সে সুখের স্থান সহজে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না।

## প্রচার।

বুদ্ধ সাধনে সিদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য লাভ করিয়াছেন, এখন তাহা জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার গুরু রুদ্রক এবং অরাড় কালামকে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন এই বাসনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া একান্ত দুঃখিত মনে, যে পঞ্চ জন শিষ্য তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট এই নূতন সত্য প্রচার করিবার জন্য বারানসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে নানাস্থানে তিনি সম্মানিত ও নিমন্ত্রিত হন। অনন্তর বারানসীতে উপস্থিত হইয়া মৃগদাব নামক আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার পঞ্চ শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তাঁহার সহিত অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিল। কিন্তু কৌণ্ডাণ্য তাঁহার ব্যবহার ও উপদেশে মোহিত হইয়া, বিনীতভাবে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলেন, এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ প্রসন্ন মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমে অবশিষ্ট চারিজন শিষ্যও তাঁহার

দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—ক্রমে সমস্ত জগৎ নীরব—নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। তখন গভীর নিশীথে—সেই বীজন কাননস্থ আশ্রমে—বুদ্ধদেব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। হে ভিক্ষুগণ! একদিকে ইন্দ্রিয় সুখ, অপরদিকে ফলহীন ব্রহ্মচর্য্য, এ উভয়ই ধর্ম্মার্থীর পরিত্যজ্য। আমি এক পথ আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিলে, দিব্য জ্ঞান ও শান্তিলাভ হয়, মানব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সৎ দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সৎবাক্য, সৎব্যবহার ও সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন, সৎচেষ্টা, সম্যকস্মৃতি ও সমাধি দ্বারা, নির্ব্বাণের পরম শত্রু পাপগুলিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হইবে। দুঃখ পঞ্চবিধ, জন্ম হইলেই নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, জরা ব্যাধি ও মৃত্যুতে দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ, অতৃপ্ত বাসনায় দুঃখ. ইন্দ্রিয় সুখতৃষ্ণায় দুঃখ; জীবনতৃষ্ণা, ধনতৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা, এ সকলেই দুঃখের মূল। জীবন বাসনা ও তৃষ্ণার অগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। ইহার বিনাশ হইলেই নির্ব্বাণ লাভে চিত্ত সক্ষম হয়। চিত্ত হইতে এই সকল বিকার তিরোহিত হইলেই দুঃখ নিরোধ হয়. এই দুঃখ নিরোধের নামই নির্ব্বাণ। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৌণ্ডাণ্য এবং ক্রমে অপর চারি জন তাঁহার শিষ্য হইলেন। মৃগদাবে তিনমাস-কাল অবস্থান করিয়া অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত লোক তাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্মকথা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া

তাঁহার শিষ্য হইল। কত শত লোক দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। নানাস্থান হইতে নরনারীগণ এই অভিনব ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য মৃগদাবে উপস্থিত হইতে লাগিল। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র প্রভৃতি, জাতিনির্ব্বিশেষে নির্ব্বাণের উপদেশ শ্রবণে মোহিত হইয়া এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে তাঁহার ক্ষুদ্র ভিক্ষুদল গঠিত হয়। বুদ্ধ শিষ্যদিগকে লইয়া উরুবিল্বের মনোহর কাননে গমন করেন; তথায় কাশ্যপ ও তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়ের সহিত বুদ্ধের পরিচয় হয়। অল্পকালমধ্যেই কাশ্যপ বুদ্ধের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ও শিষ্যবর্গ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কাশ্যপের ন্যায় মহা পণ্ডিত বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এ সংবাদ প্রচারে দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেব এই নবধর্ম্মের সংবাদ দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিলেন,দেশমধ্যে এক মহাধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল।

একদিন পরমজ্ঞানী গৌতম শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া গন্ধহস্তী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ গিরিশিখরে দাবানল প্রজ্বলিত দেখিয়া, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে জ্বলন্ত হুতাশন দেখিতেছ, যতদিন মানুষ বাসনা তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে, ততদিন তাহাদের

চিত্তও ঐরূপে জ্বলিতে থাকে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ সেই অনলের ইন্ধনস্বরূপ। মানুষ যত সুন্দর পদার্থ দর্শন করে, ততই সুখস্পৃহা বলবতী হইতে থাকে, এবং এই সুখস্পৃহার সঙ্গে দুঃখভার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকাতেই মানুষ অসার সুখে লিপ্ত হয়; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি, এবং জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক, দুঃখ, ও মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু যাঁহারা নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম অনুসরণ করেন, তাঁহারা এই অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত হইতে দেন না। সমুদয় অন্তরেন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, পবিত্রতা ও প্রেম লাভ করিয়া, পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।”

অনন্তর বুদ্ধদেব সশিষ্যে, মগধরাজ বিম্বসারের রাজধানী, রাজগৃহে গমন করিলেন। রাজা বিম্বসার বুদ্ধদেবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন; এবং সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার দর্শন কামনায় উপস্থিত হইল। বিম্বসার বুদ্ধের ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। নির্ব্বাণধর্ম্ম অসীম বল লাভ করিল। একদিকে মহাজ্ঞানী কাশ্যপ, অপরদিকে মগধাধিপতি বিম্বসার এই নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম অল্পকাল মধ্যেই দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে বুদ্ধদেব ভিক্ষুসমাজ সংস্থাপন করিয়া ইহার ‘সংঘ” আখ্যা প্রদান করিলেন; এবং সংঘের পবিত্রতা রক্ষার্থ কঠোর শাসন

প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন।

এদিকে বৃদ্ধ নরপতি শুদ্ধোদন শ্রবণ করিলেন যে, সিদ্ধার্থ সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-কথা শ্রবণে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, পাপী সাধু হইয়া যাইতেছে,—মৃত জীবন লাভ করিতেছে। বুদ্ধ মহা উৎসাহের সহিত নবধর্ম্মের নূতন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য শুদ্ধোদন একান্ত ব্যাকুল হইলেন; এবং তাঁহাকে কপিলবস্তু আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সকলেই বুদ্ধের অপূর্ব্ব ধর্ম্মকথা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সংসারমায়া বিস্মৃত হইল, কেহ আর গৃহে ফিরিল না। তখন শুদ্ধোদন বুদ্ধের এক বাল্যসখাকে বলিলেন, "তুমি একবার রাজগৃহে গিয়া পুত্রকে বল যে মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার আমি তাহার মুখ দেখিয়া মরিতে চাই।" গৌতম পিতার এই সস্নেহ বচনে বিগলিত হইয়া বহুসংখ্যক শিষ্য সমভিব্যাহারে কপিলবস্তু নগরীতে উপনীত হইলেন। এবং সংঘের নিয়মানুসারে নগরপ্রান্তস্থিত ন্যগ্রোধ বনে অবস্থান করিলেন। বুদ্ধের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিবর্গ, এবং সহস্র সহস্র নরনারী, তাঁহার দর্শন কামনায় ন্যগ্রোধ বনে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুদল সেই রাত্রি ন্যগ্রোধ বনে

অবস্থিতি করিয়া পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে গমন করিল। বুদ্ধও ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শুদ্ধোদনতনয়, মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, কাহার প্রাণে তাহা সহ্য হয়? নগরবাসীগণ এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিল না। গোপা প্রসাদোপরি উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণাধিক স্বামী, মুণ্ডিত মস্তকে, সন্ন্যাসীর বেশে, অবনত বদনে, অনাবৃত পদে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। গোপার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার বিশুষ্ক, মলিন গণ্ড বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে শোকবেগ কথঞ্চিত প্রশমিত করিয়া এই সংবাদ রাজার গোচর করাইলেন। শুদ্ধোদন পুত্রের এই বেশ দর্শনে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; পরে বলিলেন "কেন উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আমাকে লজ্জিত কর, আমি কি এই ভিক্ষুদিগের আহার দিতে পারিতাম না?" বুদ্ধ বলিলেন "মহারাজ! ভিক্ষাই আমাদিগের বংশের রীতি," রাজা বলিলেন, "আমরা রাজবংশ-সম্ভূত, আমাদের বংশে কেহ কখনও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।" বুদ্ধ বলিলেন, "মহারাজ! আপনি ও আপনার পরিবারবর্গ রাজবংশ সম্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের বংশ-সম্ভূত, তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবন

ধারণ করিতেন।” তৎপরে বুদ্ধ সর্ব্বজন সমক্ষে, সেই রাজ-পথে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, “পিতঃ! জাগ্রত হউন, পবিত্র জীবন লাভে যত্নবান হউন, যাহারা ধর্ম্মপথে বিচরণ করে, তাহারা ইহকালে ও পরকালে পরমানন্দ সম্ভোগ করে। অতএব অশেষ দুঃখের মূল, মায়াবদ্ধ জীবন পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র জীবন লাভ করুন; যাহারা সৎপথে থাকে তাহারা উভয় লোকে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।”

রাজা পুত্রের কথায় কোন উত্তর না দিয়া,তাঁহার ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং হস্তে লইয়া, কুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তথায় পরিবারস্থ সকলে, ও দাস দাসীগণ তাঁহার যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। বুদ্ধ চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন গোপা তথায় নাই, তৎক্ষণাৎ দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং শিষ্যদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিলেন, যদি কোন রমণী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রয়াস পায়, তবে যেন তাঁহারা কোন বাধা না জন্মান। বহুদিবস পরে স্বামীর দর্শন পাইয়া গোপার হৃদয় উচ্ছলিয়া উঠিল, তাঁহার আর বাক্যস্ফূরণ হইল না, নীরবে স্বামীর চরণ যুগল আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিতে লাগিলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে বুদ্ধের উদাসীন হৃদয়ও চঞ্চল হইল; গোপার রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ ও বিরহক্লিষ্ট মলিন মুখখানি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু যে অমৃতময়া ধর্ম্মকথায় সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ধর্ম্মে

আকৃষ্ট হইয়াছিল, বুদ্ধদেব পত্নীর হৃদয় হইতে দুঃসহ দুঃখ-ভার অপনীত করিবার জন্য, সেই অমৃতময়ী ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন;—গোপার শোক দগ্ধ প্রাণ কথঞ্চিত সান্ত্বনা পাইল। রাজা ও রাজপরিবার বর্গ তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। গৌতমী গর্ভজাত নন্দকে তিনি প্রথম সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। নন্দের যেদিন বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক হইবে, সেই দিন নন্দ, বুদ্ধের ধর্ম্ম-কথায় মোহিত হইয়া, রাজ্য সুখ, বিবাহসুখ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন; রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল! একদিন বুদ্ধ রাজবাটীতে আসিয়াছেন, গোপা রাহুলকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া, বলিলেন "ঐ যে উজ্জলকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা; পিতার নিকট গিয়া বল,—"পিতঃ আমি শাক্যবংশের নেতা হইব, আমি পিতৃধন প্রার্থনা করিতেছি, প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" রাহুল পিতার নিকট যাইয়া বলিল, "পিতা আপনাকে দেখিয়া আমার বড় সুখ হইয়াছে।" বুদ্ধদেব সন্তানের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ন্যগ্রোধ বনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পুত্রও বারংবার পৈতৃকধন যাচঞা করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধদেব ভাবিলেন, "আমি বোধিদ্রুমতলে যে সপ্তরত্ন পাইয়াছি, ইহাকে তাহারই অধিকারী করিব,—ইহাকে আধ্যাত্মিক জগতের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব।"

তখন সারিপুত্রকে বলিলেন, "ইহাকে দলভুক্ত করিয়া লও" সাত বৎসরের বালক ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হইল! তাহার মস্তক মুণ্ডিত হইল, বহুমূল্য পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে হরিদ্রা বসনে দেহ শোভিত হইল, অঙ্গাভরণ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। জীবনের একমাত্র সম্বল রাহুলও তাহার পিতার অনুসরণ করিল দেখিয়া, শুদ্ধোদন, জীবন্মৃতের ন্যায় হইলেন। বুদ্ধদেব সর্ব্বদা পিতার সহিত ধর্ম্মালাপে যাপন করিতে লাগিলেন, এবং এই দীর্ঘ প্রবাসকালে শাক্যবংশীয়দিগের মধ্যে নির্ব্বাণ ধর্ম্মের সত্য দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে জেতবন বুদ্ধের প্রধান ও প্রিয় বিহারভূমি হইল। বর্ষার সময় এই স্থানে অবস্থান করিয়া তিনি ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিতেন, এবং এই স্থানেই ত্রিপিটকের মূলসূত্র সকল ব্যাখ্যা করেন। এই জেতবনেই স্বীয় তনয় রাহুলকে বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ভিক্ষুপদে গ্রহণ করেন। এখান হইতে বৈশালী গমন করিলেন, এবং তথায় ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, শুদ্ধোদন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। বুদ্ধ অনতিবিলম্বে কপিলবস্তুতে উপনীত হইলেন। দেখিলেন পিতা মুমূর্ষু-প্রায়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। কিন্তু অন্তিম সময়ে পুত্র মুখ দর্শনে, তাঁহার মৃত প্রাণে যেন ক্ষণকালের জন্য জীবন সঞ্চার হইল! পরদিন প্রভাত সময়ে, শাক্যকুল শোক সাগরে ভাসাইয়া শুদ্ধোদন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন; বুদ্ধ স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্টি-

ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে শাক্যরাজকুল লুপ্ত প্রায় হইল; মহাসমৃদ্ধিশালী কপিলবস্তু শোকতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া শ্মশানদৃশ্য ধারণ করিল! রাজপরিবারের অনেকেই ভিক্ষুবেশে বুদ্ধের অনুসরণ করিল; রমণীগণ যোগিনী বেশে তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রমণীগণকে সংঘ মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা এই চিন্তা বুদ্ধের হৃদয়ে উদিত হইল; অবশেষে আনন্দের পরামর্শে ৫ক অভিনব সন্ন্যাসিনী দল সংস্থাপন করিলেন। স্বীয় পত্নী গোপাকে এই বামাভিক্ষুদলের নেতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। যে ধর্ম্মের জন্য সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন—প্রাণ সমা গোপা, মাতৃসমা গৌতমীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়াছিলেন, পুত্রকে অনাথ করিয়াছিলেন, আজ সেই ধর্ম্মেতেই পুনরায় সকলকে পাইলেন! সংসারের মায়া—সংসারের মোহ কাটিয়া গেল, পার্থিব সংসার স্বর্গে পরিণত হইল—বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মিলন সংঘটিত হইল। হৃদয়ে হৃদয় মিশিয়া গেল—গোপার হৃদয় স্বামীর হৃদয়ের সহিত অপূর্ব্ব স্বর্গীয় প্রেমযোগে একীভূত হইল! ইহাই আদর্শ জীবন ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় পদার্থ মানুষের আর কি আছে?

ইহার পর বুদ্ধ নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্মকথায়—তাঁহার মোহিনী শক্তিতে সহস্র সহস্র লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার

ধর্ম্মকথায় মুগ্ধ হইয়া রাজরাণী ভিখারিণী হইলেন, তাঁহার উপদেশে কত ব্যাধ কত দস্যু অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার শরণাগত হইল, কত কুচরিত্রা উদ্ধার পাইল, কত লোক পুণ্য জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। এইরূপে বুদ্ধদেব প্রায় ৪৪ বৎসর মহা উৎসাহের সহিত সমুদয় মগধ, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান, এবং দক্ষিণ দেশে স্বয়ং নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

## অন্তিম।

কালের করাল গ্রাস হইতে কাহারও নিস্তার নাই! ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু অসাধু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার কঠোর নির্দ্দয় হস্তে নিপতিত হইতেছে। বুদ্ধদেব অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এ সংসারে তাঁহারও শেষদিন সমাগত হইল!

বুদ্ধ বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া, আত্মদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। তখন জীবনের শেষ কথা বলিবার জন্য, আনন্দকে ভিক্ষুমণ্ডলি সমবেত করিতে বলিলেন। সকলে সমবেত হইলে বুদ্ধদেব গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! নির্ব্বাণধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা কর, সাধন কর, পূর্ণ হও এবং নির্ব্বাণলাভ করিয়া দেশে দেশে ইহার মহিমা প্রচার কর। এই পবিত্র নির্ব্বাণধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হইয়া নরনারীকে নিত্যকাল সুখ ও

শান্তি প্রদান করে। ইহপরলোকবাসীদিগের সুখ বিস্তার ও দুঃখ অবসানের জন্যই যেন এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। আমার জীবনকাল পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কর্ত্তব্যও শেষ হইয়াছে; আমি তোমাদিগের নিকট বিদায় লইতেছি। তোমরা অনু-রাগী, ধ্যানপরায়ণ, ও পবিত্র হও, ব্রতপালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, স্বীয় হৃদয়ের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখ। যে অনুরাগের সহিত এই ধর্ম্মের অনুসরণ ও সাধন করিবে, সেই জীবনসাগর পার হইবে ও তাহার সকল দুঃখ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবে।”

অনন্তর বুদ্ধ বৈশালী হইতে কুশীনগরে উপনীত হইলেন। তাঁহার শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল, জীবনী শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। বুদ্ধের অন্তিমকাল উপস্থিত। ভিক্ষুগণ বিষণ্ণবদনে, উৎকণ্ঠিতচিত্তে, তাঁহার মৃত্যুশয্যার চতুর্দ্দিকে নীরবে বসিয়া আছেন; শুক্লপক্ষ, নীলাকাশে চন্দ্রমা নীরবে জ্বলিতেছেন, সেই গভীর নিশীথ সময়ে সেই বীজন কাননা-ভ্যন্তরে এক ঘোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। তখন বুদ্ধ-দেব সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, “ভিক্ষুগণ! আমার শেষ কথা—মানবদেহ ও শক্তি, এবং এ সংসারের সক-লই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব পরিত্রাণের জন্য—নির্ব্বাণের জন্য যত্নশীল হও।” বলিতে বলিতে বুদ্ধদেব নীরব হইলেন, তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইল, চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা, এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই দেশে চলিয়া গেল, যেখানে জরা নাই মৃত্যু নাই, অপ্রেম

নাই অশান্তি নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই, তৃষ্ণা নাই বাসনা নাই; যেখানে চির প্রেম চির শান্তি বিরাজিত। সেই অনন্ত-লোকে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি—চিরনির্ব্বাণ লাভ করিল। শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার সৎকার করিল, এবং তাঁহার ভস্মাবশেষ প্রোথিত করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিল। চতুর্বিংশতি শত বৎসর হইল বুদ্ধদেব ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু আজিও পঞ্চাশত কোটী মানব মহা উৎসাহের সহিত তাঁহার প্রচারিত নির্ব্বাণ ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে।

# ঈশা ।

# ঈশা।
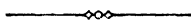
নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া একবার আসিয়া মহাদেশের অপর প্রান্তে গমন করি। বুদ্ধদেবের যে ভ্রাতৃভাব ও সাম্যের বিজয়ভেরী নগরাজ হিমগিরির শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, ছয় শত বৎসর পরে আবার মহাত্মা ঈশা সুদূর প্যালেষ্টাইনে সেই মহাসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আসিয়ার এক প্রান্তে বুদ্ধদেব গাহিয়াছিলেন "আমরা সবে ভাই ভাই।" আজ অপর প্রান্তে ঈশা গাহিলেন "আমরা সবে ভাই ভাই।"

## জন্মকথা।

প্রাচীন গ্রীস ও রোম, ব্যাবিলোনীয়া ও মিশর, আরব ও পারস্য, এবং সমগ্র ইউরোপ, যখন পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন ছিল; যখন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, ন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায়, উক্ত সাম্রাজ্য সমূহে রাজত্ব করিতেছিল। যখন অসাম্য ও অত্যাচারে নরনারী প্রপীড়িত হইতেছিল; প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন মহাত্মা ঈশা জন্মগ্রহণ করিলেন। সুসভ্য

গ্রীস রোম প্রভৃতি যখন অশেষ পাপাচারে কলুষিত হইতেছিল, পৌত্তলিকতার ঘোর তমসে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন একমাত্র প্যালেষ্টাইন দেশে, ইস্রায়েল বংশীয়দিগের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ফিরুসী ও সদ্রুসীদিগের দ্বারা এই পবিত্র ধর্ম্মও দিন দিন কলুষিত হইতে লাগিল। প্রকৃত ধর্ম্ম অসার ক্রিয়াকলাপে পরিণত হইল—ধর্ম্মের কায়ার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের ছায়া, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অসার বাহিরের ক্রিয়াকাণ্ড সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। বিশ্বব্যাপী অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যে একটিমাত্র দীপালোক জ্বলিতেছিল, তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল; সমগ্র প্রাচ্য জগৎ ঘোর তিমিরে নিমগ্নপ্রায় হইল। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোকের প্রয়োজন হইল—অজ্ঞানতা ও পাপতিমির, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য, মহাতেজস্বী ঈশা জন্মগ্রহণ করিলেন। বিধাতার ইহাই নিয়ম। জগৎ যখন অধর্ম্ম ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে থাকে, ন্যায় ও সত্য, পবিত্রতা ও প্রেম, যখন জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয়, পাপের ভার যখন পূর্ণ হয়; তখন বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে এক এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কলুষান্ধকার বিনাশ করেন, সত্য, পবিত্রতা ও প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া মানবকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন, দুঃখ ক্লেশ বিদূরিত করিয়া মানব হৃদয়ে প্রেম সংস্থাপন করেন, মৃতদেহে জীবনী-

শক্তি সঞ্চারিত করেন। জগৎ এক মহাশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

প্রাচ্য জগতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মহাশক্তি ঈশা জন্মগ্রহণ করিলেন। জুডিয়া দেশে জেরুশালেমের সন্নিহিত বেথেল্‌হ্যাম্ নগরে রজনীযোগে এক সামান্য অশ্বশালায় তাঁহার জন্ম হয়। বুদ্ধদেবের ন্যায় খৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্তও ভূরি ভূরি অলৌকিক ঘটনায় অনুরঞ্জিত। তাঁহার মাতার নাম মেরী। কথিত আছে মেরী পরিণয়ের পূর্ব্বেই পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক গর্ভবতী হন। ঈশার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে ইহুদী জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইতেছিল। ইস্রায়েল বংশীয়দিগের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ইহুদীধর্ম্ম সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম, জেরুশালেম নগর জগতের রাজধানী, ইস্রায়েল বংশ ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত, সমস্ত জাতি একদিন ইহুদীধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, জিহোবা সর্ব্বোপরি একমাত্র রাজা হইয়া সমস্ত জগৎ ইস্রায়েল বংশীয়দিগের দ্বারা শাসন করিবেন। এই বিশ্বাস ইস্রায়েল বংশীয়দিগের মধ্যে ক্রমে দৃঢ় বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ঈশ্বর প্রেরিত স্বর্গীয় দূত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিবেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই আশায় তাহারা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, অধীর হইয়া দিন গণনা করিতে লাগিল। অনেক ধর্ম্মাত্মাগণ এই চিরপোষিত আশা যাহাতে পূর্ণ হয়, তজ্জন্য উপবাস ও প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। ইহুদী সমাজ এই

সময়ে অশেষ প্রকার দুর্নীতি ও দুরাচারে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কুসংস্কার ও কল্পনা দ্বারা ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যথেচ্ছাচার ও পাপের স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছিল। সেই ঘোরতর কলুষান্ধকার মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় ঈশা অভ্যুদিত হইলেন। তাঁহার স্বর্গীয় তেজে কলুষান্ধকার বিদূরিত হইল, বৈষম্য বিদূরিত হইয়া সাম্য সংস্থাপিত হইল, মানবের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইল, পাপী জগৎ নবজীবন লাভ করিল।

## বাল্য জীবন।

এক দিন যিনি মানব জাতীর হৃদয়সিংহাসনে বসিবেন, আজ বিদেশে অসহায় অবস্থায় এক সামান্য অশ্বশালায় তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঈশার বাল্য ও যৌবন নাশরথ নগরে অতিবাহিত হয়। নাশরথ অতীব রমণীয় স্থান, তথাকার প্রাকৃতিক শোভা নন্দন কানন সদৃশ। নাশরথ পর্ব্বতোপত্যকায় স্থাপিত, এবং নদী হ্রদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালায় পরিবেষ্টিত। উত্তরে তরুলতা সমাকীর্ণ গিরিশৃঙ্গ, দক্ষিণে জুডিয়ার বনরাজি ও তৃণ পত্র হীন শৈলশ্রেণী, পূর্ব্বে স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণ হ্রদ, পশ্চিমে সমুন্নত পর্ব্বতমালা। প্রকৃতির এই কাম্য কাননে ঈশা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, বাল্য জীবনে প্রকৃতির এই লীলাভূমিতে তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, জীবনে

তাহা বিস্মৃত হন নাই। ঈশা প্রকৃতিরই শিষ্য ছিলেন—অন্য শিক্ষা বিশেষ লাভ করেন নাই।

ঈশার পিতা সামান্য সূত্রধরের ব্যবসায় করিতেন। বাল্যে ও যৌবনে ঈশাও পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সামান্য রূপ শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু জ্ঞানধর্ম্ম সম্বন্ধে পিতার নিকট যথাসম্ভব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং জাতীয় ধর্ম্মের অনেক শাস্ত্রবাক্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু যে দিব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল, এবং যদ্দ্বারা মানবের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি পার্থিব কোন শিক্ষায় লাভ করেন নাই, সে জ্ঞান ও সে জ্যোতিঃ তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

## যৌবন।

মহাত্মা ঈশার কৈশোর ও যৌবনের বিশদ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর এক দুর্ভেদ্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এই ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত কি চিন্তায় তাঁহার হৃদয় তরঙ্গায়িত হইতেছিল, কি ভাবে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল; ধর্ম্মজগতে তিনি যে মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন, সে বিপ্লবের বীজ কি প্রকারে অঙ্কুরিত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। তিনি বাল্যে নিরীহ ও নির্দ্দোষ চরিত্র এবং

পিতামাতার একান্ত অনুগত ছিলেন। এবং যখন যৌবনে ঊনবিংশ বর্ষ বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সেই সময় হইতে ত্রিংশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জাতীয় ব্যবসায়ের দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ঈশা যথারীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। তৎসময়ের গ্রীক্ দর্শন, গ্রীক্ বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন,—সেই সময়ের অসার জ্ঞানাভিমান স্বভাবের শিশু ঈশার সরলহৃদয় ও কোমল প্রকৃতিকে বিকৃত করিতে পারে নাই। প্রকৃতিই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। ঈশা মাতৃভূমির নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, এবং তাহার মধ্যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সত্তা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতেন। পুরাতন বাইবেল পাঠে তিনি অনেক উপকার লাভ করেন। বিশেষতঃ ডেভিডের সেই মধুময় সঙ্গীতমালা তাঁহার হৃদয় একান্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। সেই সঙ্গীতের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের মধ্যে, তিনি স্বীয় হৃদয়ের ছবি অবলোকন করিতেন। সেই মধুময় সঙ্গীতের তানে তাঁহার হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিত—তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন।

ভাবী সুখ কল্পনায় পরিপূর্ণ এক দুরাশার ধর্ম্ম ইহুদী জাতির মধ্যে এই সময়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। পুরাতন বাইবেলোক্ত আশা বাক্য সাধারণের প্রধান জল্পনার বিষয় ছিল; ডেভিডের গীতমালা এই ভাবী সুখ কল্পনায় পরি-

পূর্ণ। কিন্তু কার্য্যতঃ যে পরিমাণে এই আশা নিষ্ফল হইতে লাগিল, ইহুদীগণও সেই পরিমাণে অন্ধোৎসাহী হইতে লাগিল। ইহুদীগণ যে সকল ভাবী সুখ কল্পনায় প্রমত্ত হইয়া প্রেরিত মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, ঈশার হৃদয়ে যে সে আশা এবং সে কল্পনা স্থান পায় নাই তাহা নহে; প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত আশা বাক্য, ডেভিডের গীতমালা, আইজেয়া প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বাদীদিগের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইত, কিন্তু তাঁহার সুখ সৌভাগ্যের আদর্শ অন্য প্রকার ছিল। পার্থিব সুখ সৌভাগ্যের কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই। স্বর্গরাজ্য —ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা তিনি প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু সে রাজ্য পার্থিব রাজ্য নহে। ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—মানব হৃদয়ে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহুদীদিগের ধর্ম্ম এই সময় নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, নানা প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে তাহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম ক্রমে কলুষিত হইতেছিল, নীতি ও ও চরিত্র বিষয়ে তাহারা দিন দিন হীন হইতেছিল। এই দূষিত বায়ুর মধ্যে ঈশা হৃদয়স্থ স্বর্গীয় শক্তিদ্বারা আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া, ইহারই মধ্যে তাঁহার সেই স্বর্গীয় জীবন, সেই দেব চরিত্র সংগঠিত করিয়া লইলেন।

বিশ্বাস-প্রধান জীবনের প্রকৃতি এই যে তাঁহারা তর্ক করিতে চাহেন না। সন্দেহ তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না

মতামত লইয়া তাঁহারা জীবন পর্য্যবসিত করেন না। প্রাণের সরল বিশ্বাসই তাঁহাদের ভিত্তিভূমি। ঈশাও এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঈশ্বর, পরকাল, প্রার্থনা, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি বিষয় লইয়া তিনি কখনও তর্ক করিতেন না; এসমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মনে কখনও কোন প্রশ্ন উদিত হয় নাই। সরল হৃদয়ে তিনি এ সকল বিশ্বাস করিতেন—তিনি এ সকল জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা প্রত্যক্ষ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই ঈশা বলিতে পারিয়াছিলেন "আমি পিতাতে, পিতা আমাতে এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ভিতরে।" যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁহারাই একথা বলিতে পারেন। যাঁহাদের বিশ্বাস ক্ষীণ, হৃদয়ের স্বাভাবিক সরলতা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তর্কযুক্তি তাঁহাদেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাঁহারা দার্শনিক যুক্তি, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যতীত ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না; তর্কযুক্তি না হইলে তাঁহাদের হৃদয়ের আঁধার বিদূরিত হয় না, ঈশ্বরকে অনুভব করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু সরলহৃদয় শিশুকে তর্কযুক্তি দ্বারা মাতার স্নেহ বুঝাইতে হয় না, ঈশাও আজীবন সরল শিশুই ছিলেন। ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই শিশুর ন্যায় অপরিমেয় বিশ্বাসের সহিত তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া, ফলাফলের প্রতি দৃকপাত না করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

# দীক্ষা।

এইরূপে ঈশার কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হইল। ঈশা কখনও বিবাহ করেন নাই,—আত্মসুখের চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই। তাঁহার হৃদয় মন একই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, অন্য চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। ক্রমে কার্য্যের সময় উপস্থিত হইল; যে মহান কার্য্য সাধনের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজগতে তিনি যে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যে বিপ্লবের তরঙ্গ আজ ঊনবিংশ শতাব্দী পরেও প্রবলবেগে জগতের দ্বারে প্রতিঘাত হইতেছে, ক্রমে তাহার সূত্রপাত হইতে লাগিল। জীবন্ত বিশ্বাস এবং নির্ভর লইয়া ঈশা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে এতই প্রত্যক্ষ ছিল যে তিনি ঈশ্বরের সহিত নিজের স্বাতন্ত্র্য আর অনুভব করিতেন না। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এবং আমার পিতা একই।" যিনি হৃদয়, মন, প্রাণ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন, সরল শিশুর ন্যায় তাঁহাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন,—যিনি তন্ময় হইয়াছেন, তিনিই একথা বলিতে পারেন। এই বিশ্বাসেই ঈশার জীবন, ইহাতেই তাঁহার উন্নতি এবং ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু!

এই সময়ে জুডিয়ার কাননাভ্যন্তর হইতে এক মহাবাক্য উচ্চারিত হইল, *Repent ye: for the kingdom of heaven*

*is at hand*, অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। দেখিতে দেখিতে সমগ্র প্যালেষ্টাইনে এই মহাবাক্য অগ্নির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। জুডিয়া ও জেরুশালেম এবং জর্ডন নদীর সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণ এই মহাবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় উপনীত হইল। দেখিল আলুলায়িতকেশ, বিলম্বিত শ্মশ্রু, উষ্ট্রলোম নির্ম্মিত বস্ত্রপরিহিত, তেজঃপুঞ্জ, গম্ভীরমূর্ত্তি এক নবীন সন্ন্যাসী জর্ডনতীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, *Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand*, এই মহাত্মার নাম জন্। জর্ডনবারি দ্বারা অনুতপ্ত নরনারীদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এই জন্য পরে জন্ দি ব্যাপটিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ হন। জন্ বাল্যকাল হইতে কঠোর বৈরাগী ছিলেন, কথিত আছে তাঁহার জীবন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় ছিল। তিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম কাননমধ্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন; এবং সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া, তৎকালের সেই ধর্ম্মভাবের শিথিলতা, সেই ঘোর নাস্তিকতা, সেই অত্যাচার ও পাপস্রোতের প্রতিকূলে একাকী বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, অধঃপতিত নরনারীকে বজ্রগম্ভীরস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, *Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand*, পাষাণ-হৃদয় ইহুদীদিগের পক্ষে তখন এইরূপ বজ্রবাণী উপদেষ্টার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত, তাঁহার প্রাণের একাগ্রতা, তাঁহারা তেজোময়ী জ্বলন্ত উপদেশে ইহুদী-

গণ আকৃষ্ট হইল। প্রত্যহ শত সহস্র নরনারী স্বীয় স্বীয় পাপ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

এইরূপে যখন মহামতি জনের প্রাণস্পর্শী জ্বলন্ত উপদেশে ইহুদী জাতী অল্পে অল্পে জাগ্রত হইতেছিল, এই অধঃপতনোন্মুখ জাতীর মৃতদেহে অল্পে অল্পে জীবন সঞ্চারিত হইতেছিল, তখন একদিন মহাত্মা ঈশা জর্ডনতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শত শত দীন দুঃখী, পাপীতাপীদিগের সহিত তিনিও দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য দীনবেশে জনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। স্নেহময়ী জননী, স্নেহের সহোদর, আত্মীয়, বান্ধব, সংসার এ সকলই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল! ঈশা আজ চিরসন্ন্যাস—চিরবৈরাগ্য অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইলেন। অগ্নি যেমন বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইত রাখা সম্ভব নহে, ঈশাও তেমনি জনের নিকট আত্মগোপন করিতে সমর্থ হন নাই। মহামতি জন দর্শনমাত্রেই বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই প্রত্যাশিত মহাপুরুষ, তিনিই জগতের পাপভার হরণ করিয়া, নবধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জগতকে নবজীবন দান করিবেন। ঈশাকে দীক্ষাপ্রার্থী দেখিয়া জন প্রথমতঃ একটু সঙ্কুচিত হইলেন; কিন্তু ঈশার ইচ্ছা ও আদেশানুসারে পরিশেষে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। বঙ্গদেশে ভাগীরথী-তীরে নদীয়াতে কেশব ভারতী চৈতন্যদেবকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, আর প্যালেষ্টাইনে, জর্ডন নদীতটে জন্ ঈশাকে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষান্তে নদীগর্ভ হইতে ঈশা

তীরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব পুণ্য কিরণে প্রদীপ্ত হইল, তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশজাল সেই সমুন্নত ললাট, কপোল ও পৃষ্ঠদেশে শোভিতে লাগিল, তাঁহার সেই সমুন্নত, সুগঠিত দিব্যতনু অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল; নবীন সন্ন্যাসীর নবীন যৌবনের সেই বিমল জ্যোতিতে চারিদিক বিভাসিত হইল, ঈশার সেই দিব্যরূপ দর্শনে দর্শকগণ বিমোহিত হইল। স্বর্গের দ্বার ঈশার নিকট উন্মুক্ত হইল, এবং কথিত আছে তখন অন্তরীক্ষে এই দৈববাণী হইল, "ইনিই আমার প্রিয় সন্তান, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ।"

## সাধনা ও সিদ্ধি।

ঈশার নবজীবন আরম্ভ হইল। আজ তিনি সংসার ও ধর্ম্ম এই উভয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। একদিকে সংসারের সুখ মাতার স্নেহ, আত্মীয় বন্ধুদিগের ভালবাসা, আর একদিকে পাপভারাক্রান্ত জগতের দুঃখ ক্লেশ; রোগে, শোকে, পাপে প্রপীড়িত জীবগণের কাতর ক্রন্দনধ্বনি; একদিকে সংসার-সুখেরদিকে প্রাণের গতি, আর একদিকে বিবেকের আদেশ-বাণী—জীবনের কর্ত্তব্য। এই সমস্ত প্রতিকুল চিন্তায় ঈশার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু যে অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত করে কাহার

সাধ্য? দীক্ষার পর সেই অগ্নি যেন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জীবনের কর্ত্তব্য উজ্জ্বলতররূপে তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল—বিবেকের আদেশবাণী স্পষ্টতর হইল। এতদিন তিনি সংসারী ছিলেন, আজ তিনি বৈরাগী হইলেন—ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন।

তখন ঈশা মরুভূমি পরিবেষ্টিত এক দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। সে ভীষণ স্থানে মনুষ্য সমাগম ছিল না, হিংস্র জন্তু ও ভূত প্রেতগণের আবাস স্থান বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। সেই জনমানব শূন্য স্থানে ঈশা মহা-সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। কথিত আছে এই স্থানে তিনি চত্বারিংশত দিবস অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কতবার পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য উদিত হইয়া পশ্চিমে বিলীন হইয়া গেল, কত উষা—কত সন্ধ্যা আসিল, আবার চলিয়া গেল, কিন্তু ঈশার সমাধি কিছুতেই ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইল না। এই চল্লিশদিন পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয় হইতে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা উত্থিত হইতেছিল; তিনি যে ধ্যানযোগে নিমগ্ন ছিলেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা বা শারীরিক ইন্দ্রিয়াদি তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে স্তিমিত লোচনে একাগ্র হৃদয়ে সেই মহাতপস্যায় নিমগ্ন হইলেন, যে তপ-প্রভাবে জগতের পাপ কলুষ বিদূরিত করিয়া জগৎকে নবজীবন দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

বুদ্ধদেবের ন্যায় ঈশাও এই সাধনের সময় ঘোর পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হন। এই সময়ে যে কেবল বাহিরের অবস্থাই প্রতিকুলতা করে তাহা নহে, অন্তরের রিপু ও বাসনা সকলও এই সময়ে একবার শেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই আন্তরিক সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই সংগ্রামে যিনি বিজয়লাভ করিতে সমর্থ হন তিনি বাস্তবিকই দেবতা নামের উপযুক্ত। খৃষ্টবাদীগণ ঈশার এই মানসিক সংগ্রামকে একটি বাহ্যিক আকার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পাপ-পুরুষ সয়তান, ঈশাকে এই সাধনার সময় নানাবিধ প্রলোভনে ভুলাইয়া, তাঁহাকে বিপথাগামী করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহা রূপকমাত্র; ঈশার যে তিনটি প্রলোভনের কথা উল্লেখ আছে, তাহা মানসিক সংগ্রামের চিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া ঈশার চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল; মানবের জীবনে ইহাকেই দেবাসুরের যুদ্ধ বলা যায়। কথিত আছে ঈশা যখন এই সাধনায় নিমগ্ন আছেন, তখন পাপপুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে তোমার আদেশে এই প্রস্তরখণ্ডগুলিকে রুটীতে পরিণত কর।" ঈশা উত্তর করিলেন, "কথিত আছে, মনুষ্য রুটী দ্বারা জীবন ধারণ করে না, কিন্তু ব্রহ্মমুখ নিঃসৃত প্রত্যেক শব্দ দ্বারা সে জীবিত থাকে।" পাপপুরুষ এই কথা শ্রবণ করিয়া, অন্য

এক রূপ ধারণ করিল; ঈশাকে জেরুশালেমের মন্দি-রের উচ্চ শিখরদেশে লইয়া গিয়া বলিল, "যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এইস্থান হইতে আপনাকে নিম্নে নিক্ষিপ্ত কর। কারণ এইরূপ লিখিত আছে যে তিনি তাঁহার দূত-গণের হস্তে তোমার ভার অর্পণ করিবেন, পাছে প্রস্তরাঘাতে তোমার হস্ত পদ ভগ্ন হইয়া যায়, এই জন্য তাহারা তোমাকে শূন্যে ধারণ করিবে।" ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান ঈশা উত্তর করিলেন, "ইহাও লিখিত আছে যে তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে পরীক্ষা করিও না।" ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, কিন্তু তাই কি তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান তাঁহাকে এই কথা বলিবে, যে হে ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে তোমার মঙ্গলময় অভ্রান্ত নিয়মের ব্যতিক্রম সংঘটিত হউক? পাপপুরুষ এবারও বিফলযত্ন হইল। তখন ঈশাকে প্রলোভন দ্বারা বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ঈশার পার্থিব প্রলোভনও যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে একজন প্রেরিত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন, তিনি আসিয়া ইস্রায়েলবংশকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহার আগমনে পৃথিবীর সকল দুঃখ, সকল অত্যাচার বিদূরিত হইবে, স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে, এই আশা তখন অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। ঈশার সম্বন্ধে এ সমস্তই সংলগ্ন হয়। ঈশা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই স্বজাতীর নেতা হইয়া রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিতেন,—বিশাল

রাজ্যের অধিপতি হইতে পারিতেন। তাঁহার জীবন, তৎসাময়িক অবস্থা, প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের উক্তি, জাতীয় বিশ্বাস আশা ও সংস্কার, তাঁহার অনুকূল ছিল; ইহা সহজ পরীক্ষা নহে! পাপপুরুষ তখন তাঁহাকে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে লইয়া গেল। পার্থিব সুখ, পার্থিব সম্পদ, পার্থিব রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, এই সকল তাঁহার নয়নপথে ধরিল, এবং বলিতে লাগিল, "চতুর্দ্দিকে এই যে সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য দেখিতেছ, যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি আমার সেবা কর, তাহা হইলে এই সমস্তই আমি তোমাকে দান করিব।" যিনি ধর্ম্মরাজ্যের উজ্জ্বল সিংহাসনে উপবেশন করিবেন—যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের রাজা হইবেন, পার্থিব রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পার্থিব সুখ সম্পদ কি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে? ঈশা তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দূর হও সয়তান! লিখিত আছে যে তুমি কেবল তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে উপাসনা করিবে, এবং কেবল তাঁহারি সেবা করিবে।" এই অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করিয়া পাপপুরুষ হতাশ হইয়া প্রস্থান করিল। ঈশার এই মানসিক সংগ্রামের চিত্রে কি গভীর উপদেশ রহিয়াছে! জীবনের পথে চলিতে· চলিতে যখন প্রলোভন আসিয়া মানবকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে, তখন যদি মানুষ ঈশার ন্যায় বলিতে পারে, "দূর হও সয়তান!" তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পাপপুরুষ দূরে পলায়ন করে। ব্রহ্ম তেজের সম্মুখে পাপ মুহূর্ত্তকালও দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর আপনার বিশ্বাসী সন্তানের

অঙ্গে বর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকেন; সকল বিঘ্ন সকল বিপদ কাটিয়া যায়। ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান মুহূর্ত্তে সকল পাপ সকল প্রলোভনের উপর জয়লাভ করেন,—ঈশ্বরের এই প্রিয় সন্তানদিগের দ্বারাই তাঁহার রাজ্য জগতে সংস্থাপিত হয়! ঈশা এই মানসিক সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন—পাপ প্রলোভন চিরদিনের মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এই ধর্ম্মসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া তিনি মহাশক্তি লাভ করিলেন,—হৃদয়মধ্যে জীবন্ত জ্যোতি প্রত্যক্ষ করিলেন। অপূর্ব্ব—পুণ্যকিরণে তাঁহার দিব্য লাবণ্যময় মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল,—স্বর্গীয় জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিলেন জগতের নরনারী তাঁহার ভাই, ভগ্নী—ঈশ্বর সকলের পিতা।

## প্রচার।

ঈশা ধর্ম্মসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্যালেষ্টাইনের তমসাচ্ছন্ন আকাশে উদিত হইলেন। দীর্ঘ কাল সাধনার পর সেই দুর্গম অরণ্যানি পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় এই আলোক হস্তে লইয়া সংসারান্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি মহর্ষি জনের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ অবগত হন। ইহুদী ধর্ম্মসংস্কারকদিগের শোচনীয় পরিণাম জন্

অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই; রাজদ্রোহী এবং সমাজ-বিপ্লাবক—এই অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। প্রাচীন বিধানের কার্য্য তৎসঙ্গে শেষ হইয়া গেল, জন্ স্বকার্য্য সাধন করিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন। নবধর্ম্মের নূতন আলোক হস্তে লইয়া নবীন সন্ন্যাসী ঈশা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঈশা রীতিমত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। জনের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি জুডিয়ার বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া গ্যালিল দেশের জনপদে প্রবেশ করিলেন। দরিদ্র সূত্রধর তনয়ের কণ্ঠস্বর প্যালেষ্টাই-নের আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। সে মধুর কণ্ঠ স্বর যে শুনিল,সেই মোহিত হইল। এ পর্য্যন্তও কেহ রীতিমত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাই কিন্তু তাঁহার মধুর চরিত্র,তাঁহার নবীন যৌবনের পরিস্ফুট সৌন্দর্য্য, তাঁহার দিব্য লাবণ্য দর্শনে ক্রমে লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঈশা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই; তিনি স্বয়ং যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন—তাহা সার্ব্বভৌ-মিক। ব্যাহ্যিক ক্রিয়া কলাপে তাঁহার আস্থা ছিল না—এবং কখনও তাহা প্রচার করেন নাই। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি-লেন—ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু সে রাজ্য বাহিরে নহে—মানবের হৃদয়ে। এবং তাহারই জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন সংসারে পাপ রাজত্ব করি-

তেছে, ন্যায়, সত্য, ধর্ম্ম, পুণ্য, পবিত্রতা সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে। পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকগণ অপদস্থ হইয়া রহিয়াছেন, পাপাচারী অধার্ম্মিকগণ প্রভুত্ব করিতেছে। কিন্তু তিনি আরও দেখিলেন ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্ত্তী। তাই তিনি অটল বিশ্বাস, অপরিসীম তেজ, এবং অদম্য উৎসাহের সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন, *Repent ye : for the kingdom of heaven is at hand,* অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। ঐ দেখ সেই শুভদিন আসিতেছে, যে দিন জগতের পাপ কলুষ তিরোহিত হইয়া পুণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, ন্যায় সত্য পবিত্রতা জগতে বিরাজ করিবে, অত্যাচারী অধর্ম্মাচারীর দমন হইবে, ধার্ম্মিক পুরস্কৃত হইবেন, অহঙ্কারীব অহঙ্কার, দাম্ভিকের দম্ভ চূর্ণ হইবে; বিনয়ী ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। *The first shall be the last and the last shall be the first,* যাহারা এখন অগ্রে রহিয়াছে, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে এবং যাহারা এখন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহারাই সম্মুখে আসিবেন।

ঈশা প্রথমতঃ ইস্রায়েল বংশের মধ্যে তাঁহার নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবেন এই সংকল্প করিলেন। জনের কয়েকজন মাত্র শিষ্য লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; জগতের অসংখ্য নরনারী যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশে বিদেশে যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে ঈশা কয়েকজন মাত্র সামান্য অবস্থা-

পন্ন নিরক্ষর শিষ্যের মধ্যে সেই ধর্ম্মের বীজ বপন করেন। এ প্রকার সামান্য অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা এ প্রকার অদ্ভুত ধর্ম্ম বিপ্লব ও ধর্ম্ম সংস্কার পৃথিবীতে আর হয় নাই। এই সময়ে জেনিসারেৎ হ্রদের উপকূলে কেপারনিয়ম নামক ক্ষুদ্র নগর ঈশার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল। এস্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতীব রমণীয়; ঈশাও এ স্থানের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। এই সময়ে তিনি একবার স্বীয় জন্মভূমি নাশরথে গমন করেন; কিন্তু তথায় তাঁহার কথায় কেহ বিশ্বাস করে নাই এবং তাঁহার উপদেশেও কেহ কর্ণপাত করে নাই, তাচ্ছিল্য উপহাস ও বিদ্রূপ ভিন্ন তথায় আর কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। কথিত আছে নাশরথবাসীগণ তাঁহার উপদেশে ক্রোধান্ধ হইয়া, পর্ব্বতের উপর হইতে তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। ঈশা নাশরথে এইরূপ হতশ্রদ্ধ ও উৎপীড়িত হইয়া, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্রও ভগ্নোৎসাহ হন নাই। কেপারনিয়মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেপারনিয়ম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে প্রচার আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত; কিন্তু সরল হৃদয় ধর্ম্ম পিপাসু গ্যালিলবাসীগণ তাঁহার উপদেশে মোহিত হইয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার ঐশী শক্তিতে লোকের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। একদিন ঈশা হ্রদের উপকূলে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে কতিপয় ধীবর যুবকের

প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এই হ্রদের উপকূলে অনেক ধীবরের বসতি ছিল; ইহারা অতি শান্ত, বিনয়ী, সরল স্বভাব এবং প্রকৃত ধর্ম্ম পিপাসু ছিল। ঈশা এই চারিজন ধীবরকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন মৎস্যজীবী আছ, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যজীবী করিব।" সাইমন ও এণ্ড, জন ও জেমস্ ইতিপূর্ব্বেই ঈশার উপদেশ শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; আজ এই কথা তাহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিল, এই কথা শ্রবণে যেন তাহাদিগের চক্ষে নূতন আলোক প্রকাশিত হইল, যেন জীবনের নূতন উৎস খুলিয়া গেল, সম্মুখে জীবনের নূতন কর্ত্তব্য দেখিতে পাইল। এই চারিজন ঈশার প্রধান শিষ্য হইলেন; এবং শেষদিন পর্য্যন্ত ঈশাকে ইহাঁরা পরিত্যাগ করেন নাই। কোথায় মৎস্যজীবীগণ মৎস্য আহরণে এবং ছিন্ন জাল সংস্কারে ব্যাপৃত ছিল, আর কোথায় আজ ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপনের জন্য স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় বান্ধব, জাতীয় ব্যবসায়,—এসকলই পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগীর বেশে ঈশার পদানুসরণ করিল। ঈশার দিব্য লাবণ্য যে দর্শন করিত, তাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্ম-কথা যে শ্রবণ করিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার প্রেমপূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে, তাঁহার স্বর্গীয় মুখশ্রীতে, তাঁহার সুধামাখা বাক্যে কি এক মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে দেখিত সেই তাঁহারদিকে আকৃষ্ট হইত। সরল চিত্ত ধীবরগণের হৃদয়তন্ত্রী তিনি স্পর্শ করিলেন—অমনি তাহাদের মন ফিরিয়া গেল!

সামান্য সূত্রধর তনয় ঈশা কয়েকজন সামান্য ধীবর সন্তানকে লইয়া, নির্ভর ও বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ;— শত শত রাজ্য, শত শত রাজমুকুট তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইল !

ইহুদী জাতীর চিরাগত বিশ্বাস,—ঈশ্বর রাজা এবং শাসন কর্ত্তা। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তাহারা কখনও অনুভব করিত না। কিন্তু ঈশা শিক্ষা দিলেন, ঈশ্বর মানবের পিতা, তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে সকলকে পালন করিতেছেন। এই স্থানেই ঈশার নূতনত্ব। ঈশাই ঈশ্বরের পিতৃভাব জগতে প্রথম প্রচার করিয়াছেন। ঈশা জলন্ত উৎসাহের সহিত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নর নারীকে ডাকিয়া বলিলেন,—সময় পূর্ণ হইয়াছে, অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। তাঁহার এক একটী মহাবাক্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। তাঁহার বজ্রগম্ভীরস্বরে জগৎ কাঁপিল, সুষুপ্ত নরনারী জাগ্রত হইয়া উঠিল; তাঁহার বাক্য মানবহৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল; ধর্ম্মাভিমানী ফিরুশী দলের দম্ভ ও অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল।

ধনবল জনবল শিক্ষাবল বিহীন ঈশা পৃথিবী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে মহৎ ব্রত সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাহার রাশী রাশী বিঘ্নবাধা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মনুষ্য সমাজের বদ্ধমূল প্রাচীন কুসংস্কার এবং দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করিয়া, বিশুদ্ধ নীতি এবং সত্য-

ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; একার্য্য সহজ সাধ্য নহে। কিন্তু ঈশা যে ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে পর্ব্বত-প্রমাণ শত শত বিঘ্ন বাধা মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। বিশ্বাস ও বিনয় ঈশার ব্রহ্মাস্ত্র। মহাপুরুষগণ যখন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য প্রকাশ্যরূপে সাধারণ সমক্ষে দণ্ডায়মান হন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে এক ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হয়। একদিকে সমস্ত পৃথিবী, আর একদিকে একজন বিশ্বাসী পুরুষ! ঈশা জানিতেন, মরিয়া জীবন সঞ্চার করিতে হইবে, হারিয়া জয়ী হইতে হইবে, নির্ব্বাক থাকিয়া জয়ভেরী নিনাদিত করিতে হইবে। তিনি যে একাকী এই মহাসংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ—বিশ্বাস ও নির্ভর। সরল শিশুর ন্যায় তিনি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। Seek ye first the kingdom of God and righteousness; and other things shall be added unto you, অগ্রে স্বর্গ রাজ্য অন্বেষণ কর, পরে যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই পাইবে,—ইহাই ঈশার জীবনের মূলমন্ত্র। একান্ত নির্ভর ও বিশ্বাসের সহিত এই মহামন্ত্র সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাই সহায়হীন—সম্বলহীন সামান্য সূত্রধর তনয় হইয়াও ঈশা জগতে জয়লাভ করিয়াছিলেন; তাই আজ ঊনবিংশ শতাব্দী পরেও কোটী কোটী নরনারী তাঁহারই প্রদর্শিত পথে—তাঁহারই পদাচিহ্ন অনুসরণ করিতেছে।

ক্রমে তাঁহার প্রাণমুগ্ধকর উপদেশে চারিদিক হইতে নরনারীগণ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে জুডিয়া, জেরুশালেম, গ্যালিল্‌ প্রভৃতি নানা দেশ ও জনপদ হইতে অসংখ্য নরনারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ঈশা সেই সমাগত নরনারী ও শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে এক পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিলেন। ঈশা এক শৈলশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইলেন, শিষ্যগণ ও সমাগত ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে নিশ্চল নিষ্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। ঈশার দেহ এক অপূর্ব্ব কিরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তখন তিনি তাঁহার কোমল বাহুযুগল প্রশারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে। বিনীত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়াবানেরা ধন্য, কারণ তাহারা দয়া প্রাপ্ত হইবে। পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ, তাহারা ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবে। শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" ঈশার এই সমস্ত মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া গেল। এই উপদেশগুলির মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিলে একখানি বৃহদায়তন পুস্তক হইতে

পারে। বাস্তবিক ঈশার উপদেশের মধ্যে এই পর্ব্বতোপরি উপদেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সহজ কথায় তিনি কি গভীর সত্য সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশা বলিতেছেন, "পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করিও না ; উহা কীট ও মলিনতা দ্বারা বিনষ্ট হইবে; চোরে অপহরণ করিবে। কিন্তু যে স্থানে এসকল দৌরাত্ম্য নাই, সেই স্বর্গলোকে ধন সঞ্চয় কর ; কারণ যেখানে তোমার ধন, সেই স্থানে তোমার প্রাণও থাকিবে।" ঈশা পুনরায় বলিতেছেন—"প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত আছে, তোমরা নরহত্যা করিও না, যে নরহত্যা করিবে সে বিচারকালে সঙ্কটাপন্ন হইবে। কিন্তু আমি বলিতেছি, যে অকারণে ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করিবে, কিম্বা আপনার ভ্রাতাকে অপদার্থ বলিবে, তাহারও সেই দশা ঘটিবে ; যে আপন ভ্রাতাকে নির্ব্বোধ বলিবে সে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব বেদীর নিকট উপহার অর্পণ করিবার সময় যদি স্মরণ হয়, যে তোমার ভ্রাতার নিকট তুমি অপরাধী আছ, তাহা হইলে অগ্রে তাহার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন কর, পরে উপহার অর্পণ করিও।" এসকল মহাসত্য ঈশাই জগতে প্রথম প্রচার করিয়াছেন। ঈশা বলিতেছেন— "কথিত আছে, তোমরা ব্যভিচার করিবে না ; কিন্তু আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি মন্দভাবে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি করে, তাহার হৃদয় ব্যভিচার পাপে কলুষিত হয়, যদি তোমার দক্ষিণ চক্ষু পাপ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা উৎপাটিত করিও। যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পাপে কলঙ্কিত হয়, তবে তাহা বিচ্ছিন্ন

করিও। কেন না সমস্ত শরীর নরকমগ্ন হওয়া অপেক্ষা, একটী ইন্দ্রিয় বা একটী অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া প্রার্থনীয়।" পবিত্রতা ও নীতির এই উচ্চ আদর্শ ঈশা জগৎকে দেখাইয়াছিলেন। ঈশা বলিতেছেন—"তোমরা শুনিয়াছ, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত। কিন্তু আমি বলিতেছি, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না; যদি কেহ তোমার দক্ষিণগণ্ডে আঘাত করে, তাহাকে বামগণ্ড ফিরাইয়া দিও; যদি কেহ তোমার নামে অভিযোগ করে এবং আভরণ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহাকে তোমার উত্তরীয় বসনও দিও। যে যাচ্ঞা করে তাহাকে দাও, যে ঋণপ্রার্থী তাহাকে ফিরাইও না। তোমরা শুনিয়াছ, প্রতিবাসীকে ভালবাসিবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করিবে, আমি বলিতেছি, শত্রুদিগকেও ভালবাস। যাহারা তোমাকে অভিশাপ প্রদান করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা ঘৃণা করে তাহাদিগের হিতসাধন কর, যাহারা বিদ্বেষ ও নিপীড়ন করে, তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা কর।" ক্ষমা, বিনয়, প্রেম ও স্বার্থত্যাগের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায়? ঈশা বলিতেছেন—"ইহা হইলেই তোমরা স্বর্গস্থ পিতার উপযুক্ত সন্তান হইবে। সাধু অসাধু সকলের জন্যই তিনি সূর্য্যকে উদিত করেন, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলের জন্যই তিনি বারিবর্ষণ করেন। যে তোমাকে ভালবাসে তাহাকে ভালবাসিলে তাহার আর পুরস্কার কি? যদি কেবল স্বীয় ভ্রাতাকে নমস্কার কর, অন্য অপেক্ষা তাহা আর অধিক

কি হইল? অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও তেমনি পূর্ণ হও।" পুনরায় বলিতেছেন—"লোক দেখাইয়া দান করিও না, কারণ তাহাতে স্বর্গস্থ পিতার পুরস্কার পাইবে না। কপটেরা যেমন প্রশংসার আকাঙ্খায় রাজপথে ও ধর্ম্মমন্দিরে দান করে, দানের সময় সেরূপ ভেরী বাজাইও না। তুমি যখন দান করিবে, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছি, বামহস্ত যেন তাহা জানিতে না পায়। গোপনে দান করিবে, তোমার পিতা গোপনে দেখেন, প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করিবেন।"

"অন্যের বিচার করিও না; তাহা হইলে তোমাকেও বিচারিত হইতে হইবে। যে তুলাদণ্ডে অন্যকে পরিমাণ করিবে, তোমাকেও তদ্দ্বারা তুলিত হইতে হইবে। ভ্রাতার চক্ষে তৃণখণ্ড দেখিয়া কেন অত ভাবিতেছ? আপনার চক্ষে যে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কেন চিন্তা কর না? স্বীয় চক্ষে কাষ্ঠখণ্ড থাকিতে, কেমন করিয়া অন্যকে বলিবে, হে ভ্রাত! এস তোমার চক্ষু হইতে তৃণখণ্ড বহিস্কৃত করিয়া দিই! হে কপটী, অগ্রে স্বীয় চক্ষু পরিষ্কার কর, তাহা হইলে ভ্রাতার চক্ষু পরিষ্কার দেখিতে পাইবে।" এই সত্যটি আমরা কত সময় বিস্মৃত হই? ঈশা বলিতেছেন—"দুই প্রভুর সেবা কেহ করিতে পারে না। তোমরা তোমাদের জীবনের বিষয় কোন চিন্তা করিও না, কি আহার করিবে, কি পরিধান করিবে, এ সকল চিন্তায় তোমরা ব্যস্ত হইও

না; তোমার স্বর্গস্থ পিতা তোমার যে যে বস্তুর প্রয়োজন তাহা সকলই অবগত আছেন। কল্য কি হইবে সে চিন্তায় তোমার প্রয়োজন নাই। Seek ye first the kingdom of God and righteousness, অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে অন্য সকলই পাইবে।" "প্রার্থনা কর, অভিপ্সীত লাভ হইবে; অন্বেষণ কর, প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর, তোমার জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইবে।" আমরা ক্ষীণ বিশ্বাসী, সংসারেরপথে চলিতে চলিতে কতবার এই মহাসত্য বিস্মৃত হইয়া যাই! ঈশা বলিতেছেন—"সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা যে পথ প্রশস্ত এবং যে দ্বার বিস্তৃত তাহা বিনাশের দিকে লইয়া যায়, এবং সেই পথেই অনেক লোক। আর যে পথ অপ্রশস্ত এবং যে দ্বার সঙ্কীর্ণ তাহা জীবনপথ পরিচালিত করে, এ পথে অল্পলোকেই গ্রহণ করে।" ঈশা আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতেন, আপনাতে ঈশ্বরত্ব কখনও আরোপ করেন নাই। লোকে তাঁহাকেই ঈশ্বর ভ্রমে পূজা করিবে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"আমাকে যাহারা প্রভু প্রভু বলে, তাহারা স্বর্গধামে প্রবেশাধিকার পাইবে না; কিন্তু যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করিবে, সেই কেবল তথায় যাইতে পারিবে। যাহারা আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পালন করে, তাহারা প্রস্তরের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আর যাহারা শ্রবণ করিয়াও পালন করে না, তাহাদের গৃহ বালুরাশির উপর স্থাপিত। যখন প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বহিবে, বারিবর্ষিত

হইবে, তখন প্রবল তরঙ্গাঘাতে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে।”

ঈশার এই মহাবাক্যগুলি ধর্ম্মজগতের অমূল্য সম্পত্তি,—ধর্ম্মার্থীর আদরের ধন। যিনি এই অমূল্য উপদেশগুলির গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি ধন্য। ঈশা কেমন সহজবোধ্য সরল কথায় এই সকল মহাসত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন! ইহার ভিতর তর্ক নাই, যুক্তি নাই; প্রত্যেক কথা যেন তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় হৃদয়ে বিদ্ধ হয়।

শৈলশিখরে এই উপদেশ প্রদান করিয়া ঈশা অবতরণ করিলেন; এবং গ্যালিল্ দেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। অসংখ্য নরনারী তাঁহার মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্য নানা দিগদেশ হইতে সমাগত হইতেছে, শত সহস্র নরনারী পাপভারে প্রপীড়িত হইয়া, মোক্ষ লাভের জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, ইহা দর্শন করিয়া ঈশার কোমল হৃদয় বিগলিত হইল; পাপ কলুষতা-ময় জগতের দুঃখ দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিল। ঈশা দেখিলেন, অনন্তবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু কার্য্য করিবার লোক নাই। তখন তিনি তাঁহার অনুচর-বর্গের মধ্যে দ্বাদশ ব্যক্তিকে শিষ্যপদে বরণ করিয়া দেশে দেশে এই নবধর্ম্মের নূতন সত্য প্রচারের জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রেরণ করিবার সময় শিষ্যবর্গকে সমবেত করিয়া

ঈশা বলিলেন;—"তোমরা ইস্রায়েলবংশীয় পতিত সন্তানদিগের নিকট গমন কর, এবং এই কথা প্রচার কর;—স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। তোমরা যেমন মুক্তভাবে গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি মুক্তভাবে দান করিবে। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি কোন পদার্থ সঙ্গে লইবে না। আমি তোমাদিগকে মেষের ন্যায় জানিয়া ব্যাঘ্রদলের মধ্যে প্রেরণ করিতেছি; তোমরা ভুজঙ্গের ন্যায় বুদ্ধিমান এবং কপোতের ন্যায় নিরীহ হইবে। আমি অন্ধকারে তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তোমরা আলোকের মধ্যে তাহা ঘোষণা করিবে, যাহা কর্ণে শুনিলে তাহা সৌধোপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিবে। যাহারা শরীর বিনাশে সমর্থ কিন্তু আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যাহারা দেহ ও আত্মা এ উভয়কেই নরকগামী করে তাহাদিগকে ভয় করিও। যে ব্যক্তি জীবন অন্বেষণ করে, সে তাহা হারাইবে, আমার অনুরোধ যে জীবন উৎসর্গ করিবে, সেই জীবন প্রাপ্ত হইবে।"

শিষ্যগণ ঈশার এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেলেন, এবং বিপুল বিঘ্ন বাধার মধ্যে এই নবধর্ম্ম ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহুদী ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইল! ইহুদী-ধর্ম্মযাজকগণ এবং হেরোদ আণ্টিপাস এই সময় হইতে ঈশার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন; এই সময় হইতেই প্রাচীন ধর্ম্মবিধি ও রাজবিধির বিরুদ্ধে ঈশা কি প্রচার করেন, তাহা অনুসন্ধানের জন্য চর নিযুক্ত হইল।

ছলে বলে কৌশলে ঈশাকে কারারুদ্ধ বা হত্যা করাই ইঁহা-দিগের অভিপ্রায়। জাতীয় ধর্ম্মের অসার প্রাণহীন ক্রিয়া কাণ্ডের প্রতি ঈশা প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান হইয়া দোষারোপ করিতেন। ঈশা সাধারণ লোকের মধ্যে এবং পাপী তাপী ও অনু-তপ্তদিগের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিতেন; ধর্ম্মাভিমানী জ্ঞানাভিমানীদিগের নিকট হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। কোন ধনী তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রার্থী হইলে, তিনি বলিতেন, "অগ্রে তোমার সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য দীন দুঃখীদিগকে দান কর, এবং ভিখারীর বেশে আমার অনুসরণ কর, তবে ধর্ম্মলাভ হইবে।" ঈশা বলিতেন, "স্বর্গরাজ্যে শিশুদিগেরই অধিকার; যাহার হৃদয় শিশুর ন্যায়, সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে। জ্ঞানাভিমানীকে ঈশ্বর দর্শন দেন না, কিন্তু সরল শিশুর নিকট তিনি প্রকাশিত হন।" বাস্তবিক মাতা কি কখনও শিশু সন্তান হইতে দূরে থাকিতে পারেন? শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাস, শিশুর ন্যায় একান্ত নির্ভর যাঁহাদিগের আছে, স্বর্গরাজ্যে তাঁহাদিগেরই অধিকার। তাই ঈশা বলি-তেন,—"*Suffer little children to come unto me: for such is the kingdom of heaven,* ছোট শিশুগুলিকে আমার নিকট আসিতে দাও, স্বর্গরাজ্যে ইহাদিগরেই অধিকার।

ক্রমে ঈশার নূতনবিধ উপদেশ ও লোকাচার বিরুদ্ধ আচ-রণে চারিদিকে বিদ্বেষাগ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। প্রচ-

লিত ধর্ম্মের প্রতিকুলাচরণ, তাঁহার মর্ম্মভেদী ধর্ম্মোপদেশ এবং সাধারণ লোকের উপর অসামান্য আধিপত্য দর্শন করিয়া তাঁহার শত্রুগণ সশঙ্কিত হইল; এবং কি উপায়ে তাঁহার বিনাশসাধন করিবে সেই চিন্তায় রত হইল।

ঈশা এইরূপে নানা স্থানে প্রচার করিয়া, শিষ্যগণ ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে গ্যালিল্ দেশ পরিত্যাগ করিয়া জুডিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন; স্বীয় জন্মভূমির নিকট আজ চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। এতদিন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থায় মাতৃভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে অন্ধবিশ্বাসী, জ্ঞানাভিমানী ধর্ম্মযাজকদিগের প্রধান দুর্গ—জেরুশালেম অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সার্দ্ধ তিনবৎসরকাল ঈশা প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ইহার অধিকাংশ সময় গ্যালিল দেশে গত হয়; অবশিষ্টকাল জুডিয়ায় অতিবাহিত করেন। এই প্রচার কালে ঈশা যে সকল গভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,—আখ্যায়িকার আকারে যে সকল অমূল্য সত্যরত্ন জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না, ইহা বড়ই ক্ষোভ রহিল। শিষ্য-বর্গকে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মধ্যে লইয়া গিয়া ঈশা শিক্ষা দিতেন। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ঈশার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে, শত্রুর নির্য্যাতন কিরূপে সহ্য করিতে হইবে, শিষ্যদিগকে

তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য যেমন প্রস্তুত হইতেছিলেন, শিষ্যবৃন্দকেও তদ্রূপ প্রস্তুত হইবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্রমে পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। একদিকে যেমন তাঁহার উপদেশে শত সহস্র নরনারী নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন, অন্যদিকে শত্রুগণও চারিদিকে দুর্নাম ঘোষণা করিয়া, তাঁহার বিনাশের পথ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। অল্পকাল মধ্যে জুডিয়ায় নানাস্থানে ঈশার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। ঈশা আর আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঈশ্বর প্রেরিত এবং মানবের মুক্তির পথ-প্রদর্শক, এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে জ্বলন্ত হইয়া উঠিল, নির্ভীক হৃদয়ে জগতের সমক্ষে একথা তিনি প্রচারও করিলেন। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর বিদ্বেষের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; এবং এই অগ্নি যাহাতে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপক মণ্ডলী প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা বেশ ধারণ করিয়া বিপক্ষের অনুচরগণ ঈশার পশ্চাতে ফিরিতে লাগিল, এবং ক্রমাগত কুতর্ক করিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু বাহিরের বিঘ্ন বাধা, বাহিরের প্রতিবন্ধক,—শত্রুতা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ঈশার নির্ভর, ঈশার বিশ্বাস ততই জ্বলন্ত হইয়া উঠিল;—তাঁহার হৃদয়ের

অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া, ঈশা জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

ঈশার ভবিষ্যৎদৃষ্টি ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। দিব্য চক্ষে স্বীয় ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া তিনি শিষ্যবর্গকে বলিলেন,— "এক্ষণে আমরা জেরুশালেমে যাইতেছি, মনুষ্য পুত্র তথায় ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপকদিগের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা অপমান নির্যাতন এবং পরিহাস করিয়া, পরিশেষে তাঁহাকে প্রাণে বধ করিবে।" সামান্য ও মধ্যবিৎ শ্রেণীর উপরই ঈশার অধিক আশা ছিল, এবং তাহাদিগের মধ্যেই ধর্ম্মরাজ্য প্রথম সংস্থাপিত হয়। উচ্চপদস্থ, জ্ঞানাভিমানী, ধর্ম্মাভিমানী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দ্বারা তিনি অপদস্থ ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইস্রায়েলবংশকে পাপ, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও পুরোহিতদিগের দাসত্ব ও অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। দম্ভ ও অহঙ্কার, স্বার্থপরতাও সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—তৎকালের প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ডের বিলোপের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ কয়িয়াছিলেন।

ইহুদী জাতীর নিস্তার পর্ব্বের সময় উপস্থিত। নানা দিগদেশ হইতে অসংখ্য নরনারী জেরুশালেমে সমাগত হইতেছে। আনন্দকোলাহলে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মহা সমারোহে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মমন্দিরের শিখরদেশ সকল অগণ্য পতাকারাজীতে শোভিত হইয়াছে।

এই মহা উল্লাস মহা উৎসবের মধ্যে, একমাত্র ঈশার হৃদয় বিষাদমগ্ন। লোকের দুর্গতি, অন্ধ উৎসাহ এবং বিকৃত ধর্ম্মাড়ম্বর দেখিয়া ঈশা অশ্রুবর্ষণ করিলেন। ঈশা তখন সশিষ্যে জিহোবার মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় দণ্ডায়মান হইয়া, সেই সমাগত নরনারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার নূতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই-রূপে প্রত্যহ জেরুশালেম নগরে ঈশা তাঁহার নূতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন, এবং দিবাবসানে নগর পরিত্যাগ করিয়া অলিভ পর্ব্বতে, গেথাসিমানী উদ্যানে অথবা বেথানি গ্রামে রাত্রি যাপন করিতেন। এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। এদিকে জেরুশালেম নগর মধ্যে পিশাচ প্রকৃতি ইহুদী ধর্ম্মযাজক ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, প্রধান পুরো-হিতের ভবনে এক মহাসভা করিয়া ঈশার প্রাণ বিনাশের আয়ো-জন করিতেছে। কি উপায়ে, কি কৌশলে তাহারা এই পাপ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবে, সেই চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়ে ঈশার শিষ্য জুডা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সে ঈশাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবে। শত্রুগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া জুডাকে পুরস্কৃত করিল। ঈশা পূর্ব্বেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহার বিনাশের জন্য শত্রুগণ কি প্রকার আয়োজন করিতেছে, তাহার আভাস তিনি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ঈশার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার শোণিতপাত ভিন্ন স্বর্গরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হইবেনা, প্রাচীন কুসংস্কার, অপ্রেম, অধর্ম্ম এসকল দূরীভূত হইবে না।

এই সময়ে ঈশা অবিশ্রান্ত প্রার্থনা ও ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত এমন অবিচ্ছিন্ন যোগ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যে উভয়ের মধ্যে আর ব্যবধান উপলব্ধি করিতেন না। পিতার জ্ঞানে জ্ঞানী, পিতার বলে বলী হইয়া সমস্ত কথা বলিতেন; ঈশা তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলেন—"আমি এবং আমার পিতা এক," একথার মর্ম্ম লোকে বুঝিল না। এই জীবন্ত বিশ্বাসের জন্য ঈশাকে শেষে জীবন উৎসর্গ করিতে হইল। মৃত্যুকাল যতই সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল, ঈশার বিশ্বাস, বৈরাগ্য, প্রেম ততই উজ্জল হইয়া উঠিল। তাঁহার বিষাদপূর্ণ জীবনের শেষ অঙ্ক অবিনশ্বর অক্ষরে কালের প্রস্তর পটে অঙ্কিত হইল।

## অন্তিম।

দিবা অবসান হইয়াছে। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগণে বিলীন হইয়াছেন; সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে আকাশতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঈশা দিব্যচক্ষে দেখিলেন, তাঁহারও জীবন-রবী অস্তাগমনোন্মুখ,—মৃত্যুর ছায়া চারিদিক ছাইয়াছে। তখন ঈশা তাঁহার সেই দ্বাদশ শিষ্য ও অনুচরবর্গকে সমবেত করিয়া, সেই গম্ভীর সময়ে জীবনের শেষ কথা বলিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী গভীর হইয়া আসিল, বিপদান্ধকারও ক্রমে ঈশার

চারিদিকে ঘনীভূত হইতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ নীরব নিশা-কালে, সেই গম্ভীর মুহূর্ত্তে, ঈশা জীবনের শেষ কথা বলি-তেছেন; আর তাঁহার শত্রুগণ প্রধান পুরোহিতের গৃহে, অস্ত্রধারী পদাতিকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহাদিগের সেই পাপ সঙ্কল্প সাধনের সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে। কথা সমাপ্ত করিয়া, সময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া ঈশা ঊর্দ্ধনেত্রে, কৃপাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

জেরুশালেমের পূর্ব্বপ্রান্তে অলিভবৃক্ষ সমাকীর্ণ অলিভ পর্ব্বত, তাহার উপত্যকাভূমিতে গেথসিমানি উপবন। ঘোর নিশীথ সময়ে ঈশা এই উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, চন্দ্রমার সেই রজত কিরণে পৃথিবী উদ্ভাসিত হইতেছে প্রকৃতিদেবী নিশ্চল—নিস্পন্দ। জনমানবের গতিবিধি নাই; সকলই নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে সুষুপ্ত। এমন সময়ে শিষ্য-বর্গ সমভিব্যাহারে, বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে, অবনত মস্তকে ঈশা চলি তেছেন। নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইতেছিল। মৃত্যু অপরিহার্য্য; কিন্তু তদপেক্ষা শিষ্যদিগের চিন্তা এবং সর্ব্বা-পেক্ষা পাপী জগতের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইতেছিল। ঈশা প্রার্থনা করিলেন,—"হে পিতা যদি পানপাত্র পান করিতেই হয়, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এমন সময় পাপিষ্ঠ জুডা রাজপুরুষগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইল, এবং দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া ঈশার গণ্ডস্থল চুম্বন করিল। এই সংকেতানু-সারে রাজপুরুষগণ নিমেষে ঈশাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী

করিল ; এবং প্রধান পুরোহিতের ভবনে লইয়া চলিল। ঈশা কোন প্রকার প্রতিরোধ না করিয়া অপরাধীর ন্যায় তাহাদিগের অনুসরণ করিলেন।

এদিকে প্রধান পুরোহিতের ভবনে দলপতিগণ ও ধর্ম্মযাজকগণ ঈশার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে ঈশাকে লইয়া রাজপুরুষগণ তথায় উপনীত হইল। তখন তাহারা ঈশাকে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। ঈশা বলিলেন যাহা বলিবার তাহা আমি প্রকাশ্যে বলিয়াছি, তোমরা সকলেই তাহা অবগত আছ, সুতরাং আর কেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর। অনন্তর তিনি ধর্ম্মযাজক ফায়ফার নিকট সমর্পিত হইলেন। মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে দণ্ডার্হ করিবে, সকলে এই উদ্যোগ করিতে লাগিল। অনেক মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইল, কিন্তু প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধ কেহ প্রমাণ করিতে পারিল না। অবশেষে দুই জন সাক্ষী প্রমাণ করিল যে ঈশা ঈশ্বরের মন্দির ভগ্ন করিতে চাহিয়াছেন। ঈশা একথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল—"তুমিই কি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট।" ঈশা উত্তর করিলেন, "তোমার কথাই যথার্থ।" এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রধান বিচারপতি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন, আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? এ ব্যক্তি স্বমুখে ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছে। এখন কি কর্ত্তব্য?" সকলে বলিয়া উঠিল, "এব্যক্তি প্রাণ দণ্ডের যোগ্য।"

পরদিবস প্রাতঃকালে ঈশা রাজপ্রতিনিধি পাইলেটের হস্তে সমর্পিত হইলেন। ঈশা—প্রজাপুঞ্জের মন বিকৃত করিতেছেন, কুমন্ত্রণা দ্বারা বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছেন এবং রাজত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, প্রাচীন ধর্ম্ম ও রীতিনীতির মূলোচ্ছেদ করিতেছেন,—এই অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইল। পাইলেট অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ঈশার কোন অপরাধ দেখিতে পাইলেন না। একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয় দেখিয়া, তিনি বলিলেন, নিস্তার-পর্ব্বোপলক্ষে একজন বন্দীকে মুক্তি প্রদানের প্রথা আছে, সেই প্রথানুসারে, দস্যু বারাব্বাসকে মুক্ত করিব, না এই ইহুদীরাজকে মুক্ত করিব।" তখন সেই উত্তেজিত ইহুদিদিগের মধ্য হইতে এক বাক্য উত্থিত হইল,—"বারাব্বাসকে মুক্ত কর, ঈশাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর। "পাইলেট তখন ধর্ম্ম-জাযকদিগের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন, এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন, তখন দস্যু বারাব্বাসের মুক্তি এবং মহাপুরুষদিগের শীর্ষস্থানীয় ঈশার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

তখন রোমীয় সৈন্যদল ঈশার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, তাঁহার অঙ্গে রক্তবসন এবং শিরোদেশে কণ্টকের মুকুট পরাইয়া দিল। স্কন্ধদেশে ক্রুশভার চাপাইয়া দিল, এবং হস্তে রাজদণ্ড স্বরূপ একখণ্ড যষ্টি প্রদান করিয়া, "জয় ইহুদি রাজার জয়," বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। দারুণ যন্ত্রনায়

অস্থির হইয়া ঈশা ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের দিকে চাহিলেন। কণ্টকাঘাতে তাঁহার ললাটে শোণিত ধারা ছুটিল, নয়ন জলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল। প্রহার অপমান ও নির্য্যাতনে তাঁহার শরীর ভগ্ন, হৃদয় অবসন্ন হইল, তথাপি নীরবে কেবল ঊর্দ্ধনেত্রে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া এ সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঈশা গলগথা নামক বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। পাষাণ প্রকৃতি রাজপুরুষগণ ঈশাকে বিবস্ত্র করিল এবং তাহার কোমল হস্ত ও পদে সুতীক্ষ্ণ লৌহ বিদ্ধ করিয়া ক্রুশে বন্ধন করিল। এবং দুইজন দস্যুকে ক্রুশবদ্ধ করিয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে স্থাপন করিল। যন্ত্রনায় ঈশার পদনখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হইল, হস্ত ও পদে রক্ত প্রবাহ ছুটিল, মস্তকোপরি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণ, তাহার উপর দুর্ব্বিসহ ক্রুশযন্ত্রণা। ঈশা যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই দুঃসহ যন্ত্রণারমধ্যেও ঈশার হৃদয়ের মহত্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও ঈশা প্রার্থনা করিলেন,"পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর,ইহারা কি করিতেছি, তাহা জানে না।" ক্ষমার ইহাপেক্ষা আর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কোথায়? দেখিতে দেখিতে দিবাবসান হইল। এই দীর্ঘকাল ক্রুশবদ্ধ থাকিয়া ঈশা কি ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই সময়ে মুহূর্ত্তের জন্য নিরাশা ঈশার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশা চীৎকার

করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Eli, Eli, lama sabachthani" "হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে ?" সহস্র মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল পিতার অদর্শন তাঁহার পক্ষে অধিক হইয়াছিল। ক্রমে আসন্নকাল উপস্থিত হইল ; কথিত আছে ঈশার অন্তিম সময়ে চারিদিক এক ঘোর তমসে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল ; অন্ধকারই এই ঘোর নৃশংস কার্য্যের উপযুক্ত সময়! ঈশা পুনরায় বলিয়া উঠিলেন— "হে পিতা, তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলাম।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদপিণ্ড শতধা হইয়া গেল, প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই মহাকাব্য উচ্চারণ করিয়া ঈশা দিব্যলোকে চলিয়া গেলেন। কথিত আছে এই সময়ে পৃথিবী কম্পিত হইল, দেবমন্দিরের চূড়া দ্বিধা হইয়া গেল, পর্ব্বত সকল শতধা বিদীর্ণ হইল।

খৃষ্টীয় জগতের প্রচলিতবিশ্বাস, যে ঈশা মৃত্যুর তিন দিন পরে স্বশরীরে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া শিষ্য ও সহচরগণকে দর্শন দেন এবং উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, স্বর্গে গমন করেন। এটি রূপক। ঈশার সত্য সত্যই পুনরুত্থান হইয়াছিল। কিন্তু সে পুনরুত্থান সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। মাটির দেহ মাটিতে মিশাইল, কিন্তু মানব আত্মার মধ্যে তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার নির্ভর তাঁহার বৈরাগ্য ও ক্ষমা, প্রেম ও পবিত্রতা, প্রীতি ও ভক্তি উজ্জ্বলতরভাবে অঙ্কিত হইল।

ঈশার জীবনলীলা ফুরাইল! কিন্তু তিনি যে অগ্নি প্রজ্বলিত

করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে সমগ্র মানবসমাজে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার এক এক বিন্দু রক্তে সহস্র সহস্র ধর্ম্মবীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষিত করিলেন। দরিদ্র সূত্রধরতনয়ের আজ কত আদর! যে ক্রুশে তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভক্ত নরনারীর কণ্ঠেরহার,—ধর্ম্মমন্দিরের শিরো-ভূষণ; ক্রুশ ঈশার বিজয়পতাকা। আজ জগতে এমন স্থান নাই, যে স্থানে ঈশার নাম ঘোষিত হইতেছে না, যেস্থানে ঈশার ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে না। অপমান নির্য্যাতন উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ঈশা যে কথা জগৎকে শুনাইয়াছিলেন, আজ উনবিংশ শতাব্দী পরে সেই কথা সহস্র কণ্ঠে প্রচারিত হইতেছে। প্রকৃতই ঈশা মরিয়া জীবন লাভ করিয়াছেন হারিয়া জয়ী হইরয়াছেন, নীরব থাকিয়া সত্যের ভেরী জগতে ঘোষিত করিয়াছেন।
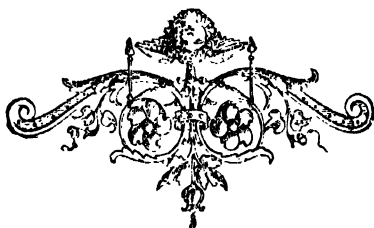
মহাত্মা

# জন হাউয়ার্ডের জীবনচরিত।

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্ম-মিসন প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

# উৎসর্গ।

বিবিধ সদ্গুণালঙ্কৃত

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের

নামে

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের

এই জীবনীখানি

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে

উৎসর্গ করিলাম।

## মুখবন্ধ।

---

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের জীবনচরিত অংশতঃ "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কনকালে সেই অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মহাত্মা জন হাউয়ার্ড একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার জীবন আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল। বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও কিরূপে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কি রূপে অকাতরে অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিতে হয়, মহাত্মা হাউয়ার্ডের জীবন তাহার অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য। এ সংসারে কর্ত্তব্যের পথ নিরূপণ করা বড়ই সুকঠিন। কর্ত্তব্য পথের অনুসন্ধানার্থ যাঁহারা ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, মহাত্মা হাউয়াডের জীবনচরিত পাঠ করিয়া যদি তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতা "বেথুন স্কুলের" অন্যতর অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পরিদর্শন ও সংশোধনপূর্ব্বক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

# মহাত্মা জন হাউয়ার্ড।

## পূর্ব্বকথা।

এ সংসারে কয়জন লোক মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম? পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আত্ম-সুখের জন্য ব্যস্ত। আত্ম-সুখকেই কেন্দ্র করিয়া হতভাগ্য জনগণ সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে যাহারা আত্ম-সুখকে কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহাদের দৃষ্টি আপনাকে অতিক্রম করিয়া পরিবারের প্রতি পড়িয়াছে, পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনকেই তাহারা জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিয়া দিবানিশি খাটিতেছে। আপনার স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, ভাইভগ্নী, যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে, এই চিন্তাই নিরন্তর তাহাদের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট "আপনার জন" যে কয়েকটী তাহাদের উপরেই এই সকল লোকের হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত সহানুভূতি সংবদ্ধ। সমস্ত মনুষ্যজাতির কথা দূরে থাকুক, আপন প্রতিবেশিমণ্ডলীর প্রতিও যে ইহাদের কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য আছে, প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে যে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা উচিত নহে, এসকল কথা ইহাদিগকে কোনও প্রকারে বুঝাইয়া দিতে পারিলেও

ইহারা হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। এজন্য যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ মানবজীবনের উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের বিশাল হৃদয় পরিবার-প্রাচীরের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়াছে, যাঁহারা সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্যজাতির মধ্যে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য অনুদিন খাটিয়া খাটিয়া শরীর ক্ষয় করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগের জীবন সংসারে অতি অমূল্য পদার্থ। তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কত শত সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রচেতা মানব স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়াছে—দুঃখীর দুঃখ দূর করা ও মনুষ্যজাতির সেবা করাকেই জীবনের উচ্চ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে পুণ্যশ্লোক মহাত্মার জীবন বর্ণনা করিতে যাইতেছি, ইহাঁর নাম বাস্তবিকই প্রাতঃ-স্মরণীয়। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য ইয়ুরোপের কারাগারের কর্ম্মচারীদের ভীষণ অত্যাচার ও নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া যাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল, হতভাগ্য কারাবাসিগণকে পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া যাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, বিশ্বজনীন প্রেমদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যিনি কারাসংস্কার কার্য্যে আপনার জীবন, যৌবন, ধন, সমস্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে আমরা সেই স্বর্গীয় মহাত্মা জন হাউ-য়ার্ডের পবিত্র জীবনের বিষয় আলোচনা করিব। জগতের সকল সাধু মহাত্মাদের জীবনই প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষভাবে সমস্ত নরনারীর কল্যাণসাধন করিতেছে। দেশকালের প্রয়োজন

অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সদ্‌গুণের প্রভাব দেশকালে বদ্ধ না থাকিয়া পৃথিবীর সমস্ত নর-নারীর জীবনের উপরেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। যাঁহারা মানবজাতির দুঃখমোচনের জন্য স্বীয় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি সকল দেশের নরনারীর নিকট সমান ভাবে পূজিত না হন তবে আর পৃথি-বীতে সাধুভক্তিপ্রদর্শনের স্থল কোথায়?

---

## জন্মকথা।

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের বাল্যজীবনের বিষয় নিশ্চিতরূপে অতি অল্পই জানা গিয়াছে। তাঁহার জন্মতিথি, এমন কি জন্মস্থানসম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। তাঁহার এক জীবনচরিত-লেখক বলেন যে, ১৭২৬ কি ২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এনফিল্ড নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। আবার কেহ বা বলেন যে, ১৭২০ কিম্বা ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাপটন, কারডিংটন অথবা স্মিথ্‌ফিল্ড এই স্থানত্রয়ের কোনও একটী স্থানে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হেপওয়ার্থ ডিক্‌সন্ নামক এক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এই যে, জন হাউয়ার্ডের ন্যায় জন-হিতৈষী মহাত্মাদের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কি কালে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষদের গৌরব কোন জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নহে,

সমস্ত মনুষ্যজাতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বত্ব অনুসারে সমান ভাবে উহার স্বত্বাধিকারী; সুতরাং হাউয়ার্ডের জন্মতিথি ও জন্মস্থান বিষয়ে সন্দেহ থাকে থাকুক, সে সন্দেহ দূর করিতে গিয়া কাহারও ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। পিতার নামানুসারে পুত্রের নাম জন হাউয়ার্ড রাখা হইয়াছিল। হাউয়ার্ডের পিতা লণ্ডন নগরে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের জন্মের অল্পকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পিতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর উত্তর উপনগর ক্লাপটনে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এ সংসারে যাঁহারা সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, জীবনে প্রতিভা ও সাধুতার আশ্চর্য্য সমাবেশের জন্য যাঁহাদের যশঃসৌরভ দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, জনকজননীর মহৎজীবনের প্রভাবই তাঁহাদের সকল মহত্ত্বের প্রধান হেতু। সাধুতা, পরদুঃখ-কাতরতা, জ্ঞানানুরাগ প্রভৃতি যে সকল ভাব মহৎ লোকের হৃদয়ে কালে বিকশিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে উন্নত ও মধুময় করে, সেই সকল ভাব তাঁহাদের জনক জননীর জীবনগত ভাবের রূপান্তর মাত্র। পৃথিবীর প্রায় সকল মহা-পুরুষগণই স্ব স্ব জীবনে এই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, পিতা মাতার সাধু দৃষ্টান্তই তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি ভূমি। কিন্তু মহাত্মা জন হাউয়ার্ড স্বীয় মহত্ব ও সাধুতার জন্য পিতা মাতার নিকটে কতদূর ঋণী, দুর্ভাগ্যবশতঃ তদ্বিষয়ে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তাঁহার পিতার চরিত্র সম্বন্ধ এইমাত্র জানা গিয়াছে যে, তিনি প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত একজন শুদ্ধচিত্ত,

নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন, এবং ন্যায় ও সৌজন্যের সহিত সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পিতা অপেক্ষা মাতার জীবনই সন্তানের উপর কার্য্য করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং মাতার জীবনের প্রভাবেই পুত্রের চরিত্র বহুল পরিমাণে গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁহার মাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে শুদ্ধ এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, তিনি অতি সুনিপুণা গৃহিণী ছিলেন এবং আলস্যপরিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা গার্হস্থ্য সুখসচ্ছন্দতা বর্দ্ধনে নিরত থাকিতেন। তিনি হাউয়ার্ডের জন্মের পরে একটী কন্যা প্রসব করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। হাউয়ার্ডের পিতা দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু পরিণয়ের কয়েক মাস পরেই তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হাউয়ার্ড বাল্যকালে অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এক কৃষকের উপরে তাঁহার লালন পালনের ভার অর্পিত হয়। এই কৃষক বেডফোর্ডের নিকটবর্ত্তী কারডিংটনে বাস করিত এবং হাউয়ার্ডের পিতার জমিদারীর মধ্যে সামান্য ভূমিখণ্ড খাজানা করিয়া তাহাতে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। ভাবী জন-হিতৈষী হাউয়ার্ড এই স্থানেই বাল্য-জীবন যাপন করেন এবং বাল্যস্মৃতির মোহিনী শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়াই অবশেষে প্রভূত ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া এই স্থানেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

## শিক্ষা।

উপযুক্ত বয়সে হাউয়ার্ড বিদ্যাশিক্ষার্থ হার্টফোর্ডের একটী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। ডিসেণ্টার খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন এবং জন্ উরস্‌লি সাহেব ইহার কার্য্য চালাইতেন। এই বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া হাউয়ার্ডের বিশেষ কোন লাভ হইল না; এইজন্য তিনি ভালরূপে শিক্ষা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে পৌঁছিয়া তিনি জন কোন্‌স্ নামক নানাবিদ্যা-বিশারদ জনৈক সুপণ্ডিতের বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। হাউয়ার্ড তাঁহার নিকট ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃই হউক, অথবা বুদ্ধিবৃত্তির তাদৃশ প্রখরতা না থাকা নিবন্ধনই হউক, তিনি লেখাপড়ায় আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হাউয়ার্ডের বিদ্যাবুদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন সাহিত্য তাঁহার বিশেষরূপ আয়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি লাটিন এবং গ্রীক ভাষা অতি অল্পই জানিতেন; কিন্তু ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল এবং নানা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। যদিও তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া জ্ঞানজগতে অত্যুচ্চ পদ লাভ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার

অভিপ্রায়ানুসারে হাউয়ার্ড পৈতৃক বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। লাটিন, গ্রীক ও অন্যান্য সাহিত্য শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয় হইলেও বণিকের পক্ষে ততদূর প্রয়োজনীয় নহে; সুতরাং আড়ম্বর ও যশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া স্বীয় প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ শিক্ষা করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহাই বোধ হয় তাঁহার অসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রধান কারণ।

---

## সংসারে প্রবেশ।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হাউয়ার্ড ব্যবসায়বাণিজ্য শিক্ষার্থ লণ্ডননগরস্থ নিউহাম ও শিপলি কোম্পানীর দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন। বাণিজ্য শিক্ষা করিবার জন্য কোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে কোম্পানীকে প্রবেশকালে কিঞ্চিৎ অগ্রিম অর্থ দিতে হয়। হাউয়ার্ডের পিতা নিয়মাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়া উক্ত কোম্পানীর অধীনে হাউয়ার্ডের অবস্থানের যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সকল শিক্ষানবিশের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। যে অবস্থায় থাকিলে ও যে ভাবে চলিলে ভবিষ্যতে তাঁহার সামাজিক পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদুপযোগী বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি হয় নাই। শিক্ষানবিশ হাউয়ার্ড সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় বিশ্রামাগার, ভৃত্য ও আরোহণোপযোগী দুইটি অশ্ব পাইয়াছিলেন।

---

## পিতৃবিয়োগ।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাউয়ার্ডের পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে পুত্র হাউয়াডকে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী করিয়া, অস্থাবর সম্পত্তি স্বীয় কন্যাকে দান করিয়া যান। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে হাউয়ার্ড পৈতৃক সম্পত্তির কর্তৃত্বভার পাইবেন না, পিতার এইরূপ আদেশ ছিল বটে, কিন্তু হাউয়ার্ডের বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্যদক্ষতার উপর তাঁহার পিতৃনিয়োজিত কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের দৃঢ় আস্থা ছিল। এইজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক জানিয়াও তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার হস্তে পৈতৃক সম্পত্তির সমস্ত কর্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন।

হাউয়ার্ড স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরেই পৈতৃক বাটীর জীর্ণসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য হাউয়ার্ডকে একদিন অন্তর ক্লাপ্‌টনে গমন করিতে হইত।

যে বিশ্বজনীন মানবপ্রেম একদিন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় হাউয়ার্ডের হৃদয় গ্রাস করিয়াছিল, সেই প্রেমের দুই একটী স্ফুলিঙ্গ প্রথম যৌবনেই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি ক্লাপ্‌টনস্থ বাড়ীর জীর্ণসংস্কারকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, তখন তিনি বালক। এই সময়েই দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত; তাঁহার প্রাণে কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বোধিত হইত। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে।

হাউয়ার্ডের পিতার একটী বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। বহুকাল হইতে এই ভৃত্য হাউয়ার্ডের পিতার ক্লাপ্‌পটনস্থ উদ্যানে

মালীর কাজ করিত। বৃদ্ধ হাউয়ার্ডের মৃত্যুর পর যখন বালক হাউয়ার্ড বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার পাইলেন, তখনও এই বৃদ্ধ ভৃত্য আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড প্রাণে বড় ক্লেশ পাইতেন। যখনই বাগানের নিকট দিয়া রুটীওয়ালাদের গাড়ী চলিয়া যাইবার সময় হইত, তখনই তিনি প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া রাস্তার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং একখানি রুটী ক্রয় করিয়া বাগানের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। পরে বাগানে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ মালীকে বলিতেন, "মালি! ঐ শাকবনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখ দেখি, তোমার পরিবারের জন্য কিছু পাও কি না?"

---

## বহুদর্শিতা।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই হাউয়ার্ডের বিদেশভ্রমণের ইচ্ছা জন্মিল। নানা দেশের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ ও বিচিত্র মানবপ্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া মনের উন্নতি সাধন করিবার অভিলাষে ফরাসী ও ইতালি দেশের মধ্য দিয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; এবং প্রায় দুই বৎসরকাল পর্য্যটনের পর শরীর মনের পুষ্টি সাধন করিয়া ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কারুকার্য্যের জন্য ইতালিদেশ সুবিখ্যাত। তথাকার শিল্পিগণের অত্যদ্ভুত কারুকার্য্য দেখিয়া হাউয়ার্ডের শিল্পবিদ্যার প্রতি অনুরাগ ও রুচি জন্মিল। মনোহর ও সুরুচিকর নানাবিধ শিল্পকার্য্য দেখিয়া যেমন একদিকে তাঁহার

হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি দক্ষিণ ইউরোপের স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর জল বায়ু তাঁহার দুর্ব্বল দেহকে সতেজ করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোকের যে সকল উপকার লাভ হয়, হাউয়ার্ডের ভাগ্যে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল! বিদেশভ্রমণকালে তিনি নানা স্থানের প্রদর্শনী ও মেলায় গমন করিতেন। ঐ সকল স্থানে শুদ্ধ কারুকার্য্য দর্শন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না, স্বদেশে আনয়ন করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া তৎসমুদয় ক্রয় করিতেন। যে সকল মনোহর আলেখ্যদ্বারা অবশেষে তিনি কারডিংটনস্থ বাস-গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন, বিদেশভ্রমণকালেই সেই সকল সংগৃহীত হইয়াছিল।

---

## জীবনের প্রথম পরীক্ষা।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হাউয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। বিদেশের স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর গুণে তাঁহার শরীর অনেকটা সবল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শারীরিক দৌর্ব্বল্য না যাওয়ায় তখনও তাঁহার পক্ষে পল্লীগ্রামের জল বায়ু সেবনের প্রয়োজন ছিল। তদনুসারে তিনি রাজধানীর অনতিদূরস্থ ষ্টৈকনিউইংটন গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একে গ্রামটী অতি মনোহর, তাহাতে আবার ইহার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, সুতরাং এই স্থানটী যে হাউয়ার্ডের মনের মত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে তাঁহার সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। নির্দ্ধারিত পথ্য ভিন্ন তিনি আর কিছুই আহার করিতেন না, সুখকর পাঠ্য ভিন্ন তিনি আর কিছুই অধ্যয়ন করিতেন না। তাঁহার বিশ্রামকাল মানসিক উন্নতি সাধন-কল্পেই সম্পূর্ণরূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার সহজ সহজ বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পকালের মধ্যেই কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্বর ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইলেন। যে গৃহে (Lodgings) হাউয়ার্ড বাস করিতেন, সেই গৃহের কর্ত্রীঠাকুরাণী অতি সহৃদয়া ছিলেন। তিনি প্রাণ দিয়া হাউয়ার্ডের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মিতাচার ও উপযুক্ত শুশ্রূষার গুণে হাউয়ার্ড শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। পীড়িতাবস্থায় গৃহস্বামিনীর (Landlady) কর্ম্মশীলতা, মনের প্রফুল্লতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া হাউয়ার্ডের প্রাণ সেই রমণীর দিকে আকৃষ্ট হইল। হাউয়ার্ড রমণীর পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে আপন অভিলাষ জানাইলেন। রমণী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একে তাঁহার শরীর শীর্ণ, তাহাতে আবার বয়ঃক্রম হাউয়ার্ডের দ্বিগুণ অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক হইয়াছে, এঅবস্থায় হাউয়ার্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া কোন মতেই তিনি সঙ্গত বোধ করিলেন না। কিন্তু হাউয়ার্ডের প্রাণ তাঁহাকে পাইবার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, রমণীকে অবশেষে সমুদয় প্রতিকূল অবস্থা বিস্মৃত হইয়া হাউয়ার্ডের সঙ্গে হৃদয়ের বিনিময় করিতে প্রস্তুত হইতে হইল।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাই তাঁহাদের সম্বন্ধের ভিত্তিভূমি। প্রণয় অপেক্ষা শ্রদ্ধার ভাবই তাঁহাদের মধ্যে অধিক ছিল। আসক্তি অপেক্ষা কর্ত্তব্য-জ্ঞান দ্বারাই তাঁহারা অধিক পরিমাণে চালিত হইতেন। উদ্বাহসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া বিবাহের পর তিন বৎসরকাল উভয়ে একত্রে পরম সুখে বাস করিলেন। যতই হাউয়ার্ড পত্নীর সদ্গুণ ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হাউয়ার্ডের প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতে, হাউয়ার্ডের কর্ত্তব্যের আরম্ভ হইতে না হইতেই, তাঁহাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তাঁহার স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে হাউয়ার্ডের প্রাণে এতদূর আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি ষ্টেক্-নিউইংটনের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শান্তির অন্বেষণে বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ভয়ানক ভূমিকম্পে মনোহর লিস্‌বন নগরকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। এই অদ্ভুত ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য হাউয়ার্ড তথায় যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং ১৭৫৬ সালের প্রারম্ভে "হ্যানোভার" নামক ডাকের জাহাজে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অর্ণবযান "হ্যানোভার" ইংলিশচ্যানাল পার হইতে না হইতেই শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হইল। নাবিক এবং আরোহিগণকে চল্লিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্ন জল হইতে বঞ্চিত করিয়া অবশেষে ব্রেষ্টের কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। কারানিক্ষিপ্ত হতভাগ্যগণ

যখন ক্ষুধাতৃষ্ণার অসহ্য যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, জল, জল, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তখন একখণ্ড মেষ মাংস তাহাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। পশুদিগকে লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া যে ভাবে তাহাদের আহার্য্য মাংসাদি ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, হতভাগ্য কারানিক্ষিপ্ত ইংরেজ-গণকেও সেইরূপে একখণ্ড মাংস প্রদত্ত হইল; ছুরীর অভাবে হতভাগ্যগণ দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুরের ন্যায় ঐ মাংস-খণ্ড চর্ব্বণ করিতে লাগিল। তখনকার কারাগারের ভীষণ অবস্থা, কারাবাসীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে সম্যক্‌রূপে সে দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করা একবারেই অসম্ভব। হাউয়ার্ড আজ স্বচক্ষে কারাবাসীর দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন, স্বয়ং কারাগারের ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিতে লাগিলেন। যে মহান ভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা হাউয়ার্ড কারাসংস্কার কার্য্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই স্বর্গীয় ভাব তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল। হাউয়ার্ডের প্রাণে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার হইল। আজ হাউয়ার্ড নিশ্চিতরূপে বুঝিলেন, ইউরোপের হতভাগ্য কারাবাসিগণের কল্যাণ-সাধনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছে। আজ তিনি একান্তমনে বিধাতার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দেবলোক হইতে "মাভৈ," "মাভৈ" শব্দ ঘোষিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে অপার সমুদ্র অনন্তস্বরে যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল, "এস বৎস! ভয় করিওনা, এ সংসারে কর্ত্তব্যের জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতে চান,

তাঁহাদের বিশ্রামের জন্ম আমাদের ক্রোড় প্রসারিত রহিয়াছে।”

---

## কারাবিবরণ।

ফরাসি দেশের কারাগার সমূহের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সরল ও অরঞ্জিত ভাষায় মহাত্মা হাউয়ার্ড যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে তৎকালের কারাগার সমূহের ভীষণ অত্যাচারের বিষয়ে একটী স্থূল ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।

“ব্রেষ্টের কারাগারে অবস্থিতি কালে শুধু খড়ের উপর শয়ন করিয়া আমি ছয় রাত্রি কাটাই। ব্রেষ্টের কারাগার হইতে অল্পকালের মধ্যেই মরলেই কারাগারে নীত হই।

“যখন কারপেই নামক স্থানে আসিলাম তখন দেশে পলায়ন করিব না বলিয়া শত্রুগণের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইলাম। ফরাসি দেশে ব্রেষ্ট, মরলেই এবং ডিনান নামে যে তিনটী কারাগার আছে এই তিনটী কারাগারেই অধিক সংখ্যক ইংরেজ কয়েদী ছিল। আমাদের জাহাজের নাবিকগণ ও আমার ভৃত্য ডিনানের কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল কারারুদ্ধ হতভাগ্য স্বদেশবাসিগণের দুরবস্থা দর্শন করিয়া প্রাণে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। যে দুই মাস কাল আমি কারপেইতে ছিলাম সেই দুই মাসের মধ্যে ইংরেজ কয়েদীদিগের সহিত যথাসম্ভব চিঠিপত্র লিখিতে ত্রুটি করি নাই। তৎকালে হতভাগ্য কারাবাসিগণ এতদূর অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত

ব্যবহৃত হইত যে, কতশত কারাবাসী দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার অবসান করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

"কি ভীষণ ব্যাপার!—একদিনে ছত্রিশ জন কয়েদী ডিনানের কারাগারের ভিতরে একটী গর্ত্তে সমাহিত হয়!

"আমার প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করিয়াই শত্রুগণ আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিল।

"পীড়িত ও আহত নাবিকগণের তত্ত্বাবধানের জন্য ইংলণ্ডে কতিপয় কমিশনার নিযুক্ত আছেন। আমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া কমিশনারদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহারা আমাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়া ফরাসিরাজের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমাদের নাবিকগণ পূর্ব্বোল্লিখিত কারাগারত্রয়ের সমস্ত ইংরেজ কয়েদীগণের সহিত অবিলম্বে কারামুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল।

"জনৈক দানশীলা রমণী মৃত্যুকালে নানা সৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থে সেইণ্ট মেলুর মাজিষ্ট্রেটগণের নিকটে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া যান। বিবিধ সৎকার্য্যের মধ্যে ডিনানের কারাগারস্থ ইংরেজ কয়েদীগণের প্রত্যেককে দৈনিক এক পেনী হিসাবে দান করার ইচ্ছা প্রকাশকরিয়া রমণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই পুণ্যবতী মহিলা আয়র্লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক জন ফরাসির সহিত পরিণীতা হন। তাঁহার সদিচ্ছা ও বদান্যতার গুণেই অনেকগুলি কাজের লোক—কতিপয় বীরপুরুষ জীবন বাঁচাইয়া অবশেষে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইলেন।"

---

## জীবনের বিবিধ ঘটনা।

কারামুক্ত হইয়া হাউয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, এবং কারডিংটনস্থ উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। কারডিংটনে হাউয়ার্ডের প্রভূত ভূমিসম্পত্তি ছিল এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাবর্গ অতিশয় শোচণীয় অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল। দারিদ্র্যই তাহাদের সকল দুঃখের মূল। শুদ্ধ হাউয়ার্ডের প্রজাগণই যে দীন দরিদ্র ছিল এমন নয়, সমস্ত কারডিংটন গ্রামটীর অবস্থাই তখন অতীব হীন ও শোচনীয় ছিল। কার-ডিংটনের অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে রত হইলেন, পরোপকার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে ব্রতী হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রজাগণ যাহাতে মনের সুখে বাস করিতে পারে তজ্জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সৌকার্য্যার্থে তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত মজুরি দিতে লাগিলেন। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ ও জীবনের সদ্দৃষ্টান্ত হইতে অশিক্ষিত প্রজাগণ পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার উপকারিতা শিক্ষা করিতে লাগিল। যাহাদের কার্য্যে, যাহাদের জীবনে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না, হাউয়ার্ডের সাধু দৃষ্টান্তে সেই সকল নিরক্ষর প্রজাগণ সুনিয়মিত হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুঃখী দরিদ্রের জন্য হাউয়ার্ডের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। হাউ-য়ার্ডের দ্বারে আসিয়া দরিদ্র সাহায্য না পাইয়া ঘরে যায় নাই,

শোকসন্তপ্ত নর নারী সান্ত্বনার অভাবে ভগ্ন মনে চলিয়া যায় নাই, পীড়িত ব্যক্তিগণ উপযুক্ত উপদেশও ঔষধ পথ্য না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই—এক কথায় হাউয়ার্ডের জীবনের রশ্মি সূর্য্যালোকের ন্যায় কারডিংটনের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল।

কারডিংটনবাসী লোকদিগের কিরূপে সকল বিষয়ে সুরুচি জন্মিতে পারে, কিরূপে সুসভ্য লোকদিগের সহিত তাহারা উপযুক্ত শিষ্টাচারের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে পারে, এবং কিরূপেই বা তাহাদের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতে পারে, এই সকল চিন্তাই দিবানিশি হাউয়ার্ডের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। কিরূপে বাসগৃহ পরিষ্কার রাখিতে হয়, কিরূপে বাসস্থানের শোভাসম্পাদন করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া মনুষ্য জীবনের সকল প্রকার সুখশান্তি ভোগ করিতে হয়, হাউয়ার্ড সর্ব্বপ্রযত্নে কারডিংটনবাসী গরিবলোকদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন এইরূপ কার্য্যেই তাঁহার মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল।

হাউয়ার্ডের জীবনের একটী গূঢ় মর্ম্ম এই যে, তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহা সমাধা করিতে চেষ্টা করিতেন। বড় বড় কাজ করিয়া তিনি যে পরিমাণে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, ছোট খাট কাজ করিয়াও তিনি সেই পরিমাণে সুখী হইতেন। ছোট বড়

সকল কাজের মধ্যেই তিনি ভগবানের হাত দেখিতে পাইতেন। সেই সর্ব্বমূলাধার পরমপ্রভু কর্ত্তৃকই তিনি জীবনের ছোট বড় সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শুদ্ধ এই বিশ্বাসটুকুর অভাবেই পৃথিবীর কত শত নর নারী কাজের মিষ্টতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, কাজ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে না।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মে হাউয়ার্ড দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। হেনরীয়েটা লিডস্ নামক এক পরমরূপবতী, সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া এতদিন পরে হাউয়ার্ড সর্ব্বপ্রকারে আপনার মনের মত একজন সহ-ধর্ম্মিণী লাভ করিলেন। এই রমণীর বয়ঃক্রম হাউয়ার্ডের সমান ছিল এবং ইনি জ্ঞান, ধর্ম্ম ও উৎসাহে সর্ব্বদাই স্বামীর সমতুল্য হইতে যত্নবতী ছিলেন।

কারডিংটনবাসী দরিদ্র লোকদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইয়া হাউয়ার্ড এতদিন একাকী খাটিতেছিলেন,—একাকী সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছিলেন; আপনার দুঃখে আপনিই কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে বিধাতা সুখদুঃখের সমভাগিনী জীবনের একটী সহচরী মিলাইয়া দিয়া হাউয়ার্ডের প্রাণে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার করিয়া দিলেন। স্বামীর জীবন-সঙ্গিনী হইয়া রমণীও জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত দরিদ্র প্রজাগণের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। হাউয়ার্ড নিঃস্ব প্রজাদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পরিষ্কার কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং কুটীরবাসিগণের কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য যাহাতে প্রত্যেক কুটীরের নিকটে কিছু পরিমাণে কর্ষণো-

পযোগী ভূমি থাকে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। একবার বর্ষশেষে হাউয়ার্ড হিসাব করিয়া দেখিলেন বৎসরের খরচ বাদে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তিনি সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, "এই অর্থদ্বারা তুমি লণ্ডন নগরে বেড়াইতে যাইতে পার অথবা তোমার ইচ্ছা হইলে ইহা অন্য কোনরূপ আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে পার।" তাহাতে তাঁহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "এই টাকায় কেমন সুন্দর একটী কুটীর নির্ম্মিত হইতে পারে।" হাউয়ার্ড সহধর্ম্মিণীর উত্তরে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেই অর্থ দ্বারা সত্য সত্যই একটী মনোহর কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন। আপন তালুকে এইরূপ দরিদ্রের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া হাউয়ার্ড সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মিতাচারী পরিশ্রমী লোকের দ্বারাই এই সকল কুটীর পূর্ণ হইতে লাগিল। হাউয়ার্ড ও তাঁহার স্ত্রী এই সকল গরিব লোকের মা বাপস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। রোগ শোকের সময়ে উভয়ে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন এবং শোকসন্তপ্তের শোকানল সান্ত্বনাবারি সিঞ্চনদ্বারা নির্ব্বাণ করিতেন। এই সকল দরিদ্র লোকদিগের পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার হাউয়ার্ড স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন কঠিন নিয়ম ও শাসন ছিল যে, তাঁহার অধিকারস্থ নরনারীগণকে বাধ্য হইয়া নিয়মিতরূপে উপাসনালয়ে গমন করিতে হইত এবং সকল প্রকার নীতি-বিগর্হিত ও হানিজনক আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকিতে হইত। এইরূপে

অল্পকাল মধ্যেই কারডিংটনের অবস্থা ফিরিয়া গেল। মরুভূমি ফল ফুলে সুশোভিত উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইল। হাউয়ার্ডের সকল পরিশ্রম সার্থক হইল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ মার্চ্চ হাউয়ার্ডের পত্নী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবের পর চারিদিন মাত্র তিনি ইহলোকে ছিলেন, চতুর্থ দিবসে অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পত্নীবিয়োগের অসহ্য যাতনায় হাউয়ার্ড যেভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন, মানবের অপূর্ণ ভাষায় তাঁহার বর্ণনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হাউয়ার্ডের ভালবাসার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, সহজে তাহার পরিমাণ করা যায় না। দেহ মনের উপযুক্ত বিকাশ হওয়ার পর এক ভাব, এক কাজ, এক উদ্দেশ্য ও এক প্রাণ লইয়া দুইটি আত্মা মিলিলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয় হাউয়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত সেইরূপ উচ্চ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ দাম্পত্য প্রেম দ্রষ্টব্য বিষয় নয়, কল্পনার বিষয়ও নয়। যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষ অথবা ভাগ্যবতী রমণী নিজ জীবনে পবিত্র মানবপ্রেমের এইরূপ উচ্চতম ভাব কখনও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবেই তিনি হাউয়ার্ডের তৎকালীন প্রাণের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পত্নীবিয়োগে হাউয়ার্ডের বাহ্যভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না, বাহিরের কাজকর্ম্ম ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে লাগিল। কিন্তু মানবচরিত্রের এমন একটী দিক্ আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয় ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন ভাবদ্বারাই বিকশিত হইতে পারে না, সংসারের আর কোন নিয়মেই সুরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। দাম্পত্য

প্রণয়ের অভাবে এই দিকটী বিষাদের ঘোর তমসে আচ্ছন্ন হইয়া মানব জীবনের সমস্ত প্রসন্নতা নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু হাউয়ার্ডের ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় দিন দিন প্রেমের উৎস পরমেশ্বরের দিকেই ধাবিত হইতে লাগিল। তাঁহার শূন্য হৃদয় অনন্ত প্রেমাধারে নিমগ্ন হইল, শোকের দুর্ব্বিবহ যাতনার অবসান হইল। একটু স্থির হইয়াই হাউয়ার্ড পুত্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিলেন। বালক বালিকাগণের শিক্ষা-ভার লইতে সকলে উপযুক্ত নন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও এই কঠিন কর্ম্মে একজন অযোগ্য হইতে পারেন, আবার সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াও একব্যক্তি স্বাভাবিক শক্তির গুণে ইহাতে সুযোগ্য হইয়া উঠিতে পারেন। এইরূপ গুরুতর কার্য্য সাধনোপযোগী স্বাভাবিক শক্তি কিম্বা অভিজ্ঞতা হাউয়ার্ডের কিছুই ছিল না। তিনি পুত্রের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যাহাতে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধির বিকাশ হইতে পারে কেবল তৎপক্ষেই বিশেষ মন দিলেন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহার স্নেহ মমতা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি অপরিস্ফুট রহিয়া গেল। এই অপূর্ণ শিক্ষার বিষময় ফলস্বরূপ তাঁহার পুত্রের জীবনের শেষ ভাগ গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। হৃদয় মন উভয়েরই তুল্যরূপে বিকাশ সাধন করা আবশ্যক। একটীকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটীর উন্নতি সাধন করিলে মানবাত্মা কখনই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে এবং পূর্ণ শান্তি ভোগ করিতে পারে না।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হাউয়ার্ড আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জল বায়ু পরিবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়

হইয়া উঠিল। স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি ক্যালে নগরে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে ফ্রান্স দেশের মধ্য দিয়া জেনিভা নগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। কয়েক সপ্তাহকাল জেনিভায় অবস্থিতি করিয়া হাউয়ার্ড মিলান্ নগরে গমন করিলেন। মিলান্ হইতে টিউরিন্ নগরে পৌঁছিয়া তিনি বেশ সুস্থ হইলেন, এবং ইতালী দেশে থাকিয়া শীতঋতু অতিবাহিত করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

যে কারণে তিনি মনোহর ইতালী দেশের সুস্নিগ্ধ জল বায়ু সেবনের অপূর্ব্ব সুখভোগ তুচ্ছ করিয়া শীঘ্র শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে যে বিবরণটী পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠ করিলে তাঁহার গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

টিউরিন,

৩০এ নবেম্বর, ১৭৬৯।

"অনেক চিন্তার পর আমি ইতালীর দক্ষিণাংশে পরিভ্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত মনে করিয়াছিলাম। কৌতূহল নিবারণার্থে জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত করা যুক্তিসঙ্গত নহে, বিদেশ ভ্রমণের অকিঞ্চিৎকর সুখ শান্তির লোভে ধর্ম্ম মন্দিরের সুখ শান্তি উপেক্ষা করা ন্যায়ানুমোদিত নহে। শুদ্ধ আমার ক্ষণস্থায়ী সুখের অনুরোধে অনেক দীন দুঃখীর সাহায্য বন্ধ হইবে এবং অভাগাদিগকে অন্ন বস্ত্রের অভাবে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ইহা আমার প্রাণে কখনও সহ্য হইবে না, পরন্তু এরূপ কার্য্য করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক। জীবনের শেষ দিনে যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া

গত জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিব, তখন নানা পাপ ও দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসুখের বাসনায় অন্ধ হইয়া যে অসহায় গরিব দুঃখীগণের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছিলাম, এই মর্ম্মভেদী চিন্তা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় আমারহৃদয় মন দংশন করিতে থাকিবে।

এইরূপ নানা চিন্তার সঙ্গে প্রিয়তম পুত্রের চিন্তাও প্রবল হইয়া উঠিল। অনেকদিন হইল পুত্রকে ছাড়িয়া দূরদেশে আসিয়াছি, পুত্রের জন্য চিত্ত একটু আন্দোলিত হইল। এই সকল কারণেই আমি স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলাম। চিত্রপট ও খেলনা, প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও মনোহর পাহাড়, এ সকলই ত বাহিরের জিনিষ, এ সকলই ত ক্ষণস্থায়ী, অনন্ত শান্তিনিকেতনের যাত্রীর পক্ষে এ সকলই ত অসারের অসার। অতি ক্ষুদ্র কীট আমি এই পৃথিবীর ধূলায় গড়াইতেছিলাম, কৃপা করিয়া প্রভু পরমেশ্বর ধরিয়া তুলিলেন,মুক্তির আশা প্রাণে জাগাইয়া দিলেন। আত্মন্! একবার জাগ। একবার জাগিয়া দেখ, পৃথিবীর সামান্য খেলাধূলায় ভুলিয়া পরম ধনকে চিনিতেছ না। যেখানে অনন্ত আলোক, অনন্ত জীবন, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত শান্তি বিরাজিত, সেই মুক্তিধামে যাইবার পক্ষে যাহাতে সাহায্য করে না এমন অসার বস্তুর মায়ায় আর ভুলিয়া থাকিও না। হৃদয় প্রস্তুত করিবার ভার সম্পূর্ণ প্রভু পরমেশ্বরের হস্তে। করুণাময় প্রভো, অধম অযোগ্য সন্তানকে প্রস্তুত কর! প্রভো, অনন্তকাল তোমারই কৃপার জয় হউক!"

"জন্ হাউয়ার্ড"

হাউয়ার্ড স্বদেশ যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক পথ

যাইতে না যাইতেই তাঁহার অসুখ বাড়িয়া উঠিল; সুতরাং ইতালীর দক্ষিণাংশের উষ্ণ জল বায়ু সেবন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। তিনি অর্দ্ধেক পথ হইতে আবার দক্ষিণ দেশে ফিরিয়া চলিলেন। ফ্লোরেন্স এবং রোমের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কৌশলের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত মোহিত হইল। বিসুবিয়স্ পর্ব্বত, নেপলস্, লেগহরন্, পিসা, এবং ভিনিস্, পরিদর্শন করিয়া তিনি প্রকাণ্ড আল্প্স পর্ব্বত পার হইলেন; এবং টাইরলের মনোহর দৃশ্যের মধ্য দিয়া মিউনিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মিউনিক নগরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতির পরে হাউয়ার্ড রাইন নদী পার হইয়া রটারডমে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথা হইতে জলযানে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কারডিংটনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক গ্লানি তখনও দূর হয় নাই, তিনি নানা রোগের যন্ত্রণায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি আপন গৃহে থাকিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন তদ্বিষয় অবগত হইলে তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে।

হাউয়ার্ড স্বভাবতঃই অনেক কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না। প্রায় সারাদিনই গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রবিবার প্রায়ই আহার করিতেন না, কখন কখন বা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া সমস্ত দিন আধ্যাত্মিক ভাবে মগ্ন থাকিতেন। রবিবারে তিনি একাকী একটী ঘরে বসিয়া নির্জ্জন উপাসনায় দিন যাপন করিতেন, তদ্ভিন্ন সপ্তাহের অন্যান্য দিনে পরিবারের আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া সকালে

বিকালে নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনা করিতেন। মিতাচারী নিরামিষভোজী হাউয়ার্ডের গৃহে মদ্য মাংসের গন্ধও ছিল না। তোষামোদ এবং প্রশংসা তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। যদি কখন কোন ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন সৎকার্য্যের উল্লেখ করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বিরক্তির সহিত "এই এক খেলা" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। লোকের প্রশংসা তিনি যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, লোকের নিন্দাতেও সেই-রূপ তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

রোগের অশেষ যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব বিচলিত হয় নাই, পত্নীবিয়োগের অসহ্য শোকানলে তাঁহার মুখের প্রসন্নতা মলিন হয় নাই ; তিনি হর্ষ শোকে, নিন্দা প্রশংসায় কখন অধীর হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাসী হন নাই।

---

## জীবনের নূতন ব্রত।

এ পর্য্যন্ত আমরা হাউয়ার্ডের জীবনের যে সকল ঘটনা বর্ণন করিয়াছি, সে সকল ঘটনা সচরাচর অনেক বড় লোকের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, পরদুঃখে কাতর হইয়া যথাসাধ্য পরোপকার সাধন করিতেছিলেন, জ্ঞানান্বেষণে রত হইয়া মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এইরূপ জীবন একভাবে দেখিতে

গেলে অতি সুন্দর এবং অতি মূল্যবান্। কিন্তু যে প্রভূত শক্তি লইয়া মহাত্মা হাউয়ার্ড এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—ইউরোপের একটী বিশেষ কল্যাণসাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে যে বিশাল হৃদয় ও অদম্য উৎসাহ দিয়াছিলেন—সেই অন্তর্নিহিত অসাধারণ শক্তির বিকাশোপযোগী কোন মহৎ কার্য্য-ক্ষেত্র এখনও হাউয়ার্ডের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।

কিন্তু মঙ্গল-বিধাতা তাঁহার অনুগত ভৃত্যকে যথাসময়ে স্বয়ংই উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র দেখাইয়া দেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে হাউয়ার্ড বেডফোর্ডশায়ারের প্রধান শেরিফের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অদম্য কার্য্য-শীলতা, জ্বলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত পরহিতৈষণার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল। এতদিনের পরে হাউয়ার্ডের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র মিলিল, উন্নতির পথ পরিষ্কার হইল এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল।

বেড্ফোর্ড কাউণ্টির শেরিফ্পদে অভিষিক্ত হইয়া হাউ-য়ার্ড আপন পদের গুরুতর দায়িত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়া লইলেন। বেডফোর্ডের কারাগার সকল ও কারাবাসিগণের অবস্থাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। তিনি যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল বিদিত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, বেডফোর্ড জেলে বন্দীদিগকে রাখিবার নিমিত্ত দুইটী কারাগৃহ রহিয়াছে, এই ঘর দুইটী সম-তল ভূমি হইতে সাত আট হাত নিম্নে,সুতরাং এই সকল ঘরের মেজে ও প্রাচীরগুলি যে অতিশয় আর্দ্র হইবে, তাহাতে আর

আশ্চর্য্য কি? গৃহগুলি একে আর্দ্র, তাহাতে পরিষ্কার বায়ু গমনাগমনের উপযুক্ত গবাক্ষাদি না থাকায় গৃহস্থিত বায়ু দূষিত হইয়া উঠিত, এবং হতভাগ্য বন্দিগণকে এই সকল দুর্গন্ধময় অন্ধকূপসদৃশ কারাগারের সিক্ত মেজেতেই শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে হইত। একটি "অন্ধকূপ হত্যার" বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে, কিন্তু বেডফোর্ডের ন্যায় কারাগারে যে কত অন্ধকূপ হত্যা হইয়া গিয়াছে, কে তাহা গণনা করিবে?

বেডফোর্ড জেলে পুরুষ ও রমণী উভয়ের জন্য একটী মাত্র উঠান ছিল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেল একত্র থাকায় ঋণদায়ে যাহারা কারারুদ্ধ হইত, তাহাদিগকেও গুরুতর অপরাধিগণের ন্যায় একই প্রকার শাসনের অধীনে থাকিতে হইত। ঋণী ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া শারীরিক দণ্ড প্রভৃতি জেলের অশেষ অমানুষিক অত্যাচার সকল সহ্য করিত এবং সৌভাগ্যক্রমে যদিও বা সে মহাজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া কারামুক্ত হইবার কোন পন্থা করিতে পারিত, তথাপিও সে মুক্তি পাইত না,—সে অত্যাচারী জেল দারোগার পূজার জন্য সাত আট শিলিং কোথায় পাইবে? অপরাধীর দশাও তদ্রূপ ছিল, আপীলে খালাস পাইয়াও শুদ্ধ জেল দারোগাকে উৎকোচ প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে অনেক অভাগাকে কারাবাসে থাকিয়া অকালে কালগ্রাসে পড়িতে হইত।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া হাউয়ার্ডের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, তাঁহার উচ্চ পদের সমস্ত প্রভাব সকলই তিনি এই

হতভাগ্য কারাবাসিগণের দুঃখাপনোদনে ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বেড্‌ফোর্ডের কারাগার দেখিয়া প্রথমে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, এরূপ নৃশংসতার আবাসভূমি জঘন্য কারাগার বুঝি ইউরোপে আর কোথাও নাই। এই সন্দেহ ভঞ্জন ও কারাগারসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার মানসেই তিনি ইংলণ্ডের অপরাপর কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার পরিদর্শনের ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত কারাবিবরণগুলি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সেই সময়ের কারাগারগুলি কি ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। কারাগার পরিদর্শনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া সর্ব্বাগ্রে হাউয়ার্ড লিষ্টারের জেলে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হইয়া অনেক হতভাগ্য দরিদ্র লোক লিষ্টারের অন্ধকূপ সদৃশ আর্দ্র কারাগারে নানা ক্লেশে দিন কাটাইতেছে। এই কারাগার মৃত্তিকার নিম্নে নির্ম্মিত। কারাগারের অভ্যন্তরে বায়ু ও আলো প্রবেশের নিমিত্ত দুইটী মাত্র গর্ত্ত ছিল ; বড় গর্ত্তটী কোনও ক্রমে বার বর্গ ইঞ্চির অধিক হইবে না !

নটিংহাম নগরে হাউয়ার্ড দেখিলেন, স্থানীয় জেলটী একটী পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত। বন্দিগণের মধ্যে যাহারা প্রচুর পরিমাণে টাকা দিতে সমর্থ হইত, তাহারাই কেবল কারাগারের কুড়ি পঁচিশটী সিঁড়ির নিম্নে বাসস্থান পাইত। দরিদ্র লোকদিগের ভাগ্যে সেরূপ স্থান মিলিত না, উপযুক্ত অর্থপ্রদানে অক্ষম হওয়াতে তাহারা প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটী সিঁড়ির নিম্নে বাসগৃহ পাইত। হাউয়ার্ড যখন এই কারাগার পরিদর্শন করেন,

তখন ২১ ফুট দীর্ঘ, ৩০ ফুট প্রস্থ এবং ৭ ফুট উচ্চ গহ্বরের ন্যায় একটী স্থানে বন্দিগণ দিন রাত্রি অবরুদ্ধ থাকিত। কঠিন পাহাড় কাটিয়া এই সকল গহ্বর নির্ম্মাণ করা হইত। হাউয়ার্ড দেখিলেন, হতভাগ্য বন্দিগণ জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ নানা ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া দুঃখময় জীবন অবসান করে। কারা-বাসের নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও অনেক দুর্ভাগ্য লোককে শুদ্ধ দারিদ্র্যদোষে বন্ধনদশায় যাবজ্জীবন ক্ষেপন করিতে হয়। হাউয়ার্ড লিচ্‌ফিল্‌ডের জেলে গিয়া দেখিলেন, ঘরগুলি অতিশয় সংকীর্ণ, উঠান নাই, বন্দিগণের শয্যায় খড় নাই, পানীয় জল নাই।

গ্লষ্টারের জেলে দেখিতে পাইলেন, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য একটী উঠান এবং দিনের বেলা বিশ্রামের জন্য একটী মাত্র ঘর আছে; দেওয়ানী জেলের বন্দীগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই, গৃহে বায়ু প্রবেশের জন্য প্রাচীরের মধ্য দিয়া একটী গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গর্ত্তের মধ্য দিয়া কখনও কখনও পবন ও সূর্য্যদেবের কৃপা সামান্য পরিমাণে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। সমস্ত জেলটী জীর্ণাবস্থায় পরিণত, কতকাল যেন চুণকাম করা হয় নাই। বন্দিগণের শয়নগৃহের বিপরীত দিকে গোময় ইত্যাদি নানারূপ ময়লা স্তূপাকারে সঞ্চিত রহিয়াছে। হাউয়ার্ড যে বৎসর এই কারাগার পরিদর্শন করেন, তাহার পূর্ব্ব বৎসর একপ্রকার সংক্রামক জ্বরে অনেক বন্দী এই কারাগারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

সলস্‌বরির জেলেও দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় জেলের বন্দিগণের জন্য একটী উঠান, এবং দিনের বেলা বিশ্রামের

জন্য একটী মাত্র ঘর দৃষ্ট হইল। জেলের ফটকের ঠিক্ বহির্দ্দেশে প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন একটী লোহার কড়ার মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড এক লৌহ শৃঙ্খল প্রবিষ্ট হইয়া দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হতভাগ্য বন্দী উক্ত শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া টাকার গেঁজে, মৎস্য ধরিবার জাল, জুতা বাঁধিবার ফিতা ইত্যাদি অনেক জেল-জাত পণ্য দ্রব্য পথিকের নিকট বিক্রয় করিতেছে।

ঈশ্বর-পরায়ণ জন্ বনিয়ান্ বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত বেড্‌ফোর্ড জেলে অবরুদ্ধ হইয়া অনেককাল যেরূপ অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন এবং বেড্‌ফোর্ডের জেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই বিবেক পরায়ণ সাধুকে যে প্রকারে পথিকগণের নিকটে জেলের পণ্যদ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে হইত; সলস্‌বারীর জেলে ঋণদায়ে যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। এই জেলে আর একটী অমানুষিক রীতি প্রচলিত দেখিয়া হাউয়ার্ডের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। খ্রীষ্টের জন্ম দিন উপলক্ষে জেলের বন্দীদিগকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া নগরের ভিতরে ভিক্ষা করিতে প্রেরণ করা হইত। কাহারও হাতে টাকার বাক্স, কাহারও হাতে খাদ্য দ্রব্য রাখিবার চুপড়ি দিয়া হতভাগ্যগণকে শৃঙ্খলবদ্ধ মালের গাধা সাজাইয়া পর্ব্বের দিন বাহির করা হইত।

ইয়র্কের কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। জেলের উঠানটী অতিশয় সংকীর্ণ। জেলের ভিতরে জল না থাকায় জেলের চাকরদিগকে বাহির হইতে জল আনিতে হইত। সুতরাং জেলের ভিতরের আবর্জ্জনা ও ময়লা ইত্যাদি পরি-

ষ্কার করা আর ঘটিয়া উঠিত না, এবং সেই জন্য জেলের বায়ু সর্ব্বদাই দূষিত হইয়া থাকিত। তৎকালে অনেক জেলেই বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিবার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না; জেলের কটকের উপরে আট ইঞ্চি দীর্ঘ, চারি ইঞ্চি প্রশস্ত, একটী গর্ত্তের মধ্য দিয়াই বায়ু ও আলোক সচরাচর জেলের ভিতরে প্রবেশের পথ পাইত। কোনও কোনও জেলে এক ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট পাঁচ ছয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রদ্বারাই গবাক্ষের কাজ চলিয়া যাইত। সাড়ে সাত ফুট দীর্ঘ, এবং সাড়ে আট ফুট উচ্চ গৃহে একশত চৌদ্দ ঘনফুট বায়ু থাকিতে পারে, এবং একজন লোক এইরূপ ঘরে থাকিয়া সচরাচর ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবন-ধারণোপযোগী বায়ু পাইতে পারে; কিন্তু এইরূপ সংকীর্ণ গৃহে হতভাগ্য বন্দিগণের তিন চারি জনকে শীতকালের রাত্রিতে চৌদ্দ পনর ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুলুপ বন্ধ করিয়া রাখা হইত, এবং আর্দ্র গৃহতলে সামান্য খড় বিছাইয়া অভাগাদিগকে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইয়র্কের জেলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য একটীমাত্র শুশ্রূষালয় থাকায় বড়ই অসুবিধা ঘটিত। কেন না, যখন কোনও পুরুষ রোগাক্রান্ত হইয়া শুশ্রূষালয় অধিকার করিয়া থাকিত, তখন কোনও রমণী পীড়িতা হইলে তাহার আর তথায় যাইবার সুবিধা থাকিত না। আবার রমণী পীড়িতা হইয়া যদি অগ্রে শুশ্রূষালয় অধিকার করিত, তবে পুরুষকেও সেইরূপ ক্লেশ পাইতে হইত। হাউয়ার্ড যখন এই জেলটী পরিদর্শন করিতে যান, তখন তাঁহার সমক্ষেই এইরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তৎকালে ব্রিটনের জেল সমূহে একরূপ কারা-রোগের প্রাদুর্ভাব

ছিল। অকস্মাৎ একজন পুরুষ এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। শুশ্রূষালয়টী পূর্ব্ব হইতেই এক হতভাগিনী রমণী অধিকার করিয়া রহিয়াছিল, কাজেই হতভাগ্য পীড়িত বন্দীকে নিজের দুর্গন্ধযুক্ত ঘরে থাকিতে হইল। এই সকল কারণেই ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি দেশের জেল সমূহে মৃত্যুর সংখ্যা ভয়ানক অধিক ছিল।

এই ত গেল ইয়র্কের জেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; এখন এলির কারাগারের দুর্দ্দশার কথা কিছু বর্ণন করা যাউক। এলির কারাগারের বাড়ীটি দেখিবামাত্রই উক্ত কারাবাসি-গণের দুর্দ্দশার প্রথম চিত্র দর্শকের সম্মুখে উজ্জলরূপে প্রকাশিত হইত। হাউয়ার্ড দেখিলেন, বাড়ীটি এতদূর জীর্ণাবস্থায় পতিত হইয়াছে যে, কখন্ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয় তাহার ঠিক্ নাই। বন্দিগণের জীবন নিরন্তর সংশয়ের দোলায় দুলিতেছে, অভাগাগণ কখনও নিরাশার গভীর তিমিরে নিমগ্ন হইয়া আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছে; আবার কখনও বা আশার মোহিনী উষালোকে বিভাসিত হইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেছে। এত গেল বাহিরের কথা; পাঠক, এখন একবার হতভাগ্য কয়েদীদিগের প্রকৃত দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করুন,—একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, মানুষ মানুষের প্রতি কতদূর অত্যাচার, কতদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে পারে! পাষণ্ড রক্ষকগণ বন্দীদিগের পৃষ্ঠে লৌহ শৃঙ্খল বাঁধিয়া অভাগাগণকে অনাবৃত গৃহতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। প্রেকপূর্ণ লৌহগলাবন্ধ গলায় পরাইয়া এবং ভারি ভারি লৌহখণ্ড পায়ের উপরে চাপাইয়া দুর্ভাগ্য কয়েদীদিগকে

জীবদ্দশায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা হইত। কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অমানুষিক ব্যবহার!

শুধু কি এইরূপ শারীরিক নির্যাতনেই অভাগাদের যন্ত্রণা পর্য্যবসিত হইত? হায়! মানুষের প্রতি মানুষ যে এতদূর অত্যাচার করিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! রক্ষকগণ বেতন পাইত না, সুতরাং বন্দীদিগকে সর্ব্ব-প্রযত্নে নিষ্পেষণ করিয়া পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিত। অমানুষিকতার দ্বারা মানুষ যতদূর নীত হইতে পারে, পাষণ্ড কারারক্ষকগণ ততদূর অগ্রসর হইতে ত্রুটি করে নাই। কঙ্কাল-সার দেহবিশিষ্ট বন্দীদিগের রক্ত শোষণ করিয়া পিশাচ রক্ষক-গণ উদর পূরণ করিত। তৎকালে প্রায় অনেক জেলে, বিশেষতঃ এলির জেলে রোগীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের বন্দোবস্ত ছিল না, সন্তপ্তহৃদয় হতভাগ্য কারাবাসীর হৃদয়ের শান্তির জন্য কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন না। কি অপরাধী, কি ঋণ-দায়ে আবদ্ধ বন্দী, কাহারও অন্নবস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংস্থান ছিল না। জলহীন বায়ুহীন সংকীর্ণ ঘরে অপরাধিগণ আবদ্ধ থাকিত। ঋণদায়ে যাহারা অবরুদ্ধ হইত, তাহাদের দশা তদপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়; তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাগার ছিল না, এমন কি শয়ন করিবার জন্য দুটী খড়ের বন্দোবস্তও ছিল না। যেখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে, বিনা খড়ে আর্দ্র মেজে-তেই অভাগাগণকে অনেক সময়ে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটা-ইতে হইত। হাউয়ার্ড স্বচক্ষে এই সকল দেখিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রিটনের কারাগার সকল নৃশংস-তার আকর, পাপের প্রতিমূর্ত্তি; বন্দিগণ কারাগারে প্রবেশ

করিবার সময়ে যত পাপ লইয়া প্রবেশ করে, কারামুক্ত হইয়া আসিবার সময়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া আইসে এবং সমাজ মধ্যে সেই পাপব্যাধি সংক্রামিত করিয়া সমাজের নির্ম্মল বায়ু কলুষিত করিয়া ফেলে।

হাউয়ার্ড দেখিলেন, কারাগার সকল সংশোধনাগার না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িতেছে, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এই সকল কারাগার হইতে সমাজের যে পরিমাণে ইষ্ট হইতেছে, তাহার শত গুণ অনিষ্ট হইতেছে।

হাউয়ার্ডের আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। তিনি কারাসংস্কাররূপ মহাব্রত সাধন করিবার জন্য কারাগার হইতে কারাগারান্তর ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ প্রেমের সুসমাচার অচিরকালমধ্যে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কতিপয় সভ্যের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। কারাগারের শোচনীয় অবস্থা নিবন্ধন যে স্বদেশের শাসনপ্রণালী কলঙ্কিত হইতেছে, এবং জন্মভূমির কীর্ত্তিকলাপ লোপ পাইতেছে, অনেকের মনেই এইরূপ উজ্জ্বল বিশ্বাস জন্মিল। কারাগারের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য ত্বরায় একটী কমিটি নিযুক্ত হইল। উক্ত কমিটি হাউয়ার্ডের নিকটে কারাগার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার জীবন্ত উৎসাহপ্রভাবে পার্লেমেণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ উদ্দীপিত হইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার নিজের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

## কারা সংস্কার আরম্ভ।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হাউয়ার্ড পুনরায় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লণ্ডন হইতে তিনি উত্তর দিকে কারলাইল পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলেন। যেখানে গেলেন, সেখানেই কারাবাসীদিগের শোচনীয় অবস্থা এবং অত্যাচার সমভাবে বিরাজমান দেখিতে পাইলেন। তিনি কারাগারের যে সমুদায় নৃশংসতার কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। একস্থানের কারাগারের বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিয়াছেন,—"যখন আদেশক্রমে সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল, তখন কলিকাতাস্থ অন্ধকূপের বিষয় যাহা পড়িয়াছি, তাহাই আমার মনে হইতে লাগিল।"

তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন সময়ে আরো পাঁচটী কারাগার দর্শন করিলেন। লণ্ডনে আসিয়াও তাঁহার বিশ্রাম নাই। যিনি মনুষ্যের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য আত্ম-সমর্পণ করেন, তাঁহার কি নিজের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় থাকে? তিনি গৃহে আসিয়াও স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। লণ্ডনের একস্থানের কারাগার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "বন্দিগণ নানারূপ খেলায় রত থাকিত এবং বাজার হইতে কশাই এবং অন্যান্য লোক আসিয়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা কি ২টা পর্য্যন্ত বন্দিগণ মদ্যপানে মত্ত থাকিত,—" ইত্যাদি। এই সকল বর্ণনায় জানা যায় যে, তখন কার্য্যাধ্যক্ষেরাই কারাস্থিত

মদের দোকান এবং অন্যান্য জঘন্য আমোদ প্রমোদের কর্ত্তা ছিল, এবং তাহা হইতে যে লাভ হইত, তাহা তাহারাই গ্রহণ করিত। এইরূপ নানা স্থানের বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তখন কারাগারে গিয়া অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদের জঘন্যতা আরো বৃদ্ধি পাইত।

ইহার পর তিনি ওয়েল্‌সের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের প্রায় সমুদায় কারাগার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও অকাতর পরিশ্রমের প্রশংসা করিয়া একমুখে শেষ করা যায় না। পাঠক! একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, এক শতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা ছিল। তখন দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান ছিল না, রাস্তাঘাটও এত সুগম ছিল না। সেই পার্ব্বতীয় দেশে এইরূপ অবস্থায় পদব্রজে ভ্রমণ করা সহজ কথা নহে। ইহার পর তাঁহাকে কত সময় অনাহারে ও অনিদ্রায় যাপন করিতে হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হাউয়ার্ডের শারীরিক স্বাস্থ্য এত কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত না হইলেও তিনি অকাতরে এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, এবং এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করেন, ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। "ধার্ম্মিকেরা যেমন ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেইরূপ ধর্ম্মও ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।"

এই অমূল্য উপদেশ হাউয়ার্ডের জীবনে জীবন্তভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৭৭৪ সালের শরৎকালে হাউয়ার্ড পুনর্ব্বার কারানুসন্ধান-কার্য্যে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইলেন। এবার অনেকগুলি জেল পরিদর্শন করিয়া অবশেষে প্লিমথের জেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্লিমথের জেলের বিষয়ে তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অপরাধীদিগের জন্য বার হাত দীর্ঘ, ছয় হাত প্রশস্ত এবং প্রায় চারি হাত উচ্চ একটী ঘর ছিল। বায়ু ও আলোক প্রবেশের নিমিত্ত ফটকের উপরে দেড় হাত দীর্ঘ আধ হাত প্রশস্ত একটী গবাক্ষ ছিল। এই গৃহে তিনটী দ্বীপান্তরিত কয়েদী তিন মাস পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। হাউয়ার্ডের পরিদর্শনকালে এই হতভাগ্যত্রয়ের একজন প্রাণের ক্লেশে হাউয়ার্ডকে বলিল যে, এইরূপ নরক সদৃশ স্থানে চিরদিন আবদ্ধ থাকিয়া দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা প্রাণদণ্ডও তাহার পক্ষে সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। জল নাই, নর্দ্দমা নাই, শয়নের খড় নাই, বেড়াইবার জন্য একটু জমি নাই, হতভাগ্যগণ কারাগারের অভ্যন্তরে পচিয়া গলিয়া মরিতেছে—কি ভয়ানক অত্যাচার!

এ যাত্রায় প্রায় দুই মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া হাউয়ার্ড বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অবকাশের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। দুই মাসের মধ্যে তিনি প্রায় পঞ্চাশটী কারাগার পরিদর্শন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং এই পঞ্চাশটী কারাগার পরিদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে পনেরটী দেশ

পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। দুই মাস পরে তিনি কারডিংটনে ফিরিয়া আসিয়া স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। উৎসাহই যাঁহাদের প্রাণ, প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছাই যাঁহাদের জীবনের নিয়ামক, তাঁহাদিগকে কি অধিক দিন শারীরিক দুর্ব্বলতার অধীন থাকিয়া দিন কাটাইতে হয়? প্রাণরূপী ভগবান যাহাকে বলবিধান করেন, তাহাকে জরা মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না, রোগশোকের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয় না, নিরুৎসাহের জড়তায় জীবন্মৃত থাকিতে হয় না। ১৭৭৪ সাল শেষ হইতে না হইতেই হাউয়ার্ড নবোৎসাহে সবল হইয়া উঠিলেন এবং ইয়র্ক, ল্যাঙ্কেষ্টার, ওয়ারউইক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জীবনব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

১৭৭৫ সালের প্রারম্ভে তিনি স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড দেশের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। এই দুটী দেশ পরিদর্শন করিয়া তিনি তাঁহার পরিদর্শনের ফল লিখিয়া গিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন হস্তলিপি পাওয়া যায় নাই। গ্লাস্‌গো নগরের লোকেরা হাউয়ার্ডের অভূত-পূর্ব্ব লোকহিতৈষণার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নগরবাসিগণ তাঁহাকে "নগরের স্বাধীনতা উপহার" রূপ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।*

---

* ইহা একটী বিশেষ সম্মানের চিহ্ন। এ স্থলে "নগরের স্বাধীনতা" শব্দের অর্থ কতকগুলি বিশেষ অধিকার। যাঁহাকে কোন নগরবাসি কর্ত্তৃক এই সম্মান প্রদত্ত হয় তিনি ঐ নগর সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করেন।

এই সময়েই হাউয়ার্ড ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান কারাগার সমূহের অবস্থা নিরূপণ করিয়াছিলেন। কারাগারের ভীষণ অত্যাচারের বিষয়ই যে তিনি কেবল অবগত হইয়াছিলেন এমত নহে; সুশিক্ষা ও সুশৃঙ্খলার অভাবে কারাগারগুলি যে প্রকৃত সংশোধনাগার না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িয়াছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিয়াছিল।

কারাগার সমূহের ভীষণ অত্যাচার দেখিয়া অনেকদিন হইতেই হাউয়ার্ড চিন্তা করিতেছিলেন, কারাগারের এই সকল দুরবস্থার কথা শাসনকর্ত্তাদের কাণে তুলিবেন কি না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জেলের অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনিলে জেলের দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে, হতভাগ্য বন্দিগণের কল্যাণ হইবে। তিনি জেলের দুর্দ্দশা যতই দেখিতে লাগিলেন, বন্দিগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ যতই শুনিতে লাগিলেন, ততই এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যগ্র হইলেন।

তিনি তাঁহার জেল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সাধারণের নিকট পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার জীবন্ত জন-হিতৈষণা তাঁহাকে এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিল; তিনি জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত এই নূতন ব্রত সাধনে নিযুক্ত হইলেন। উৎসাহী লোকেরা সাধারণতঃ যেরূপ অপরিণামদর্শী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, অসাধারণ উৎসাহশীল হইয়াও হাউয়ার্ড সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বিশেষ বিচার না করিয়া কোন কার্য্যে হাত

দিতেন না এবং অসহিষ্ণু হইয়া কোন কার্য্য সমাধা করিতেন না। তিনি প্রতি পদে চিন্তা করিতেন এবং বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিধাতার ইচ্ছা বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি এইরূপ চিন্তাশীল ও বিবেক-পরায়ণ লোক বলিয়াই এ পর্য্যন্ত তিনি যতগুলি জেল পরিদর্শন করিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, একমাত্র তাহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। এসম্বন্ধে যতদূর জানা যাইতে পারে, যত ঘটনা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া তিনি এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এইরূপ স্থির করিলেন। তদনুসারে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তিনি ইউরোপের নানা প্রদেশীয় জেল সমূহ পরিদর্শনোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ফরাসীদেশের রাজধানী পারিস নগরে পৌঁছিয়া বাষ্টাইল কারাগার পরিদর্শন করিতে গেলেন। তিনি জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন না বটে, কিন্তু বাহির হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথায় যেরূপ ভীষণ অত্যাচার বিদ্যমান দেখিলেন, এ পর্য্যন্ত ইউরোপের অন্য কোনও কারাগারেই সেরূপ দেখিতে পান নাই। যাহা হউক তিনি পারিসের অপরাপর জেলে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন এবং তিন চারিটী জেল পরিদর্শন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার প্রত্যেকটীরই অবস্থা গ্রেটব্রিটেনের জেল অপেক্ষা অনেক ভাল ইহা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে একটুকু আশার সঞ্চার হইল। এই সকল জেলের শাসন প্রণালী একটু কঠোর হইলেও যেরূপ শৃঙ্খলা ও সুনীতির সহিত ইহাদের কার্য্য

সম্পাদিত হইতেছিল তাহাতে হাউয়ার্ড ফরাসী দেশবাসী নরনারীগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বাস্তবিক বন্দিগণের স্বাস্থ্য ও নীতি রক্ষার প্রতি হাউয়ার্ড ফরাসীদিগের যেরূপ মনোযোগ ও যত্ন দেখিলেন, ব্রিটেনের কোনও জেলেই সেরূপ দেখিতে পান নাই। পারিসনগরস্থ কয়েকটী জেলের বিষয়ে তিনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, "এখানকার জেলের সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; রোগের প্রাদুর্ভাব নাই; একটী কয়েদীর পায়েও শৃঙ্খল নাই; ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জেলের কয়েদীগণ অপেক্ষাও এস্থানের কয়েদীগণ অধিক পরিমাণে আহার্য্য পাইয়া থাকে।" পারিসনগর পরিদর্শন করিবার পর হাউয়ার্ড ব্রুসেল, ঘেণ্ট, রটারডম্ প্রভৃতি নগরের জেলগুলি পরিদর্শন করিয়া আমষ্টারডম্ চলিলেন। এই সকল নগরের জেলের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া হাউয়ার্ড বড়ই সুখী হইলেন; বিশেষতঃ আমষ্টারডম্নগরে ঋণদায়ে অতি অল্প লোকই বন্দিভাবে রহিয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আমাষ্টারডম্ নগরের লোক-সংখ্যা পঁচিশ সহস্র। হাউয়ার্ডের পরিদর্শনকালে এই নগরস্থ জেলে ঋণদায়ে আঠার জন মাত্র বন্দিদশায় ছিল। অন্যান্য জেলে অপরাধীর সংখ্যা অপেক্ষা ঋণদায়গ্রস্ত বন্দীর সংখ্যা বড় কম নয়; কিন্তু এই নগরে এত অল্প সংখ্যক লোক ঋণদায়ে কারারুদ্ধ ছিল যে, হাউয়ার্ড কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার কারণ অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনুসন্ধানদ্বারা ইহার তিনটী গুরুতর কারণ প্রাপ্ত হইলেন।

প্রথমতঃ—ঋণআদায় করিতে অসমর্থ হইয়া মহাজন যদি ঋণীকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে জেলে রাখিতে চাহিতেন তবে তাঁহাকে ঋণীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত।

দ্বিতীয়তঃ—ঋণদায়ে কারাগারে প্রেরিত হওয়া লোকে বড়ই অপমান বলিয়া মনে করিত।

তৃতীয়তঃ—আমষ্টারডম্ নগরবাসী প্রায় সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ভবিষ্যতে বড় হইয়া খাওয়া পরার সংস্থান করিতে পারে এরূপ কোন কার্য্য শিক্ষা করিত।

এইরূপ সুশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল বলিয়াই নগরবাসিগণের আত্মমর্য্যাদার প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল এবং আত্মমর্য্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি ছিল বলিয়াই ঋণদায়ে অতি অল্প লোকই কারারুদ্ধ হইত।

"স্পাইনিঙ্গ হাউস" নামক আমষ্টারডম্ নগরস্থ আর একটী জেলের বিষয় হাউয়ার্ড যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং কারাগারকে আর কঠোর শাসনাগার বলিয়া মনে হয় না। এই কারাগার নারীজাতির জন্য। বন্দিনীগণ জেলের রক্ষককে "পিতা" এবং রক্ষক পত্নীকে "মাতা" বলিয়া ডাকিত। তাহারা প্রতিদিন প্রাতে ৬টা হইতে ১২টা, এবং অপরাহ্নে ১টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত "মাতার" চতুর্দ্দিকে শান্তভাবে বসিয়া বিবিধ প্রকার কর্ম্ম করিত। হাউয়ার্ড যখন এই জেলে প্রবেশ করেন তখন বন্দিনীগণ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া মধ্যাহ্নভোজন করিতে যাইতেছিল। সকল রমণীই পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন হইয়া একটী সুসজ্জিত ভোজনগৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে বসিবার অনেকগুলি আসন এবং বসিয়া ভোজন করিবার জন্য দুইটী টেবিল ছিল। সকলে আসন গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই রক্ষকমহাশয় ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে দণ্ডায়মান হইতে অনুমতি করিলেন। সকলে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইল। গৃহটী গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইল। কয়েদীগণের মধ্যেই একজন অতি শান্ত ও মৃদুভাবে পাঁচ ছয় মিনিটকাল বাইবেল গ্রন্থ হইতে একটী প্রার্থনা পাঠ করিল। তদনন্তর সকলে প্রফুল্লভাবে উপবেশন করিল এবং আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া আহার করিতে লাগিল। এক একটী পাত্রে চারিজনের প্রচুর আহার সামগ্রী ছিল। হাউয়ার্ড দেখিলেন, চারিজনে একটা পাত্রের সামগ্রী খাইয়া শেষ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য মাখন ও রুটী লইয়া উপস্থিত হইল এবং সমানভাবে সকলকে এক এক টুকরা রুটী ও তদুপযুক্ত মাখন পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল।

কয়েদীগণের “জননী” রক্ষকপত্নী বাইবেল সম্মুখে করিয়া একখানি চৌকিতে বসিয়া তাঁহার সুখী পরিবারের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

নরকে স্বর্গের ছবির ন্যায় জেলে এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া হাউয়ার্ডের হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, প্রেমের সহিত এইরূপ শাসন করিয়া পতিত নরনারীগণের চরিত্র সংশোধন করাই কারাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বাস্তবিক এইভাবে অপরাধিগণের সংশোধন হইলে আর পাপ ও অপরাধের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

আমষ্টারডম্ হইতে হাউয়ার্ড জর্ম্মনিদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং তথাকার অনেকগুলি জেল পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিলেন। জর্ম্মনিদেশের জেলে কয়েদীগণের পরিশ্রমের সময় সকালে দুই ঘণ্টা এবং বিকালে দুই ঘণ্টা। জর্ম্মনিদেশে একটী জেলের ফটকের উপরে একখানি গাড়ী খোদিত রহিয়াছে। দুটী হরিণ, দুটী সিংহ এবং দুটী বনবরাহ সে গাড়ীখানিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; এই ছবিটীর ভাব প্রকাশ করিয়া ইহার পার্শ্বে একখানি প্রস্তরে উজ্জ্বলাক্ষরে একটী বিবরণ লিখিত রহিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, বন্য-জন্তুকেই যখন পোষ মানান যায়, তখন বিপথগামী নরনারী-গণকে সুপথে ফিরাইয়া আনা কিছুই অসম্ভব নহে, এবং এইরূপ কার্য্যে নৈরাশ্যের কোনও কারণই বিদ্যমান নাই। হাউয়ার্ড দেখিলেন, ইউরোপের প্রায় সকল জেলেই বন্দিগণকে কোনও না কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয়;—গ্রেট ব্রিটেনের জেলের হতভাগ্য কারাবাসিগণের ন্যায় অনাহারে শুইয়া বসিয়া শরীর মনের অসহনীয় ক্লেশে দিন যাপন করিতে হয় না। ফরাসী, জর্ম্মনি প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের কারাগারের অবস্থা গ্রেট ব্রিটেনের কারাগার অপেক্ষা সহস্রগুণে উন্নত। কঠিন পরিশ্রম সংশোধনের একটী প্রধান উপায়, এ সত্যটী অন্যান্য দেশের লোকেরা তখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কয়েদীগণ দিনের বেলা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে কর্ম্ম করিতে বাহির হইত, মাটি কাটিয়া পথ বাঁধিত, পথ পরিষ্কার করিত, পাথর কাটিত, এবং আরও কত প্রকার মজুরের কর্ম্ম করিয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিত। নানারূপ অপরাধ করিয়া

বন্দিগণ একদিকে যেমন সমাজের অনিষ্ট করিত, অপরদিকে তেমনি কঠিন পরিশ্রমদ্বারা সেই অনিষ্ট ও উপদ্রবের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিত। কয়েদীগণের দ্বারা কর্ম্ম করাইবার প্রথা প্রচলিত হওয়াতে কয়েদীগণ ও দেশের রাজা উভয়েরই সমান উপকার হইতে লাগিল। কয়েদীগণকে খাটাইবার ফল এই হইল যে, দেশের যে শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর অপরাধ করিয়া কারাগার পূর্ণ করিত, সেই শ্রেণীর লোকেরা বন্দিদশায় থাকিয়া নানা কাজ অভ্যাস করিবার অবকাশ ও সুযোগ পাইতে লাগিল, সুতরাং কারামুক্ত হইয়া খাওয়া পরার সংস্থান করিতে আর তাহাদিগকে অসদুপায় অবলম্বন করিতে হইত না। জেলের তত্ত্বাবধায়কগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, শারীরিক পরিশ্রমের সুফল ফলিতেছে, অপরাধিগণের চরিত্রগত দোষ সংশোধিত হইতেছে। যাহাতে ইংলণ্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের কারাগার গুলিতে কয়েদীগণকে খাটাইবার প্রথা প্রচলিত হয়, যাহাতে তত্রত্য কারাগারের নিয়মপ্রণালী উচ্চ নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য হাউয়ার্ডকে বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইল, এবং তাঁহারই পরিশ্রমের গুণে অচির কালমধ্যে শাসনাগার সংশোধনাগাররূপে পরিণত হইল।

পৃথিবীর অনেক বড় লোকই আপনাদের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। হাউয়ার্ড সে শ্রেণীর বড় লোক ছিলেন না। যে সকল কাজে পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ হয়, নরনারীর দুঃখ দুর্গতি মোচন হয়, সংসারের হাহাকার ঘুচিয়া যায়, আড়ম্বরহীন ভাবে সেইরূপ কার্য্য সাধন করিতে করিতেই তিনি ইহ-

লোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন! ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি কারাগার হইতে কারাগারান্তরে গমন করেন নাই, কারাগারের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া ও হতভাগ্য কারাবাসিগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়াই তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যের অবসান করেন নাই।

তিনি কাজের লোক ছিলেন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, কর্ত্তব্যসাধন করিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পরিতেন না। জেলের দুর্দ্দশা দেখিয়া, কারাবাসিগণের রোদন শুনিয়া তিনি প্রাণপণে তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য খাটিয়া জীবনের অবসান করিলেন।

ধন্য জন হাউয়ার্ড! তুমি কারাসংস্কারের যে মহৎ ব্রত সাধনে স্বীয় জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলে, দুঃখী নরনারীগণের কল্যাণের জন্য খাটিয়া শরীর ক্ষয় করিয়াছিলে, আজ তোমার সেই পরিশ্রমের ফল, সাধুতার ফল, আত্মোৎসর্গের ফল, শুধু ইউরোপের লোক কেন, সমস্ত পৃথিবীর লোক ভোগ করিতেছে, এবং হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার উপহার তোমার স্মরণার্থ অর্পণ করিয়া ধন্য হইতেছে! আজ তুমি পৃথিবীতে নাই, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা দেখিয়া অবাক্ হইতেছে যে, তোমার মত এবং প্রণালী অনুসারে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কারাগারই গঠিত হইয়াছে, এবং কারাগারে যে উদারনীতি প্রবর্ত্তনের জন্য তোমার এত অর্থ সামর্থ্য নিয়োজিত হইয়াছিল, প্রায় সকল দেশের অর্থনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণই সেই নীতি অবাধে কারাগারে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। কারাবাসিগণকে নানা প্রকার পাপের দাসত্ব ও দুর্ব্বলতার কঠিন

নিগড় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিয়াছিলে, আজ আমরা দেখিয়া ধন্য হইতেছি যে, তাহারই ফলে কারাগারে ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছে, তাপিত হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্য ধর্ম্মপুস্তকের সুস্নিগ্ধ বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে। তোমারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পরদুঃখকাতর কত শত নরনারী অযাচিত ভাবে কারাগার হইতে কারাগারান্তরে যাইয়া কারাবাসিগণকে রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সদুপদেশ ও নিরাশায় আশা প্রদানদ্বারা ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। ধন্য মহাত্মা জন হাউয়ার্ড! তুমিই প্রকৃত বিশ্বজনীন প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিলে; ধন্য ইংলণ্ড, তুমি এমন মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছ!

বিদেশীয় জেল পরিদর্শন করিয়া হাউয়ার্ডের মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে, ইংলণ্ডের লোক অপেক্ষা ইউরোপের অন্যান্য দেশীয় লোকেরা জেলের শাসন প্রণালী অনেক ভাল বুঝেন এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই তিনি এবার স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আর একবার ইংলণ্ডের কারাগার সমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিল এবং তদনুসারে তিনি কতিপয় কারাগারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন। এইবার তিনি ভাল করিয়া বিদেশীয় কারাগারের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। ইংলণ্ড দেশের কারাগারগুলি পরিদর্শন করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি স্থির করিলেন, আর এক-

বার ইউরোপের কতিপয় কারাগার পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইবেন, এবং এক একটী কারাগার দুই তিনবার পরিদর্শন করিয়া কারাগার সম্বন্ধে যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে ততদূর করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন,—এই মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া তিনি আর একবার বিদেশ যাত্রা করিলেন।

কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা! এইরূপ বিবেকপরায়ণতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা না থাকিলে কি আর তাঁহার দ্বারা এরূপ অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইত?

এ যাত্রায় তিন বৎসরকাল রোগে শোকে, সুখে দুঃখে, অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় অবিশ্রান্ত খাটিয়া তিনি বিশেষরূপে কারাগারের অবস্থা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে প্রায় ১৩,৪১৮ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

"সাধু ইচ্ছা যার পরমেশ্বর স্বয়ং তার সহায়" এই সার সত্যে বুক বাঁধিয়া তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়াছেন। যে সকল স্থান রোগের আকর,—সংক্রামক রোগের উৎপত্তিস্থল,—যেখানে রোগের উৎপাতে জেলের রক্ষকগণও সর্ব্বদা অস্থির, হাউয়ার্ড নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, সংক্রামক রোগাক্রান্ত নরনারীর গাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, অথচ নীরোগ দেহ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংক্রামক রোগ তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই,—তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদাই বাহিরের সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল।

ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের জেল সকল পরি-দর্শন করিয়া হাউয়ার্ড যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই সংক্ষিপ্ত লিপিগুলি এতদিন নানা স্থানে বিশৃঙ্খল ভাবে ছিল। এবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই সকল মূল্যবান্ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিবরণগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার প্রাইসকে দেখিতে দিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রাইস দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে "কারাগারের অবস্থা" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ সুসভ্য ইংলণ্ডের সাহিত্য সমাজে প্রকাশিত হইল। মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে হাউয়ার্ডের বন্ধু রেভারেণ্ড ডেন্‌শ্যাম এবং ডাক্তার একিন হাউয়ার্ডকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থ বাহির হইবামাত্র দেশের সর্ব্বত্র ভয়ানক আন্দোলন উত্থিত হইল। যে জগতের বিষয়ে এতদিন সাধারণ লোকেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, যে জগৎ এতদিন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সেই জগৎ এখন আবিষ্কৃত হইল। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থের সুখ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইল। গ্রন্থের ভাষা ওজস্বিনী, বিবরণগুলি করুণরসোদ্দীপক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ, অথচ গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বোধ হয় ঘটনাগুলি সত্য—গ্রন্থের প্রত্যেক পংক্তি যেন উজ্জ্বল সত্যালোকে রঞ্জিত—বর্ণনার নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও অতিশয়োক্তির লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থখানি ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইল, কিছুদিন ধরিয়া হাটে

বাজারে গ্রন্থের সমালোচনা হইতে লাগিল। হাউয়ার্ডের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইল, গ্রন্থখানি ইংলণ্ডবাসি নরনারীগণের সামাজিক জীবনের উপরে এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া ইংলণ্ডের জনসমাজে এক নবযুগের সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ডের ন্যায় সুসভ্য দেশেও যদি মহাত্মা হাউয়ার্ডের রচিত কারাবিবরণের আদর না হইত, তবে আর কোথাও হইত কি না গভীর সন্দেহের বিষয়।

এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনসময়ে হাউয়ার্ডকে কিছুকাল ওয়ারিং-টনে বাস করিতে হইয়াছিল। শীত ঋতুর মধ্যভাগে গ্রন্থখানি যন্ত্রস্থ হয়। গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য হাউয়ার্ডকে কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। রাত্রি দুইটার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইতেন। তদনন্তর প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ করিয়া লিখিতে বসিতেন। প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত লিখিয়া কিছু আহার করিতেন। আহারের পরে পোষাক পরিয়া দিনের অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। প্রাতে আটটার সময়ে তাঁহার প্রেসে যাওয়ার নিয়ম ছিল। ঠিক্ আটটার সময়ে নিয়মিতরূপে প্রেসে যাইয়া মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের তত্ত্বাবধান করি-তেন। একটার সময়ে যন্ত্রের কম্পোজিটর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আহারাদি করিতে যাইত, হাউয়ার্ডও তখন বাসায় চলিয়া আসিতেন। বাসায় আসিয়া কিছু রুটি এবং শুষ্ক ফল জামার পকেটে লইয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। এই সময়ে প্রত্যহই তাঁহার একটু বেড়াইবার নিয়ম ছিল। চলিতে

চলিতে সন্ন্যাসীর ন্যায় ফল রুটি খাইতেন এবং পথের পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরবাসী দরিদ্র লোকদিগের নিকট হইতে এক গ্লাস শীতল জল চাহিয়া খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। এই ভাবেই তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাহিত হইত। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া কখনও কখনও তিনি কোন বন্ধুর বাড়ী যাইতেন এবং মনোহর কথাবার্ত্তায় দুই এক ঘণ্টাকাল শান্তিতে কাটাইয়া শ্রান্তি দূর করত প্রেসে ফিরিয়া আসিতেন। ইতিমধ্যে প্রেসের লোকেরাও আহারাদি করিয়া প্রেসে আসিত। বন্ধু বান্ধবের সহিত দিনের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা কাল আমোদ আহ্লাদ করা হাউয়ার্ডের একটী বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তিনি এইরূপ কাজে যে কেবল সুখ পাইতেন এমত নহে, ইহাকে অতি পবিত্র কাজ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সৌজন্য ও সুমিষ্ট সামাজিক ব্যবহারের গুণে তিনি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখিলে বৈরাগ্যপ্রধান কঠোরপ্রকৃতির লোক বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যিনি তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তিনিই তাঁহার সুমিষ্ট প্রীতিপ্রদ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মধুর চরিত্রের সৌরভে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া প্রেসের লোকেরা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইত ; হাউয়ার্ড তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রেস হইতে বাহির হইতেন এবং তাঁহার বন্ধু ডাক্তার একিন ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত একত্রিত হইয়া মনের সুখে সায়ংকাল

কাটাইতেন। তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া গিয়া চা খাইতেন; তদনন্তর সায়ংকালীন প্রার্থনা সমাধা করিয়া শয়ন করিতেন এবং প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রার সুখ সম্ভোগ করিয়া রাত্রি থাকিতেই গাত্রোত্থান করিতেন। দুর্ব্বল শরীরে, পারিবারিক নানারূপ শোক দুঃখের মধ্যে পতিত হইয়াও কেমন করিয়া হাউয়ার্ড তাঁহার অসাধারণ জীবনব্রত সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাল্যকাল হইতেই পান ভোজন, শয়ন ভ্রমণ, বিশ্রাম ও পরিশ্রম প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তিনি আশ্চর্য্য মিতাচারী হইয়া চলিতেন। অমিতাচার অতি পাপের কার্য্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি অতিরিক্ত ভোজন ও সুরাপান তুল্যাপরাধ বলিয়া মনে করিতেন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধিক রাত্রিতে শয়ন এ উভয়ই অতি দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই রূপ আশ্চর্য্য মিতাচার ও উজ্জ্বল কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল বলিয়াই বোধ হয় অদম্য উৎসাহ, অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত তিনি কারাসংস্কারের ন্যায় দীর্ঘকালব্যাপী মহাব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কি মন্ত্র সাধন করিয়া মহাযোগী জনহাউয়ার্ড সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে ভক্তির সহিত তাঁহার নিজ মুখের কথা শুনিতে হয়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"ইচ্ছা যদি সাধু হয়, প্রাণ যদি সরল হয়, তবে কখনও কোনও কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না। কাজ যতই মহৎ হউক না কেন, যতই কঠিন হউক না কেন, শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া

চলিতে চায়, প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং তাহার সহায় হন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" হাউয়ার্ডের একথাগুলি জীবন্ত হইলেও নূতন নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান এই কথায় সায় দিয়া গিয়াছেন। এই সত্যই মানবের সকল উন্নতির মূল, এই মহাসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মৃতবৎ দুর্ব্বল মানব সিংহের বল পাইতেছে, মূর্খ জ্ঞানী হইতেছে, পথের ফকির অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হাউয়ার্ডকে অকস্মাৎ লণ্ডনে আসিতে হইল। তাঁহার একটীমাত্র ভগ্নী ছিল। ভাই ভগ্নীতে এক প্রাণ। হাউয়ার্ড শুনিলেন, তাঁহার স্নেহের পুত্তলি ভগিনীটী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা রহিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে হাউয়ার্ড লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, তিনি ভগিনীর প্রেম মুখের সেই জ্যোতিঃ আর দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার সেই মধুমাখা সম্ভাষণ শুনিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারিলেন না। ভগ্নীর শোক হাউয়ার্ডের শোকাহত হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিল বটে, কিন্তু তিনি সকল অবস্থাতেই মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতেন, বিশ্বাসনয়নে সকল ঘটনায় তাঁহার মঙ্গল হস্ত বিদ্যমান দেখিয়া আশ্বস্ত হইতেন।

## পার্লিয়ামেণ্টের অনুরোধে পুনরায় ইউরোপের কারাগার পরিদর্শন।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে সবিস্তারে বলা হইয়াছে যে, হাউয়ার্ডের গ্রন্থ অতি অল্পকালের মধ্যেই সাধারণের মনে এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। যে দেশে সাধারণের মত রাজার মতকে নিয়মিত করে, যে দেশে দেশের লোকই দেশশাসনে সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজা বা রাণীর অস্তিত্ব মাত্র সার, সে দেশের শাসনকর্ত্তারা যে হাউয়ার্ডের গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? বলা বাহুল্য যে, অল্পদিনের মধ্যেই পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ ও রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহক সভার মন্ত্রিগণ ইংলণ্ডের কারাসংস্কার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইলেন, হাউয়ার্ডের গ্রন্থে যে সকল বিষ-য়ের উল্লেখ ছিল তাঁহারা সে সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সার উইলিয়ম ব্লাকষ্টোন ও মিষ্টার ইডেন নামক দুই ব্যক্তি ত্বরায় এ সম্বন্ধে একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করিতে হইলে অনেক কাণ্ড কারখানা করিতে হইবে বলিয়া এ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টের সভাদ্বয়ে বিশেষ আলোচনা ও বাক্‌বিতণ্ডা হইবার পূর্ব্বেই এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, যে প্রণালী অনুসারে মহাদেশীয় কারাগারসমূহ সংস্কৃত ও সুরক্ষিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে আরও তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। হাউয়ার্ডের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাহা যথেষ্ট

বলিয়া বিবেচিত হইল না। সুতরাং হাউয়ার্ডকে পুনর্ব্বার মহাদেশীয় কারাগার পরিদর্শনে বহির্গত হইতে হইল। ১৭৭৮ সালের এপ্রেল মাসে তিনি হলণ্ড গমন করিলেন, আমষ্টারডমে পৌঁছিবার দুই এক দিন পরেই একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। হাউয়ার্ড রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে একটা অশ্ব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ভূমিশায়ী করিল। তিনি ভয়ানক আঘাত পাইলেন, কয়েকদিন পর্য্যন্ত তিনি চলৎশক্তিরহিত হইলেন। আঘাতজনিত দেহের দুর্ব্বিষহ যাতনানিবন্ধন শীঘ্রই তাঁহার জ্বর হইল। জ্বর ক্রমশঃই কঠিন আকার ধারণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে তাঁহার জীবনসংশয় হইয়া উঠিল। জগৎ-পতির গূঢ় নিয়ম, গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। তখনও হাউ-য়ার্ডের জীবনের কাজ শেষ হয় নাই, যে মহাব্রতসাধনে হাউয়ার্ড জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তখনও তাহা সম্পন্ন হয় নাই, সুতরাং হাউয়ার্ড অকালে মরিবেন কেন? প্রায় দেড় মাসকাল অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া তিনি আরোগ্যলাভ করি-লেন। একটু সবল হইয়াই তিনি পুনর্ব্বার স্বকার্য্য সাধনে রত হইলেন। হেগ্, রটারডম্, গণ্ডা, প্রভৃতি নানা স্থানের জেল পরিদর্শন করিয়া তিনি কিছুই নিন্দনীয় দেখিলেন না; যেরূপ প্রণালীতে বিদেশীয় জেলগুলি শাসিত হইতেছিল তাহা দেখিয়া বরং শাসনকর্ত্তাদিগের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিয়াই বোধ হইল। হলণ্ড হইতে তিনি জর্ম্মণিতে পৌঁছিলেন। জর্ম্মণিতে পৌঁছিয়া সর্ব্বাগ্রে অস্নাবর্গ ও ব্রান্সউইক নগরস্থ কারাগারগুলি পরিদর্শন করিলেন। এই সকল কারাগারের অবস্থা কোন অংশে ইংলণ্ডের কারাগার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, বরং কোনও

কোনও স্থানের অবস্থা ইংলণ্ডের অবস্থা অপেক্ষাও অতি হীন ও শোচনীয়। পরিদর্শনকালে হাউয়ার্ড একটী জেলে দেখি-লেন, একজন হতভাগ্য বন্দী লোহার শিকল পায়ে পরিয়া সেই শিকলদ্বারাই প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মলিন মুখশ্রী দেখিলেই তাহার অসহ্য যাতনার বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে।

অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরে উপস্থিত হইয়া হাউয়ার্ড বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইলেন। রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ হাউয়ার্ডের সহিত একত্রে আহারাদি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অনেক স্থলেই হাউয়ার্ড মর্য্যাদার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন। তিনি সকলকেই বিনীতভাবে বলিতেন, "আমার কাজ বড় কঠিন,দায়িত্ব বড় গুরুতর, কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া অন্য কার্য্যে এক বিন্দু সময় ক্ষেপণ করাও আমার পক্ষে বিধেয় নহে।" অনেক মিনতি করিয়াও তিনি সার, আর, মারীকিৎ নামক রাজদূতের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। মারীকিৎ কোন আপত্তি শুনিলেন না। হাউয়ার্ড রাজদূতের হাত এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং নিয়মিত সময়ে তাঁহার ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। হাউয়ার্ডের সহিত আরও কয়েকজন নিমন্ত্রিত সম্রান্ত লোক এক টেবিলে আহার করিতে বসিলেন। আহারের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি স্থানীয় জেলের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"এদেশে কয়েদীদিগকে ক্লেশ

দিয়া বিনাশ করিবার অমানুষিক শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই, রাজার দয়া ও সুবিচারের গুণে দেশীয় জেলের অত্যাচার একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। হাউয়ার্ডের আর সহ্য হইল না। তিনি উত্তর করিলেন,—"ক্ষমা করিবেন, আপনাদের রাজা এক অত্যাচার নিবারণ করিতে যাইয়া অপর অত্যাচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে অত্যাচার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহাই বরং অপেক্ষাকৃত সামান্য ও অল্পকালস্থায়ী। হতভাগ্য বন্দিগণকে কলিকাতার 'অন্ধকূপের' ন্যায় নরকগর্ত্তে নিক্ষেপ করা হয়, অভাগাগণ বৎসরাধিককাল দুঃসহ ক্লেশে দিনযাপন করিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা ঘোর অমানুষিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে?"

হাউয়ার্ডের কথা শেষ হইবামাত্র রাজদূত অতিথিকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আর না, চুপ করুন, আপনার কথা রাজার কাণে পৌঁছিবে।"

হাউয়ার্ড ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কি? পৃথিবীর মধ্যে এমন রাজা, এমন সম্রাট কে আছেন যাঁহার ভয়ে আমাকে সত্য গোপন করিতে হইবে? আমি আবার বলিতেছি, আপনি শুনুন এবং রাজা, সম্রাট্ যাহার কাছে আবশ্যক আমার এই কথাগুলি সচ্ছন্দে জ্ঞাপন করুন।" গৃহটী গভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল। একে অন্যের মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন এবং পরস্পর হাউয়ার্ডের অদম্য সৎসাহস ও সত্যানুরাগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অষ্ট্রীয়া হইতে হাউয়ার্ড ইটালী দেশে উপস্থিত হইলেন। ইটালীর কারাগারগুলি খুব ভাল অবস্থায় দেখিবেন বলিয়া

হাউয়ার্ডের মনে আশা ছিল, কিন্তু তিনি ভেনিসনগরস্থ সর্ব্ব-প্রধান কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, জেলের প্রায় তিন চারিশত কয়েদীর মধ্যে অনেকেই গভীর অন্ধকারময় গৃহে যাবজ্জীবন আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু জেলের কয়েকটি অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ডের মন আহ্লাদে পূর্ণ হইল। এতগুলি কয়েদীর মধ্যে হাউয়ার্ড একজনের পায়েও শিকল দেখিতে পাইলেন না। বন্দিগণ প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য ও শয়নের জন্য উত্তম শয্যা পাইয়া থাকে। ঘরগুলি অন্ধকারময় হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—জেলে কোনরূপ সংক্রামক রোগের উৎপাত নাই। অন্যান্য জেলের ন্যায় এ জেলে প্রাণদণ্ডের কোনরূপ নিষ্ঠুর প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। অন্য দেশে যেরূপ কুড়ালি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া শিরশ্ছেদন করা হয়, সেরূপ কোন পৈশাচিক রীতি এ স্থানে নাই। প্রাণদণ্ড প্রায়ই হয় না, কখনও প্রয়োজন হইলে অতি সহজেই কার্য্য সমাধা করিবার উপায় রহিয়াছে। প্রাণদণ্ড বিধান করিবার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে। এই ঘরে এমনি একটী কল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে যে সেই কলের সাহায্যে অক্লেশে শিরশ্ছেদন হইতে পারে।

অল্প দিনের মধ্যে হাউয়ার্ড আরও কতিপয় জেল পরিদর্শন করিয়া ফেলিলেন। এই সকল জেলের প্রত্যেকটীতে প্রায় চারি পাঁচটী ঘর আছে; ধর্ম্মোপদেষ্টার থাকিবার ঘর ও বন্দিগণের শয়নের উত্তম লোহার খাট রহিয়াছে। চিকিৎসালয়গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই সকল চিকিৎসালয়ের নিকটে সংসারত্যাগী তপস্বী ও তপস্বিনীগণের কয়েকটী আশ্রম

আছে। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবা শুশ্রূষারগুণে পীড়িত নরনারী-গণ আশাতিরিক্ত দয়া ও যত্নের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎকালে ইউরোপে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকের প্রতি উদাসীন থাকিতেন; গরীব দুঃখীর কত প্রকারে অধোগতি হইতে পারে, বড় লোকদিগের মনে সে চিন্তা স্থান পাইত না। এই সকল ঘৃণিত, উৎপীড়িত ও পতিত নরনারীগণের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য হাউ-য়ার্ডকে কিনা করিতে হইয়াছে? এ যাত্রায় তিনি দুই সহস্র তিন শত ক্রোশ কি তদধিক পথ পর্য্যটন করিয়া ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পুত্রের সহিত কারডিংটনস্থ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণের সহবাসে ও প্রাণাধিক পুত্রের যত্নে কয়েকদিন তিনি পরমসুখে বাস করিলেন। খ্রীষ্টের জন্মোৎসব পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। পুত্রের অবকাশ ফুরাইয়া গেল; সুতরাং তাঁহার স্কুলে যাইবার সময় হইল; হাউয়ার্ডেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম সুখের অবসান হইল। তিনি আর একবার ইংলণ্ডের কারাগারগুলি পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। নগর হইতে নগরান্তরে, উপনগর হইতে উপনগরান্তরে অদম্য উৎসাহ ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমসহকারে ভ্রমণ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইংলণ্ডের অনেক-গুলি স্থান পরিদর্শন করিয়া ফেলিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া তিনি ইংলণ্ডের চতুঃসীমা পরিভ্রমণ করত এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বহুসংখ্যক কারাগার পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। গ্রেটব্রিটেন ও

সমগ্র ইউরোপের জেলগুলি পুনর্ব্বার পরিদর্শন করিয়া জেলের অবস্থাসম্বন্ধে হাউয়ার্ডের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিল। ইউরোপ-বাসী নরনারীগণ যাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফললাভ করিয়া কারাসংস্কারের বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ পান এই অভি-প্রায়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত "কারাগারের অবস্থা" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। নিঃস্বার্থ পরিশ্রম কখনও বিফল হয় না। হাউয়ার্ডের মতানুসারে ইংলণ্ডের অপরাধিগণের সংশোধনের জন্য কেণ্ট, এসেক্স প্রভৃতি স্থানে যাহাতে কয়েকটী সংশোধনা-গার সংস্থাপিত হইতে পারে, পার্লিয়ামেণ্ট সভা শীঘ্রই তজ্জন্য একটী আইন করিলেন এবং হাউয়ার্ডের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে এই সকল সংশোধনাগারের "প্রধান অধ্যক্ষ" উপাধি প্রদান করিয়া তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। কোনকালেই হাউয়ার্ড মানমর্য্যাদার ধার ধারেন নাই। এবারেও তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যের সহিত পার্লিয়ামেণ্ট প্রদত্ত এই সম্মান অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু সারউইলিয়ম ব্লাকষ্টোন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে কিছু-কালের জন্য তাঁহাকে উক্ত পদটী অগত্যা গ্রহণ করিতে হইল। ১৭৮০ সালে উইলিয়ম ব্লাকষ্টোনের মৃত্যু হইল, হাউয়ার্ডও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া সকল দায়িত্ব হইতে অবসর লইলেন।

১৭৮১ সালের মে মাসে হাউয়ার্ড আবার ইউরোপীয় কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে রটারডমে পৌঁছিলেন। রটারডমের কোনও একটী

কারাগারে তখন কতকগুলি ইংরেজ কয়েদী ছিল। হাউয়ার্ডের পরিদর্শনকালে তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জেল হইতে পলায়নের উদ্যোগ করা অপরাধে কঠিন বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হয়। এই সকল কয়েদী দাঁতের অসুখের ভাণ করিয়া কোন রসায়নবিৎ চিকিৎসকের নিকট হইতে এক প্রকার মিশ্রিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লয়। পরে আহারের দস্তার চামচ্ গালাইয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থের সঙ্গে একত্র করত লোহার এক প্রকার কঠিন চাবির ন্যায় পদার্থ সৃষ্টি করে। ঐ চাবির দ্বারা দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবে এইরূপ সুবিধা খুঁজিতেছে এমন সময়ে তাহাদেরই মধ্যের জনৈক ইংরেজ কয়েদী এই গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেয়। সে হতভাগ্য কোন গুরুতর অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া অব্যাহতি পাইল। কঠিন কোড়া প্রহারে আর সকলের শরীরের চর্ম্ম ফাটিয়া দরদর ধারে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রটারডম হইতে ব্রিমেন, ডেনমার্ক সুইডেন প্রভৃতি দেশ দিয়া হাউয়ার্ড রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় একটী হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ডের উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই নগরের চারিদিকে তাঁহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। রুসদেশীয় মহারাজ্ঞী হাউয়ার্ডকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। হাউয়ার্ড স্বাভাবিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের সহিত রাজ্ঞীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং যে রাজকর্ম্মচারী রাজ্ঞীর নিমন্ত্রণপত্র লইয়া হাউয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া-

ছিলেন, হাউয়ার্ড তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন, "হতভাগ্য কারাবাসিগণের দুর্গন্ধময় অন্ধকূপ পরিদর্শন করিতেই আমার সময় হয় না; রাজা রাণীর রাজপ্রাসাদ দর্শন করা আমার ভাগ্যে নাই।"

রুসিয়াদেশে প্রাণদণ্ডের নিয়ম নাই বলিয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র জনরব। রুসগবর্ণমেণ্টেও সদর্পে ঘোষণা করিতেন যে, প্রাণদণ্ডের বিধি প্রচলিত করিয়া দেশীয় শাসনপ্রণালী ও জাতীয় গৌরব কলঙ্কিত করা মানুষের কর্ম্ম নয়। হাউয়ার্ডের কিন্তু এ বিষয়ে মনে মনে গভীর সন্দেহ ছিল। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, হয়ত প্রাণদণ্ড নামটা পরিত্যাগ করিয়া ফলে সেইরূপ দণ্ডই স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই সন্দেহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে হাউয়ার্ড যাহাতে রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে জেলে প্রবেশ করিতে পারেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে জেলের সমস্ত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন তজ্জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ক্রটি করিলেন না। কিন্তু জেলের অবস্থা দেখিয়া কিছুই অনুমান করা গেল না। হাউয়ার্ডের বুদ্ধি অন্যদিকে ধাবিত হইল, তাঁহার গভীর দূরদর্শন-শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিল।

হাউয়ার্ড শকটারোহণে ঘাতকের গৃহাভিমুখে চলিলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ঘাতকের বাড়ী পৌছিলেন। ঘাতক অপরিচিত বিদেশীয় লোকের মুখশ্রী দেখিয়া কিছু ভীত হইল।

ঘাতকের চিত্তচাঞ্চল্য ও ভীতি বৃদ্ধি করণোদ্দেশে হাউয়ার্ড ভাবভঙ্গী, চাহনি ও কথাবার্ত্তার মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা

ও গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করিলেন। হাউয়ার্ড এমন ভাবে ঘাতককে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যেন তিনি বিশেষ কোন কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াই ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঘাতক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ রক্ত বর্ণ হইল। হাউয়ার্ড বুঝিলেন, তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; তিনি ঘাতককে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "সত্য কথা কহিতে ভয় কি? সত্য গোপন করিলে ভয়ের কারণ আছে বটে, কিন্তু সত্য কহিতে কাহাকেও ভয় করিও না।" ঘাতক একটু স্থির হইলে, হাউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি নাউট (Knout) * প্রহার করিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাহারও প্রাণ সংহার করিতে পার?"

ঘাতক বলিল, "হাঁ, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পারি।"

হাউয়ার্ডঃ—"কত অল্প সময়ের মধ্যে পার?"

ঘাতকঃ—"দুই এক দিনের মধ্যেই কাজ শেষ হইয়া যায়।"

হাউয়ার্ডঃ—"শীঘ্র কাহাকেও এইরূপ দণ্ড দিয়াছ?"

ঘাতকঃ—"সে দিনও আমার প্রহারে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।"

হাউয়ার্ডঃ—"নাউটের (Knout) প্রহার এত সাঙ্ঘাতিক হয় কেন বলিতে পার?"

ঘাতকঃ—"পার্শ্বে শক্ত করিয়া দুই এক ঘা মারিলেই বড় বড় মাংস খণ্ড নাউটের সঙ্গে কাটিয়া আইসে।"

হাউয়ার্ডঃ—"এইরূপ দণ্ড দিবার সময়ে তোমরা হুকুম পাইয়া থাক?"

---

* রুসদিগের দণ্ড দিবার যন্ত্র বিশেষ।

ঘাতকঃ—"আজ্ঞা হাঁ।"

১৭৮১ সালের আগষ্ট মাসে একটী পুরুষ ও একজন রমণী এই সাঙ্ঘাতিক দণ্ডে দণ্ডিত হইবার সময়ে হাউয়ার্ড তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। ফাঁশী দিয়া প্রাণসংহার করিবার পরিবর্ত্তে,অতি প্রাচীনকালপ্রচলিত নানারূপ অমানুষিক দণ্ডবিধানের ন্যায় কোড়াপ্রহার করিয়া কুঠার ও কাষ্ঠখণ্ডে হাত পা ভাঙ্গিয়া,নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত করাইয়া,রুস গবর্ণমেণ্ট অপরাধিগণের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকেন। সেণ্টপিটার্স্‌বর্গের পুলিসের অধ্যক্ষ হাউয়ার্ডকে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দেখাইলেন এবং কি কি প্রণালীতে এই সকল পৈশাচিক ব্যাপার সমাহিত হইয়া থাকে তিনি তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে যথোচিত বিবরণ প্রদান করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রুস গবর্ণমেণ্টের প্রতি হাউয়ার্ডের বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিল। রুসিয়ার কারাগারের অবস্থা এত শোচনীয় হাউয়ার্ড পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, রুসিয়ার কারাগারগুলি অনেক ভাল অবস্থায় দেখিতে পাইবেন এবং এই সকল কারাগারের সুব্যবস্থা দেখিয়া ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা উন্নত করিবার পক্ষে অনেক সাহায্য পাইবেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে সে আশায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেন। স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী,বালক বালিকা একস্থানে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পিশাচের ন্যায় অন্ধকার গর্ত্তে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। জল নাই, বায়ু নাই, আলোক নাই, হতভাগ্যবন্দিগণ কত ক্লেশেই আয়ুক্ষয় করিতেছে! এই সকল দেখিয়া হাউয়ার্ড ভাবিলেন, রুসিয়ার কারাগারের অবস্থা

সর্ব্বাংশে ইংলণ্ডের অপেক্ষা অবনত। কারাসংস্কার বিষয়ে রুসীয়া জ্ঞানোন্নত ইংলণ্ডকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন হাউয়ার্ড রুসীয়ার কারাগারে এমন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ হইতে হাউয়ার্ড ক্রন্‌ষ্টাড প্রভৃতি স্থান হইয়া মস্কো উপনীত হইলেন। রুসিয়ার অন্ত-র্গত নানা স্থানের কারাগারের অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, নানা পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও কিরূপে চিত্তের স্থৈর্য্য ও চরিত্রের মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়।

—"মস্কো, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৮১।

"আশা করি আমার ন্যায় ভিক্ষুকের দুই একটী কথাও আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিবেন। যে অভিপ্রায়ে আমি এ দেশে ভ্রমণ কারতে আসিয়াছি তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমার লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভ্রমণকালে রাজপ্রাসাদ বা এমন কোন অদ্ভুত পদার্থ নয়নগোচর হয় নাই যে বিষয়ে লিখিলে বন্ধুদের মনে আনন্দ জন্মিতে পারে। তিন সপ্তাহের অধিককাল আমি সেণ্টপিটার্স্‌বর্গে অবস্থিতি করিয়াছি। এই নগরে অবস্থিতিকালে নগরবাসিগণ ও রাজপুরুষেরা এ দাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন,কিন্তু দাস সে সকলের উপযুক্ত নয় বলিয়া সমস্তই উপেক্ষা করিয়াছে। মস্কো যাত্রাকালে সঙ্গে একজন সৈন্য লইয়া আসিবার জন্য বড়ই অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহা-

দের এই শেষ অনুরোধও রক্ষা করিতে পারি নাই। পরমেশ্বরের কৃপায় এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদে অতি দুর্গম পথে আড়াই শত ক্রোশ স্থান চলিতে আমার পাঁচদিনেরও কম লাগিয়াছে। ৫০ রুবেল অর্থাৎ প্রায় দশ গিনি ব্যয় করিয়া আমি একখানি ছোট গাড়ি ও দুইটী অশ্ব ক্রয় করিয়াছি। এই শকটে আরোহণ করিয়া আমি প্রতিদিন প্রায় দশ বার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া থাকি। স্থানীয় লোকেরা বলেন, শীতে আমাকে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইবে, হয়ত প্রাণসংশয় হইবে। আমি কিন্তু আমার কাজ শেষ না করিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই নগরের অনেক কারাগার ও হাঁসপাতাল এখনও আমার দেখা হয় নাই, আমার গ্রন্থখানি রুসিয় ভাষায় অনুবাদ করিবার কথা হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক কাজ আছে, এই সকল কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতে হইবে। প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় আমি এখন সুস্থ শরীরে শান্ত মনে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতেছি। সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পূর্ব্বে কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন শয্যাগত ছিলাম। বোধ হয় পথ চলিয়াই শরীরের সমস্ত জড়তা ও গ্লানি দূর হইয়াছে।

"আমার বিশ্বাস, মানুষ যেস্থানে বাস করিয়াছে, মানুষ সেস্থানে বাস করিতে পারে। সুইডেন প্রভৃতি স্থানে বাস করা আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ক্লেশের অন্য কারণ আছে। এই সকল উত্তরদেশে ফল মূল আদৌ নাই, অল্প রুটী ও অল্প দুগ্ধ খাইয়া জীবন

ধারণ করা আমার পক্ষে বড়ই সুকঠিন। যাহাহউক মস্কো নগরে খাদ্য দ্রব্যের কোন অপ্রতুল নাই,—নানাবিধ ফলের মধ্যে আমার প্রিয় আনারস ও আলু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।" হাউয়ার্ডের এই চিঠিখানি পড়িলে তাঁহার জীবনের আড়ম্বরহীনতা, চরিত্রের দীনতা, ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য পালনে প্রাণের গভীর আনন্দের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে জানা যায়। হাউয়ার্ডের সেণ্টপিটার্স্‌বর্গে অবস্থিতিকালে একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটী উল্লেখ-যোগ্য হইলেও হাউয়ার্ডের চিঠিতে তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। জেনারল বালগারটো নামক জনৈক উদারচেতা ব্যক্তি স্বীয় বদান্যতা ও জনহিতৈষণার গুণে রুসবাসী নরনারী-গণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অনাথা যুবতী-গণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তিনি স্বদেশীয় লোকের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও স্বদেশীয় নরনারীগণের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করণোদ্দেশে তিনি আরও অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বদেশবাসি-গণের হৃদয়ে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

স্বদেশবাসিগণ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটী বহুমূল্য স্বর্ণপদক উপহার প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হাউয়ার্ড তৎকালে সেণ্টপিটার্স্‌বর্গে উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল বালগারটো অতি বিনীতভাবে স্বদেশবাসিগণকে বলিলেন, "আপনাদের প্রীতিউপহার গ্রহণ করি আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু এই নগরে এমন একজন লোক বিদ্যমান আছেন, যাঁহার সমক্ষে আমার যৎসামান্য কার্য্যের

পুরস্কার করা আপনাদের পক্ষে সঙ্গত মনে করি না। এ কথা সত্য যে, আমি আপনাদের স্বজাতীয়, স্বদেশীয়, সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী বন্ধু। কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, শুদ্ধ আপনাদেরই হিতের জন্য। যে মহাত্মার কথা বলিতেছিলাম, তিনি জগতের কল্যাণের জন্য স্বীয় জীবন, যৌবন, ধন, মান সমস্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। কারাসংস্কার তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত, জগৎবাসীর রোগ শোক দূর করাও তাঁহার জীবনব্রতের অঙ্গীভূত। যদি সৎকার্য্যের পুরস্কার দেওয়াই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, সাধুতার পূজা করাই যদি আপনাদের প্রাণগত ইচ্ছা হয়, তবে আমি বন্ধুভাবে আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, আপনারা মহাত্মা জন হাউয়ার্ডকে এই স্বর্ণপদক উপহার দিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করুন।”

নগরবাসিগণ প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, তদনুসারে হাউয়ার্ডকে উক্ত উপহার প্রদত্ত হইল। এই ঘটনায় দেখা গেল যে, রুসিয়া দেশে অন্ততঃ একজন উন্নত-আত্মা স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, যিনি হাউয়ার্ডের মহৎ লক্ষ্য বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, হাউয়ার্ডের মহৎ ভাবের সহিত সহানুভূতি করিয়া তাঁহার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহৎ লোক ভিন্ন যে মহৎ লোকের আদর করিতে পারে না, সাধু না হইলে যে সাধুতার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা যায় না, এই ঘটনা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পোলাণ্ড এবং সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া হাউ-

য়ার্ড প্রুসিয়া দেশে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। বার্লিন নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথাকার কারাগারের বিশেষ সংস্কার হইয়াছে, কারাগারগুলি দেখিলে বাস্তবিকই সংশোধনাগার বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অনাথাশ্রম প্রভৃতি অন্যান্য দরিদ্রাশ্রমের অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড বড়ই সুখী হইলেন। হাউয়ার্ড যখন বার্লিন পরিদর্শন করিয়া হানোভার যাইতেছিলেন, তখন পথে একটী সামান্য ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি যে রাস্তা দিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, সেই রাস্তাটী এত অপ্রশস্ত যে এক সময়ে দুইখানি গাড়ি চলিয়া যাইতে পারে না; সুতরাং এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে যে, রাস্তার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হইলে প্রান্তদেশে থাকিয়া শকটচালককে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শব্দ করিতে হইবে। হাউয়ার্ডের গাড়োয়ান নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া গাড়ি চালাইয়া যাইতেছিল; পথে জনৈক রাজদূতের গাড়ির সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রুসিয়ার রাজপুরুষেরা সাধারণতঃ কিছু স্বেচ্ছাচারী। রাজদূত দেখিলেন, তাঁহার গাড়োয়ান নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে; সুতরাং আইন অনুসারে তাঁহাকেই ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু একে তিনি রাজদূত, তাহাতে আবার রাজধানীর নিকট দিয়া যাইতেছেন, তাঁহার প্রভুত্ব দেখে কে? তিনি হাউয়ার্ডের গাড়োয়ানকে গর্ব্বিতস্বরে আদেশ করিলেন,"গাড়ি ফিরাইয়া লও।" হাউয়ার্ড চিরকাল অত্যাচারীর শত্রু। তিনি রাজদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ নিয়মানুসারে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। রাজ দূতের ক্ষমতার উপরে আঘাত পড়িল, তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমার আদেশই নিয়ম, কল্যাণ

চাও ত এখনই ফিরিয়া যাও।" রাজদূত হাউয়ার্ডের বিদেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, যখন দেশীয় লোকেরাই রাজপুরুষদের ভয়ে অস্থির হয় তখন একজন বিদেশীয় লোক অবশ্যই ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। তিনি জানিতেন না যে, হাউয়ার্ড সে ধাতুর লোক নহেন,প্রাণ গেলেও ন্যায্য অধিকারের উপর কাহাকেও আক্রমণ করিতে দিবেন না। রাজদূত খানিক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দেখিলেন তাঁহার সকল কথা বায়ুতে মিশাইয়া গেল। শেষে অগত্যা তাঁহাকেই ফিরিয়া যাইতে হইল। হাউয়ার্ড অবাধে ক্ষুদ্র রাস্তার অপর প্রান্তে যাইয়া পৌছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাধু মহাজনদের জীবনচরিত পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসত্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে তাঁহারা কদাপি ভীত হন নাই। অত্যাচারী যত বড়ই প্রবল পরাক্রমশালী লোক হউক না কেন সৎসাহসী সাধু ব্যক্তির নিকট অসত্য ও অসাধুতার পরাক্রম সর্ব্বদাই পরাভূত হইয়া থাকে। সত্যের এমনই একটা স্বাভাবিক শক্তি যে, যিনি সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকন তিনি সত্য রক্ষার জন্য কাহাকেও ভয় করেন না, তিনিও কদাপি অন্যের ভীতির কারণ না হইয়া বরং অন্যের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিবারই সুযোগ পাইয়া থাকেন। একদা স্যাভয় নগরস্থ কারাগারের বন্দিগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া কারারক্ষকগণের মধ্যে দুই চারিজনকে হত্যা করিয়া ফেলে। ক্রমে কয়েদিগণ এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে রক্ষকগণ আর তাহাদের নিকট যাইতে সাহস পায় না। এই সময়ে হাউয়ার্ড তথায় উপস্থিত ছিলেন। হাউয়ার্ড

এই সকল ক্ষিপ্ত কয়েদীকে শান্ত করিবার জন্য জেলের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ এবং জেলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সকলেই তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সকলের অনুরোধই বিফল হইল। হাউয়ার্ড প্রফুল্লচিত্তে কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রায় দুই শত ক্রোধোন্মত্ত কয়েদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কয়েদিগণ "জন হাউয়ার্ড" নাম শুনিবামাত্রই কিয়ৎপরিমাণে শান্তভাব ধারণ করিল; এবং ক্রমশঃ হাউ-য়ার্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে লাগিল। অসভ্য বন্দিগণ বিলক্ষণ জানিত হাউয়ার্ড তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদন করিবার জন্য কতদূর খাটিয়াছেন। এই সকল জ্ঞানহীন উন্মত্ত কয়েদিগণের অনেকে বালকের ন্যায় হাউয়ার্ডের সম্মুখে রোদন করিতে লাগিল। হাউয়ার্ড সস্নেহ বচনে তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। বন্দিগণ শান্ত হইল, সকল উৎপাত ঘুচিয়া গেল, জেলে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল। সাধুতারই চরমে জয় হইয়া থাকে, এ সত্যে যাঁহার বিশ্বাস নাই তাঁহাদ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না—নরনারীর দুঃখ বিদূরিত হয় না, পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না।

হানোভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখিয়া হাউয়ার্ড "অস্‌নাবর্গের বিশপকুমার" ডিউক্ অব ইয়র্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিশপের অধিকারের মধ্যে অতি অমানুষিক প্রাণদণ্ডের প্রণালী (torture) প্রচলিত আছে বলিয়া

অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বিশপকুমার স্বরাজ্যের কোন খবর রাখেন না, মন্ত্রিবর্গের হস্তেই সমস্ত শাসনকর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি হাউয়ার্ডের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং সেই অমানুষিক শাস্তি কি প্রকারে দেওয়া হয় তদ্বিষয় হাউয়ার্ডের মুখে বিস্তারিত রূপে শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হাউয়ার্ড কুমারের সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কুমার অতিশয় হৃদয়বান্ যুবক। সেই নিষ্ঠুর দণ্ডের কথা শুনিয়া পাছে কুমারের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে এই আশঙ্কা করিয়া হাউয়ার্ড কুমারের নিকট সেই শাস্তির বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হইলেন। হাউয়ার্ড কুমারকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি তাঁহার মন্ত্রিগণ এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করেন তবে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হাউয়ার্ডের কথোপকথনের ফল এই হইল যে, কুমার প্রতিশ্রুত হইলেন, উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই এই ঘৃণিত শাসন প্রণালী ও এই ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র দেশ হইতে যাহাতে উঠিয়া যায় তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হইবেন।

হানোভার হইতে যাত্রা করিয়া হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া হাউয়ার্ড লণ্ডন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের অল্পদিন পূর্ব্বেই তিনি লণ্ডনে পৌঁছিলেন। যাহাতে পুত্রের সহবাসে থাকিয়া এই উৎসব সম্ভোগ করিতে পারেন এজন্য তিনি ত্বরায় লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া কারডিংটনে গমন করিলেন। উৎসবের পর হাউয়ার্ড পুত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে

হাউয়ার্ড শিক্ষা লাভ করিবেন। কিন্তু হাউয়ার্ড যখন শুনিলেন যে, তথায় জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদত্ত হয় না, তখন তিনি তাঁহার বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিলেন এবং নটিংহামনিবাসী রেভারেণ্ড ওয়াকার নামক জনৈক সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ১৭৮২ সালের জানুয়ারি মাসে হাউয়ার্ড ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশের সমস্ত কারাগারগুলি আর একবার বিশেষভাবে পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন, এবং পূর্ণ এক বৎসরকাল অবিশ্রান্ত খাটিয়া ১৭৮২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ব্রিটিশদ্বীপ পরিদর্শন শেষ করিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার একটী দিনও অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হয় নাই। আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত নানা বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি ব্রিটিশ দ্বীপগুলির চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া উঠে, অথচ সেই বিবরণগুলি দেওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজনও দেখা যাইতেছে না। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাউয়ার্ডকে "দেওয়ানী আইনের ডাক্তার" ("Doctor of Civil law") এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল, ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক বৎসরে হাউয়ার্ড চারি সহস্র ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্পেন এবং পর্টুগাল ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশীয় কারাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় হাউয়ার্ড অনেকবার পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

স্পেন এবং পর্টুগাল পরিদর্শন না করিলে ইউরোপ পরিদর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; বিশেষতঃ ছুইটী প্রধান দেশের শাসন-প্রণালী ও অবস্থার বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়, এই ভাবিয়া ১৭৮৩ সালের ৩১এ জানুয়ারি হাউয়ার্ড ফলমাউথ হইতে যাত্রা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লিসবন নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। লিসবনের কারাগারের অবস্থা দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীত হইলেন। তথায় ঋণদায়ে কাহাকেও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, এই উন্নতির কথা শুনিয়া হাউয়ার্ড বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। অপরাধিগণ কারারক্ষকগণকে উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারিয়া অনেক সময়ে মুক্তি লাভের নির্দ্দিষ্ট দিনে মুক্ত হইতে পারিত না ; এইরূপ দূষিত নিয়ম ও অত্যাচার পূর্ব্বে ইউরোপের সমস্ত জেলেই প্রচলিত ছিল। লিসবন নগরবাসী কতিপয় সহৃদয় দানশীল ব্যক্তির যত্নে উক্ত নগরে একটী দাতব্য সমিতি সংস্থাপিত হয়। বন্দিগণ অর্থ দিতে অসমর্থ হইয়া যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কালের অধিক কারারুদ্ধাবস্থায় না থাকে, অর্থাভাবে যাহাতে তাহাদিগকে কোনরূপ ক্লেশ ও অত্যাচার সহ্য করিতে না হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। হাউয়ার্ড উক্ত সমিতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্বীয় পরহিতৈষণা ও বদান্যতা পরিতৃপ্ত করিবার একটী সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি লিমুরো নামক একটী কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাত শত চুয়াত্তর জন অপরাধী এই কারাগারটী পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিই সদ্ব্যবহার করা হয়। এই জেলের বালক ও বয়ঃপ্রাপ্ত কয়েদিগণের চরিত্র সংশোধন ও তাহা-

দিগকে কর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য জেলের অভ্যন্তরে একটী কারখানা ও একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথায় বালক বৃদ্ধে, প্রায় সহস্র লোক শিক্ষার্থ নিযুক্ত থাকিত। বিবেকের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া, আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া কয়েকজন রমণী ও কতিপয় ধর্ম্মযাজক এই সময়ে কারানিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল ধার্ম্মিক লোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ ছিল। হাউয়ার্ড দেখিলেন একটী গৃহে তিন জন রমণী ও ছয় জন ধর্ম্মযাজক কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। মার্চ্চমাসের প্রারম্ভে হাউয়ার্ড লিসবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং স্পেনদেশীয় কতিপয় জেল পরিদর্শন করিয়া বেডাজস্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেলগুলি পরিদর্শন করিয়া হাউয়ার্ড দেখিলেন, এই বিখ্যাত নগরস্থ প্রায় সমস্ত কারাগারই সুনিয়মে শাসিত ও সুরক্ষিত হইতেছে। এই দেশীয় অন্যান্য নগর পরিদর্শন করিয়া ২৩এ জুন তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন এবং মাসাধিককাল বাড়ীতে থাকিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে আয়র্লণ্ড গমন করিলেন; এবং কিয়দ্দিবসান্তে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া স্বকৃত গ্রন্থ পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিবার বাসনায় ওয়ার্সরিংটনে বাস করিতে লাগিলেন।

হাউয়ার্ডের দৈনন্দিনলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বীয় জীবনের লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য তাঁহাকে ৪২,০৩৩ মাইল কি ততোধিক পথ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার লিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে পাছে কাহারও ভ্রান্তি জন্মে এই আশঙ্কায় তিনি উপরোক্ত সংখ্যার নিম্নে এই কয়েকটী কথা যোগ করিয়া রাখিয়াছেনঃ—"ধন্য প্রভু পর-

মেশ্বর! তাঁর নাম মহিমান্বিত হউক্! জীবনের অনেক সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া খেদ করি না, আমার প্রভু পরমেশ্বরকে হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে, তিনি এ দাসের মন এইরূপ কার্য্যে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।"

---

## সংক্রামক ব্যাধি ও তৎপ্রতিকারের চেষ্টা।

১৭৮৩ সাল হইতে ১৭৮৫ সাল পর্য্যন্ত দুই বৎসরকাল হাউয়ার্ড স্থানান্তরে না গিয়া কখনও কারডিংটনে, কখনও বা লণ্ডনে থাকিয়া দিন যাপন করিতেন। ১৪।১৫ বৎসর কারাসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া হাউয়ার্ডকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

যে মহা সাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে জীবন যৌবন, হৃদয় মন সমস্ত সমর্পণ করিতে হইয়াছিল সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করা হাউয়ার্ডের পক্ষে তত কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রের দুর্নীতি ও কদাচার দেখিয়া অনেকদিন হইতেই তিনি মনে মনে অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। কিন্তু অশান্তি ও নৈরাশ্যের ঘন মেঘের মধ্যে আশা কুহকিনী সৌদামিনীর ন্যায় কখনও কখনও প্রকাশিত হইয়া

হাউয়ার্ডের চিত্তকে সন্দেহের দোলায় দোলাইত; হাউয়ার্ড মনে করিতেন, হয়ত বা সুদিন আসিবে। এই আশাটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই হাউয়ার্ড ১৭৮৩ সালের প্রারম্ভে পুত্রকে এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লইয়া আসিলেন। পাপাচার করিতে করিতে পুত্রের উন্মত্ততা রোগ জন্মিয়াছিল। পুত্র কুসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পিতৃস্নেহে কারডিংটনস্থ উদ্যান বাটীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অতি-রিক্ত যত্ন ও স্নেহের সহিত প্রতিপালিত হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুত্রের ভাব ফিরিল, তাহার শারীরিক ও মান-সিক ব্যাধির কিয়ৎপরিমাণে উপশম হইল। যত্ন করিলে এখনও পুত্রের ভাল হইবার সম্ভাবনা আছে,—এখনও পুত্র ভাল হইয়া সমাজের উপকার করিতে পারে, এই আশা করিয়া হাউয়ার্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেভারেণ্ড রবিন্‌সন্ নামক জনৈক ধার্ম্মিক লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্র কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন্‌স্ কলেজে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের বিষয়ে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া হাউয়ার্ড পারিবারিক অন্যান্য গোলযোগ মিটাইয়া ফেলি-লেন। তাঁহার বন্ধু হুইটব্রেড সাহেব এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বন্ধুর সাহায্যে ও আত্মচেষ্টায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি ইউরোপের হাঁসপাতাল-গুলি পরিদর্শন ও সংক্রামক মারীভয়ের কারণ অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এতদিন হাউয়ার্ড কেবল কারাগার পরিদর্শনে নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে জীবনের বিশেষ কোন আশঙ্কা ছিল না। হাঁসপাতাল

পরিদর্শন করিলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। সংক্রামক রোগের নিকট কাহারও নিস্তার নাই,—বালক বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, সবল দুর্ব্বল, সকলের পক্ষেই এই ব্যাধি সাংঘাতিক। অবস্থা, জাতি, বয়স ও শারীরিক শক্তি-নির্ব্বিশেষে এই ব্যাধি সকলকে গ্রাস করিয়া থাকে। আজি কালি স্বাস্থ্যের অবস্থা যাহাতে ভাল থাকে, তজ্জন্য কি শাসন-কর্ত্তা কি দেশীয় লোক সকলেরই মনোযোগ আছে। তখন এরূপ ছিল না। বাসস্থান, পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে তখন রাজদ্বারে দণ্ড পাইতে হইত না, কাজেই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সকল নিয়ম উপেক্ষিত হইত। এই কারণেই তখন ইউরোপে সংক্রামক রোগের এতদূর উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জীবনসংশয়ের কথা শুনিয়া সাধারণ লোকে প্রায়ই ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। কিন্তু হাউয়ার্ড সেরূপ ধাতুর লোক ছিলেন না। তাঁহার কিছু করিবার আছে, এবং কাজটী নরনারীর কল্যাণকর, এইটুকু জানিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। তিনি সৎকার্য্য করিতে গিয়া কখনও নিজের লাভ ক্ষতি, বিপদ আপদের বিষয় ভাবিতেন না; সুতরাং কোন বিঘ্নই হাউয়ার্ডের গতি অবরোধ করিতে পারিত না। হাউয়ার্ড দৃঢ়সংকল্প হইয়া ১৭৮৫ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন।

ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূলে যতগুলি প্রধান প্রধান নগর আছে, তন্মধ্যে মার্সেলিজ্ সর্ব্বপ্রধান। হাউয়ার্ড মনে করিয়াছিলেন সর্ব্বাগ্রে মার্সেলিজ নগরস্থ হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিয়া অন্যান্য স্থানে গমন করিবেন। এই জন্য তিনি

কিছুদিন হেগ নগরে অবস্থিতি করিয়া তৎকালীন বিদেশীয় কার্য্যাধ্যক্ষ (Foreign Secretary) ফের্ম্মারথেনের দ্বারা ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে একখানি চিঠি লেখান। কিয়ৎদিন পরে তিনি হেগ হইতে ইউট্রেচট্ নগরে গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি একখানি চিঠি পাইলেন যে, মার্সেলিজ নগরে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া তিনি যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে; এবং তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে যে, যে কারণেই তিনি ফরাসী দেশে প্রবেশ করুন না কেন, তাঁহাকে বেষ্টাইলের কারাগারে বন্দী হইতে হইবে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে এইরূপ আদেশ করিবেন, হাউয়ার্ড পূর্ব্বেই তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মার্সেলিজস্থ হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিতে না পারিলে হাঁসপাতাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই কারণেই তিনি নানাবিধ বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়াও মার্সেলিজ নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে,হাউয়ার্ড ইউরোপের হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবার সংকল্প করিয়াই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাঁহার বন্ধু ডাক্তার একিন, ডাক্তার জেব প্রভৃতির সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইউরোপের হাঁসপাতাল পরিদর্শনকালে হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণকে কি কি প্রশ্ন করিতে হইবে, এবং কি ভাবে প্রশ্ন করিলে হাঁসপাতালের আভ্যন্তরিক সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারা যায়, হাউয়ার্ড স্বদেশ হইতে ইউ-

রোপে যাত্রাকালে এমন কতকগুলি প্রশ্নের একখানি তালিকা সঙ্গে লইয়া যান।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশ শুনিয়াই হাউয়ার্ডের বন্ধুগণ তাঁহাকে মার্সেলিজ প্রভৃতি ফরাসী রাজ্যাধিকৃত কোন নগরে গমন করিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ড কাহারও কথা শুনিলেন না, কোন বাধা মানিলেন না, যথার্থ বীরের ন্যায় ডর্ট, ব্রুসেল প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া ফরাসী দেশের রাজধানী পারিস নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। ইংরেজ চিকিৎসকের বেশ ধারণ করিয়া তিনি কয়েক দিন পারিস নগরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে দুই একজন পীড়িত লোকের চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্যও হইলেন। তিনি পারিস হইতে লাইয়ন্স নগরের হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিয়া মার্সেলিজ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মার্সেলিজে পৌঁছিবামাত্রই তাঁহার বন্ধু রেভারেণ্ড ডুরাণ্ড তাঁহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং যথোচিত প্রেমের সহিত আতিথ্য সৎকার করিয়া বলিলেন, "মিষ্টার হাউয়ার্ড, আপনাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই সুখী হইয়া থাকি; কিন্তু এবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্তুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে বড় দুঃখিত হইয়াছি। আপনি কি জানেন যে, আপনাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইয়াছে? আমি নিশ্চয় জানি অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে ধরিতে পারে নাই বলিয়াই আপনি এখনও নিরাপদে রহিয়াছেন; জানি বলিয়াই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি ত্বরায় ফরাসীদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে পৌঁছিবার চেষ্টা

করুন।” হাউয়ার্ড বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। মার্সেলিজ পরিদর্শন না করিলে তাঁহার কর্ত্তব্য সাধিত হয় না, সুতরাং কর্ত্তব্যের অনুরোধে নানা বিপদ সত্ত্বেও তাঁহাকে মার্সেলিজ নগরে কয়েকদিন অবস্থিতি করিতে হইল। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিল,—তিনি মার্সে-লিজস্থ সমস্ত হাঁসপাতালে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন, হাঁসপাতালের অবস্থা দেখিলেন এবং হাঁসপাতালসম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন! এত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া কি উপায়ে হাউয়ার্ড নিরাপদে মার্সেলিজের হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় আমরা অবগত নহি; তবে ঘটনাক্রমে যে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল তাহা জানা গিয়াছে। কথিত আছে যে, অতি সামান্য সামান্য কারণে ফরাসীর শাসনকর্ত্তা অনেক লোককে বন্দী করিয়া রাখিতেন। এইরূপ অবিচারের ফল এই হইল যে, অচিরকালমধ্যে ফরাশী-গবর্ণমেণ্টের প্রতি চতুর্দ্দিক্ হইতে নিন্দা বর্ষিত হইতে লাগিল। কার্য্যানুরোধে শাসনকর্ত্তাকে পারিস নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তিনি যাত্রাকালে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া যান যে, তাঁহার প্রত্যাগমনের মধ্যে কাহাকেও বন্দী করা না হয়। শাসনকর্ত্তার গমনের অব্যবহিত পরেই হাউয়ার্ড ফরাসী দেশে উপস্থিত হন, সুতরাং দৈবযোগে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। মার্সেলিজের কাজ শেষ করিতে হাউয়ার্ডকে তথায় দুই চারি দিন বিলম্ব করিতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে,

নিকটবর্ত্তী কোন জেলে একটী অদ্ভুত কয়েদী আছে। হাউ-য়ার্ড বিলাসপ্রিয় ফরাসীর ন্যায় বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ছদ্মবেশে তথায় গমন করিলেন। কয়েদীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া হাউয়ার্ড বড়ই প্রীত হইলেন। এই কয়েদীর সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন:—

"সমস্ত বন্দিগণের মধ্যে একব্যক্তি মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান। এই ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আর কতিপয় বালকের সহিত একত্রিত হইয়া এক ভদ্র লোকের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হন। এই ভদ্রলোক পারিস নগরস্থ কোনও কলঙ্কিনী রমণীর ভবনে তাঁহার একগাছি বহুমূল্য যষ্টি হারাইয়া ফেলেন, এবং তদুপলক্ষে বালকগণের সহিত তাঁহার কলহ ঘটে। বিচারক অন্যান্য বালকগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দেন। কণ্ডি নামক এই কয়েদী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই কারাগারে প্রবেশ করেন। তাঁহার বাম বাহুটী ছিল না, জন্মাবধি এইরূপ অঙ্গহীন ছিলেন, এইরূপ অঙ্গহীন বালকের পক্ষে তৎকালীন কারাগার কিরূপ স্থান, পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এই বালক কারারুদ্ধ হইবার চারি পাঁচ বৎসর পরে অতি ক্লেশে একখানি বাইবেল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজে নিজেই পড়িতে শিক্ষা করেন। যখন বাইবেল ভাল করিয়া বুঝিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি কালে একজন গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান হইয়া উঠি-লেন। ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ

পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি উদ্ধত, কপট ও মিথ্যাবাদী ছিলেন, পরের ভাল দেখিলে তাঁহার প্রাণে অসহনীয় যাতনা উপস্থিত হইত। কিন্তু ধর্ম্মের এমনি শক্তি যে, তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যেই আশ্চর্য্য বিনীত,শান্ত ও উদার করিয়া তুলিল। তাঁহার চরিত্রের গুণে জেলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ ও তাঁহার সমদুঃখী বন্দিগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তির অনেক সদ্‌গুণ আছে, আমি ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।" ধন্য প্রভু পরমেশ্বরের নামের মাহাত্ম্য, মহাপাপী তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া উদ্ধার পাইতেছে, নিরক্ষর অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নর নারী তাঁহারই নামের মহিমায় পরম জ্ঞান লাভ করিতেছে, শোক দুঃখে জীবন্মৃত ব্যক্তিগণ. তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া তাঁহারই নামের জয় ঘোষণা করিতেছে! মার্সেলিজ হইতে একখানি অতি ক্ষুদ্র জলযানে আরোহণ করিয়া হাউয়ার্ড জেনোয়া এবং লেগহরণ্ প্রভৃতি স্থানের হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহার বিবেচনায় লেগহরণ ও জেনোয়ার হাঁসপাতালগুলিই সমস্ত ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লেগহরণে পৌছিয়া হাউয়ার্ড টাস্‌কেনীর গ্রাণ্ড ডিউক্ কর্ত্তৃক মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা ও বিনয়ের সহিত তিনি ডিউক্ মহোদয়ের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন। পাইসা নগরস্থ হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া হাউয়ার্ড যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এই হাঁসপাতালের পীড়িতা রমণীগণ যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহটী অতি পরিষ্কার। গৃহের অনেক

গুলি দ্বার লৌহশলাকা নির্ম্মিত, সুতরাং গৃহের ভিতরে সহজেই বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে। এই সকল দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখস্থ অতি মনোহর দৃশ্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

পাইসা হইতে হাউয়ার্ড ফ্লরেন্স চলিলেন এবং ফ্লরেন্সের কার্য্য সমাধা করিয়া রোম নগরে উপনীত হইলেন। রোমের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্যের ভগ্নাবশেষ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। তদনুসারে তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রোগদুঃখপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখাপনোদন করা যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, তিনি কি পৃথিবীর আর কোন সুখ সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইতে পারেন? দুই এক দিনের মধ্যেই হাউয়ার্ড স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইলেন। রোমনগরস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাঁসপাতালে হাউয়ার্ড দুই দিন প্রাতে উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়াছিলেন। হাঁসপাতালের ভার-প্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের ত্রুটিতে হাঁসপাতালের দুরবস্থা ঘটি-য়াছে জানিতে পারিয়া হাউয়ার্ড সাধ্যানুসারে তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভুত্বপরা-য়ণ পোপ * হাউয়ার্ডের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। পোপের সঙ্গে দেখা শুনা করা সাধারণ লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না, প্রধান লোকের পক্ষেও পোপের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। পোপ

---

* রোমনগরে রোমান কাথলিকদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সকলকেই কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত—পোপের প্রতি বিশেষ মর্য্যাদার ভাব প্রকাশ করিতে হইত। কিন্তু হাউয়ার্ডের জন্য তাহার বিপরীত বিধি হইল। পোপ স্বয়ং হাউয়ার্ডকে দেখিতে আসিলেন এবং সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় হাউয়ার্ডের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। যুবতী রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ পোপ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ড এই বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। বিদায় গ্রহণ কালে পোপ হাউয়ার্ডের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আমি জানি তোমরা ইংরেজ জাতি এসকলের বড় পক্ষপাতী নও; তথাপি ভরসা করি একজন বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

নেপলস্ হইতে হাউয়ার্ড মাণ্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে জাহাজের নাবিক, আরোহী প্রভৃতি কাহারও জীবনের আশা ছিল না। অসংখ্য তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়া জাহাজখানি মাণ্টায় পৌঁছিল, আরোহিগণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

তিন সপ্তাহকাল হাউয়ার্ড মাল্টায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পাঁচশত কি তদধিক রোগী চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাঁসপাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। মাল্টার প্রধান শাসনকর্ত্তা হাউয়ার্ডকে স্থানীয় কারাগার ও হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং যাহাতে হাউয়াড সুচারুরূপে পরিদর্শন করিয়া সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারেন তৎপক্ষে

সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয়—তখনও এস্থানের জেলে প্রাণদণ্ডের নানারূপ অমানুষিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। হাঁসপাতালের অবস্থা তদধিক হীন। রোগীদের ঘরগুলি এত অপরিস্কার ও দুর্গন্ধময় যে ঘরের ভিতরে কোনরূপ সুগন্ধিদ্রব্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিত। হাউয়ার্ড দেখিলেন, চিকিৎসকগণ এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার সময়ে রুমালে মুখ ঢাকিয়া যান। ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের অনবধানতা প্রযুক্তই চিকিৎসালয়গুলির এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। অথচ তাঁহারা আপনাদের তত্ত্বাবধানাধীন ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার পক্ষে একান্ত অমনোযোগী ছিলেন। চিকিৎসকগণের অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং তাঁহারা রুমাল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া সহজেই গৃহের দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা পাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটিতে যে দুঃখী দরিদ্র রোগীদিগের রোগ ভোগ বৃদ্ধি পাইত সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন, নির্দ্দয় ব্যক্তিগণকেই রোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করা হইত। এই সকল লোকের প্রকৃতি এমনই নিষ্ঠুর ছিল যে, বিকারগ্রস্ত রোগিগণ যখন প্রলাপ বকিত তখন তাহারা তাহা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিত। প্রধান শাসনকর্ত্তার অশ্বশালা ও অন্যান্য পশুশালাগুলিও চিকিৎসালয় অপেক্ষা অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। প্রত্যেক অশ্বশালার ভিতরে একটী করিয়া ঝরণা থাকিত, কিন্তু হাঁসপাতালগুলিতে উপযুক্ত স্থান সত্ত্বেও কোন জলাশয় ছিল না।

ইউরোপের সীমা অতিক্রম করিয়া হাউয়ার্ড আসিয়া মাইনরের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্মির্ণা নগর পরিদর্শন করিয়া পুনরায় ইউরোপ গমন করিলেন। তুরুষ্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল্‌ পৌছিয়া তিনি স্থানীয় হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল হাঁসপাতালে সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইত যে চিকিৎসকগণও তথায় যাইতে ভীত হইতেন। হাউয়ার্ড নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত হাঁসপাতাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই হাউয়ার্ডের নাম কনষ্টাণ্টিনোপলে নগরবাসিগণের প্রতিগৃহে ধ্বনিত হইতে লাগিল—সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া হাউয়ার্ড নগরের সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। তুরুষ্কাধিপতি সুলতানের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কন্যা অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিনাবধি অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। তুরুষ্কদেশীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে যতপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা আছে তৎসমুদয় প্রয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, রোগীর পিতা মাতাও কন্যার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুক্তির জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। হাউয়ার্ডের নাম শুনিয়া রোগীর পিতা হাউয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হাউয়ার্ড দয়া করিয়া যাহাতে একবার তাঁহার কন্যাকে দেখিতে যান তজ্জন্য অতি বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়েই হাউয়ার্ডের আড়ম্বর ছিল না,— তিনি নিজের অসারতা বেশ বুঝিতেন। হাউয়ার্ড চিকিৎসা-

শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, চিকিৎসাকার্য্যেও তত অভ্যস্ত নহেন বলিয়া রোগীর পিতাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু হাউয়ার্ডের উপর সেই ভদ্রলোকের কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস ও কি গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, যে তিনি অনন্যোপায় লোকের ন্যায় হাউয়ার্ডকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হাউয়াড নিরাশ্রয় গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করিয়া বেড়ান, ধনীর গৃহে চিকিৎসা করিতে হইবে বলিয়াই তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যাহা হউক রোগীর পিতার অনুরোধে হাউয়াডকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল।

হাউয়াড রোগী দেখিতে গমন করিলেন, রোগীকে পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিলেন এবং উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই রোগীর আরোগ্যলক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, এবং হাউয়ার্ড তথায় থাকিতে থাকিতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। রোগীর পিতা কৃতজ্ঞতার উপহার লইয়া হাউয়ার্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি নয় শত পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৯০০০ নয় সহস্র টাকা হাউয়া র্ডের সম্মুখে রাখিলেন। হাউয়ার্ড অর্থ গ্রহণ করিলেন না ; ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যদি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু দিয়া আপনি সুখী হন তবে আপনার বাগান হইতে একথালা সুপক্ক আঙ্গুর ফল পাঠাইয়া দিবেন। তাহা পাইয়াই আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব।" বলা বাহুল্য যে, যে কয়েকদিন হাউয়ার্ড এই নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন প্রায় প্রত্যহই সেই ভদ্রলোক হাউয়ার্ডকে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ফল পাঠাইয়া দিতেন।

তুরুষ্কদেশে ভ্রমণকালে হাউয়ার্ড তথাকার লোকের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার কনোষ্টাণ্টিনোপল নগরে অবস্থিতিকালে একটী ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তিনি রাজার স্বেচ্ছাচারিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঘটনাটী শুনিলে একদিকে রাজার মূর্খতা ও অপদার্থতার পরিচয় পাইয়া হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হয়, অপর দিকে স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারজনিত দেশের দুর্গতির কথা ভাবিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

রাজার গৃহাধ্যক্ষ রাজসংসারের রুটী যোগাইতেন। একদা রাজা তাঁহাকে তলব করিলে, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে রাজসদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুটী ভাল হয় নাই কেন?" গৃহাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "এবার ভাল শস্য জন্মে নাই।"

রাজা:—"ওজনে কম হইল কেন?" গৃহাধ্যক্ষ:—"এতগুলি রুটীর মধ্যে দুই একখানা ওজনে কম হইতে পারে।" "সাবধান, ভবিষ্যতে যেন এরূপ আর না হয়," এই বলিয়াই রাজা সম্মুখস্থ প্রহরীকে আদেশ করিলেন, "উহাকে ঘাতকের হস্তে প্রদান কর।" আজ্ঞা মাত্র প্রহরী গৃহাধ্যক্ষকে ঘাতকের নিকট উপস্থিত করিল, ঘাতক অবিলম্বে গৃহাধ্যক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহার মৃতদেহ রাজপথে ঝুলাইয়া রাখিল। মৃতদেহের পার্শ্বে তিনখানি সামান্য ওজনের রুটীও রাখা হইল। দেশের লোকের অবগতির জন্য তিন দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহ রাজপথে ঝুলান রহিল। সামান্য অপরাধে এরূপ গুরুতর দণ্ড

বিধান করা তুরুষ্ক দেশের স্বেচ্ছাচারী রাজার অভ্যাস ছিল।

যখন হাউয়ার্ড ইয়ুরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন, ইয়ুরোপের হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিয়া সংক্রামক ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন,তখন নানা কারণে কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার মনের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য সামান্য কারণের সঙ্গে পুত্রের দুর্নীতি ও দূষিত ব্যবহার তাঁহার অশান্তির একটী প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। হাউয়ার্ড তাঁহার বন্ধু মিষ্টার হুইট্‌ব্রেড সাহেবের চিঠিতে জানিলেন, পুত্র আবার কুসংসর্গে পতিত হইয়াছেন, স্বেচ্ছা-চারী হইয়া বিবিধ প্রকারে শরীর মনের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। বন্ধুর পত্র পাইয়া হাউয়ার্ডের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। হাউয়ার্ড পুত্রের দুর্গতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মনের আবেগে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই ব্যথিত হৃদয়ের কথাগুলি তাঁহার দৈনন্দিন পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে ঈশ্বর! সুখের সময়েই কি কেবল তোমাকে দয়াময় বলিব, অসুখের মধ্যেও যে তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে তাহা কি দেখিতে পাইব না? প্রভু পরমেশ্বর! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক—সুখে দুঃখে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!—ইহকালে ও পরকালে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" হাউয়ার্ড বন্ধুকে লিখিয়া পঠাইলেন, "যদি বিদেশভ্রমণে পুত্রের স্বভাব পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে, আমি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আমি সর্ব্বদাই পুত্রকে বলিয়াছি, যে ভাবে

থাকিলে, যে ভাবে চলিলে তোমার শরীর মনের উন্নতি সাধিত হইতে পারে সর্ব্বদাই তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে, আমার সুখ সুবিধার প্রতি কোন দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই। হায়! হায়! পুত্রের এরূপ দুর্গতি ঘটিবে স্বপ্নেও জানিতাম না! যাহা হউক, চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, নিরাশ হইবেন না, এখনও সংশোধনের আশা আছে।”

এই সময়ে হাউয়ার্ডের অশান্তির আর একটী কারণ ঘটে। ইংলণ্ডবাসী নরনারীগণ একমত হইয়া সংকল্প করিলেন, হাউয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া কোন প্রকাশ্যস্থানে রক্ষা করিবেন। স্বদেশীয় লোকের এইরূপ সংকল্পের কথা শুনিয়া হাউয়ার্ড বাস্তবিকই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সম্মানার্থ দেশের লোকেরা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ উত্তোলন করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিবার যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। তাঁহার নিজের যোগ্যতার উপরে তাঁহার আস্থা ছিলনা বলিলেই হয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন, অনন্ত শক্তির আধার প্রভু পরমেশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি জীবনের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এই বিশ্বাস তাঁহার সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র এবং তাঁহাতে এই বিশ্বাস জীবন্ত ছিল বলিয়াই তিনি মান মর্য্যাদা, খ্যাতি প্রতিপত্তির এত বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মনুষ্যজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন এবং একমাত্র পরমেশ্বরের কৃপাবলেই তিনি নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছেন। যশোলাভই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, মান-

মর্য্যাদা লাভ করাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত তবে আর পৃথিবীর লোক তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হইত না, তবে আর পৃথিবীর রাজা ও রাজ্ঞীগণ নিঃস্বার্থ ভক্তিউপহার লইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হইতেন না। হাউয়ার্ড মানের ভিখারী ছিলেন না, পদের প্রার্থীও ছিলেন না; সুতরাং পৃথিবীর লোক শুদ্ধ স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণার পুরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইত।

১৭৮১ সালের শেষভাগে হাউয়ার্ড ভিনিস নগরে উপস্থিত হইলেন। ভিনিসের শাসনপ্রণালী, রাজার অত্যাচার ও তন্নিবন্ধন দেশের সামাজিক অধোগতি দেখিয়া হাউয়ার্ড প্রাণে বড় ক্লেশ পাইলেন। কয়েকদিন পরে তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনানগরে উপনীত হইলেন এবং এই নগরে থাকিয়াই খৃষ্টের জন্মোৎসব সম্ভোগ করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হাউয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এবং যথোচিত সম্মানের সহিত হাউয়ার্ডকে অভিবাদন করিয়া প্রায় দুইঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত নানাবিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট, ইউট্রেকৃট্ প্রভৃতি কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৭৮৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি হাউয়ার্ড লণ্ডন নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

---

## জীবনের শেষ অবস্থা।

লণ্ডন নগরে পৌঁছিয়াই হাউয়ার্ড কারডিংটনে গমন করিলেন। বাড়ী যাইয়া দেখেন, জনৈক বহুদর্শী ভৃত্যের তত্বাবধানে তাঁহার পুত্র ক্ষিপ্তাবস্থায় গৃহাবরুদ্ধ রহিয়াছে। হাউয়ার্ড পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্র তাঁহাকে দেখিয়া শান্ত হইবার পরিবর্ত্তে ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। হাউয়ার্ড স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে দেখিলে পুত্রের উন্মত্ততা বাড়িয়া উঠে; সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন। কার্য্যেও তাহাই করিলেন। পুত্রের নিকট মনে মনে বিদায় গ্রহণ করিয়া হাউয়ার্ড বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং কয়েক মাস লণ্ডন নগরে বাস করিলেন। ১৭৮৭ সালের শেষ ভাগে হাউয়ার্ড ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড দেশীয় কারাগারগুলি পুনর্ব্বার পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার ব্রিটেনের প্রায় সমস্ত জেলগুলি উন্নত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া হাউয়ার্ডের আহ্লাদের সীমা রহিল না। যেখানে যান সেখানেই দেখেন, তাঁহার মতানুসারে জেলের সংস্কার হইয়াছে, কারাবাসিগণের দুঃখ দুর্দ্দশা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারে উপনীত হইয়া হাউয়ার্ড দেখিতে পাইলেন, তাঁহার রুচি ও মতানুসারে একটী নূতন কারাগৃহ নির্ম্মিত হইবার আয়োজন হইতেছে। এই গৃহের প্রতিষ্ঠাপত্রে উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "যে মহাত্মার নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও দয়াগুণে হতভাগ্য

বন্দিগণের স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত এই নূতন কারাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে তিনি এদেশীয় নরনারীগণের অকৃত্রিম প্রীতির পাত্র। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যাহাতে জানিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের নিকট বিবিধ প্রকারে ঋণী ছিলেন, এই কারণেই জন হাউয়ার্ডের নামে দেশীয় লোকের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই কারাগৃহটী প্রতিষ্ঠিত হইল।" হাউয়ার্ড প্রতিষ্ঠাপত্রের এই কথাগুলি যেমন দেখিলেন অমনি ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার জনৈক চরিতাখ্যায়ক এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহার জীবনী লিখিবার সময়ে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৭৮৮ সালেও তিনি গ্রেটব্রিটেন এবং আয়র্লণ্ড দেশের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউরোপের হাঁসপাতাল সম্বন্ধে তিনি আর এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও সাহিত্য সমাজে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। হাউয়ার্ডের এইরূপ এক একটী কার্য্যে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড প্রভৃতি স্থানের লোকের ন্যায় সমস্ত ইউরোপবাসী নরনারীগণের কৃতজ্ঞতার ভার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হাউয়ার্ড যখন হাঁসপাতাল সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার একটী বিশেষ পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার পুত্র এই সময়ে কারডিংটনস্থ বাটি হইতে লিষ্টারে গমন করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ বয়সে সাংসারিক নানাবিধ ক্লেশের সঙ্গে

হাউয়ার্ডের পুত্রশোক উপস্থিত হইল। হাউয়ার্ডের বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিয়াছিলেন এবার হাউয়ার্ড দুঃখ ক্লেশে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িবেন; কিন্তু হাউয়ার্ড আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত সকল দুঃখের উপর জয়লাভ করিলেন। বন্ধুগণ দেখিয়া অবাক্! পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই হাউয়ার্ড সংকল্প করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দশায় আর একবার ইউরোপ পরিভ্রমণ করিবেন। পুত্রের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই হাউয়াড সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করণোদ্দেশে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি লণ্ডন হইতে কারডিংটনে যাইয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রজাবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কারডিংটনের আর সে শ্রী নাই, হাউয়ার্ডের গৃহের আর সে শোভা নাই। হাউয়ার্ড বুঝিয়াছিলেন, তিনি আর স্বদেশে ফিরিবেন না। তিনি বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশিমণ্ডলী ও প্রিয় প্রজাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময় সকলকেই বলিয়াছিলেন,—"এই শেষ দেখা।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল, তিনি জন্মের মত স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি সত্য সত্যই বন্ধুগণের সহিত 'শেষ দেখা' করিয়া গেলেন। স্ত্রী পুত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া হাউয়ার্ড এখন একাকী সংসারপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিল, তাঁহাকে অসংখ্য লোকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিত, তিনি সমগ্র মনুষ্যজাতির সেবায় তাঁহার হৃদয় মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি একাকী ছিলেন না। তিনি পারিবারিক সকল প্রকার সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের চিরশান্তি,

কর্ত্তব্যের অনির্ব্বচনীয় সুখ হইতে তিনি কখনও বঞ্চিত হন নাই।

হাউয়াড স্থির করিয়াছিলেন, এ যাত্রায় হলণ্ড, জর্ম্মনি, রুসিয়া পোলণ্ড, হাঙ্গেরী, তুরুষ্ক, মিসর প্রভৃতি দেশের মধ্যদিয়া ইউরোপ পরিভ্রমণ করিবেন। তিনি গনণা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এই সকল দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইউরোপ পরিদর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ আড়াই বৎসর কাল ভ্রমণ করিতে হইবে। এই সকল দেশ পরিদর্শন কালে যে তাঁহাকে নানারূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, তিনি তদ্বিষয়েও গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—"বিদেশভ্রমণকালে আমাকে নানারূপ পরীক্ষায় পতিত হইতে হইবে, তদ্বিষয় আমি চিন্তা করিয়াছি। যে পরমদেবতা আমার অন্তরে, সেই পরম দেবতাই বাহিরে থাকিয়া সকল অবস্থায় আমাকে নিত্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিব, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে করিতে যদি এ জীবনের অবসান হয়, তবে তাঁহার কৃপার জয় হইবে।

"আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া যদি কেহ বলেন, আমি উৎসাহে মাতিয়া বিচারহীন হইয়াছি, কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়াছি, আমি তাঁহাকে সবিনয়ে বলিতেছি, আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাই নাই, কর্ত্তব্যেরই অনুসরণ করিতেছি। জীবনের এই শেষ অবস্থায় যদি গৃহে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন আহার নিদ্রায় কাটাই, তবে শারীরিক আরামলাভ হয় বটে,

কিন্তু তাহাতে জীবনের লাভ কি? যাঁহার হাতে এ জীবনের ভার, তাঁহার কার্য্য সাধন করিবার সময় যদি এ দেহের পতন হয়, তবে জীবন ধন্য হইবে, দেহ সার্থক হইবে, তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হইবে।"

১৭৮৯ সালের জুলাই মাসে হাউয়ার্ড ইউরোপ যাত্রা করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে জর্ম্মণি দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। অস্নাবর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই অমানুষিক শাসন প্রণালী (Torture) দেশ হইতে উঠিয়া যাইবার পরিবর্ত্তে বরং নিষ্ঠুরতার শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। হানোভার, ব্রান্স্উইক্, বারলিন্, কনিগ্সবর্গ প্রভৃতি কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি রুষিয়া দেশে উপনীত হইলেন।

সেণ্টপিটার্স্বর্গে পৌঁছিয়া হাউয়ার্ড পরম সমাদরে গৃহীত হইলেন। কয়েক দিন সেণ্টপিটার্স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল তথা হইতে কনেষ্টাণ্টিনোপল গমন করিবেন এবং গমনকালে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূলস্থ বন্দর গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইবেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বন্ধু মিষ্টার হুইট্ব্রেড সাহেবকে মস্কো হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"মস্কো, ২রা অক্টোবর ১৭৮৯।

প্রিয় বন্ধো!

পূর্ব্বে যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের একটী গুরুতর কারণ আছে। তুরুষ্কের সীমান্ত প্রদেশে রুষ সৈন্যগণ পীড়িতাবস্থায় থাকিয়া নানা ক্লেশে দিন কাটাইতেছে। তথায় যাইয়া তাহাদের সেবায়

নিযুক্ত হইলে কিছু কাজ হইতে পারে। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তার জেম্‌সের অব্যর্থ চূর্ণ * ব্যবহার করিয়া দেখা যাইবে, তাহাতে কোন উপকার না হইলে অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার সমস্ত চিঠিপত্র খারসন (Kherson) নগরে পাঠাইতে হইবে। শীত ভীষণ পরাক্রমে আগমন করিতেছে,—প্রতিদিনই তাপমান যন্ত্র তিন চারি ডিগ্রী নিম্নগামী হইতেছে। আমি সুস্থ শরীরে শান্ত মনে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছি।”

হাউয়ার্ড যখন কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলস্থ খারসন নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রায়ই তাঁহার বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকিত। “ভদ্রলোকের সাময়িক পত্র” “(Gentleman's Magazine)” নামক মাসিক পত্রে ১৭৯০ সালের জানুয়ারী মাসে হাউয়ার্ডের সম্বন্ধে যে বিবরণটী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, হাউয়ার্ড জীবিত থাকিতেই ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁহার মহত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ইহলোকে থাকিতেই কি পরিচিত, কি অপরিচিত, কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কি পুরুষ, কি রমণী সকলে একবাক্যে অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার গুণ গান করিয়াছেন—তাঁহার সদ্‌গুণের পূজা করিয়া পৃথিবীতে প্রকৃত মহত্ত্ব ও সাধুতার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মাসিক পত্রের স্তম্ভে হাউয়ার্ডের সম্বন্ধে এইরূপ একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল:—

“মিষ্টার হাউয়ার্ড তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিয়াছেন,

* (James's Powder) তৎকালীন জ্বরের এক প্রকার অব্যর্থ মহৌষধ।

তিনি সুস্থ শরীরে শান্ত মনে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। মিষ্টার হাউয়ার্ড কুশলে আছেন শুনিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। তিনি রুষরাজ্যাধিকৃত রিগা, ক্রনষ্টাড্ প্রভৃতি কয়েকটী নগর পরিদর্শন করিয়া তুরুষ্কে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে খারসনের হাঁসপাতাল গুলিতে অসংখ্য রুষ সৈন্য ও নাবিক সংক্রামক রোগে পীড়িত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি খারসনে থাকিয়া এই সকল নিরুপায় পীড়িত লোকদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতেছেন। হাউয়ার্ড বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, পূর্ব্ব বৎসর সত্তর হাজার লোক খারসনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অতিরিক্ত মদ্যপান অপরাধে অথবা অবাধ্যতাবশতঃ যে সকল লোক সৈন্যদল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে,সেই সকল অপদার্থ নিষ্ঠুর প্রকৃতি লোকেরাই খারসনস্থ হাঁসপাতালে ভৃত্যের কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল লোকের উপর হাঁসপাতাল পরিষ্কার করিবার ভার, রোগীর শুশ্রূষার ভার, পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার ভার ন্যস্ত। দায়িত্বহীন, দুরাচারী লোকের হাতে এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়াতে হাঁসপাতালের অশেষ দুর্গতি ঘটিয়াছে। শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, শুধু উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে এক বৎসরে খারসন নগরে সত্তর হাজার নাবিক ও সৈন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর হিতৈষী, গরিবের বন্ধু হাউয়ার্ড এখন অবশিষ্ট পীড়িত ব্যক্তিগণের ভার গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। হাউয়ার্ডের আপন পর জ্ঞান নাই, স্বদেশ বিদেশের ভেদাভেদ নাই, যেখানে নর-নারী রোগশোকের তীব্র কশাঘাতে চীৎকার করি-

তেছে সেইখানেই হাউয়ার্ড উপস্থিত ; মনুষ্য জাতির সুখ শান্তি বর্দ্ধনের নিমিত্তই হাউয়ার্ড সর্ব্বদা ব্যস্ত।”

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এড্মণ্ড বার্ক (Edmund Burke) মহাত্মা হাউয়ার্ডের যশোগান করিয়া বলিয়াছেন ঃ——

* “এই ভদ্র লোকটীর নাম করিলেই বলিতে হয় যে তিনি মানবজাতির চক্ষুরুন্মীলন ও হৃদয়বিকাশের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই ভ্রমণ রাজপ্রাসাদের ব্যায়াড়ম্বর, অথবা দেব মন্দিরের আশ্চর্য্য গঠনসৌষ্ঠব দর্শন করিবার জন্য নহে—পুরাকালীন বিশাল কীর্ত্তি সমূহের ভগ্নাবশেষ সকলের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিমাপ করিবার

---

* “I cannot name this gentleman without remarking that he has done much to open the eyes and hearts of mankind. He has visited all Europe ; not to survey the sumptuousness of palaces or the stateliness of temples ; not to make accurate measurement of the ramains of ancient grandeur, nor to form a scale of the curiosities of modern art ; not to collect medals or to collate manuscripts;—but to dive into the depths of dungeon; to plunge into the infection of hospitals ; to survey the mansions of sorrow and pain, and to take the gauge and dimensions of misery, depression and contempt ; to remember the forgotten, to attend to the neglected, to visit the forsaken, and compare and collate the distresses of all men in all countries. His plan is original and it is as full of genius as it is of humanity. It was a voyage of discovery, a circumnavigation of charity. Already the benefit of his labour is felt more or less in every country. I hope he will anticipate his final reward, by seeing all its effects fully realized in his own. He will receive, not by retail, but in gross the reward of those who visit the prisoner ; and he has so forestalled and monopolized this branch of charity, that there will be, I trust, little room to merit by such acts of benevolence hereafter.”

জন্য নহে—আধুনিক শিল্প কৌশলের চমৎকারিত্য অবধারণ করিবার জন্য নহে—পুরাতন হস্তলিপি বা মেডাল (Medal পদক) সংগ্রহ করিবার জন্য নহে—কিন্তু অন্ধকার কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা—সংক্রামক রোগপূর্ণ চিকিৎসালয়ের মধ্যে বাস করা—তাপিত ও বিপন্ন লোকদিগের গৃহ পরিদর্শন করা—তাহাদিগের দুর্দ্দশা, নিরাশা, হীনতা পরিমাণ করা—উপেক্ষিত জীবদিগের তত্বাবধান করা—অনাদৃত লোকদিগের অবস্থা দর্শন করা—পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের তত্বানুসন্ধান করা এবং সর্ব্বদেশীয় সকল মনুষ্যের দুরবস্থার তুলনা করা ও তদ্বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁহার ভ্রমণের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার কার্য্য প্রণালী স্বকপোলকল্পিত, ইহা তাঁহার বুদ্ধিমত্বা ও কারুণ্যভাব উভয়েরই পরিচায়ক। ইহাকে নূতন আবিষ্কারার্থ সমুদ্রযাত্রা অথবা মূর্ত্তিমতী দয়ার বিশ্বপর্য্যটন বলা যায়। ইতি পূর্ব্বেই তাঁহার পরিশ্রমের উপকারিতা অল্পাধিক পরিমাণে সকল দেশের লোকই উপলব্ধি করিয়াছিল। আমি আশা করি, তিনি ইহা দেখিয়াই তাঁহার ভাবী চরম পুরস্কার বিষয়ে আশ্বস্ত হইবেন। কারাপরিদর্শকদিগের ন্যায্য পুরস্কার ভাগে ভাগে গ্রহণ না করিয়া তিনি সাকুল্যেই গ্রহণ করিবেন। দয়াধর্ম্মের এই বিভাগকে তিনি এরূপ করিয়া পত্তন করিয়াছিলেন এবং ইহা এরূপ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন যে, আমার বিশ্বাস অতঃপর এরূপ কার্য্য দ্বারা আর কাহারও গৌরব লাভের সম্ভাবনা অল্প।”

---

# স্বর্গারোহণ।

হাউয়ার্ড যখন খারসন নগরে নিরাশ্রয় রোগীদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন রুষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তুরুষ্কদেশীয় বার্ডার দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছিল। রুষ সৈন্যগণ বার্ডার দুর্গ জয় করিয়া শীত ঋতুর মধ্যভাগে খারসনে যাইবার অনুমতি পাইল। খারসনে পৌঁছিয়া সৈন্যগণ বিবিধ আমোদ প্রমোদে কয়েক সপ্তাহ কাটাইল। কিন্তু তাহাদের আনন্দের দিন শীঘ্র শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। জেতৃগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদিগকে বিনাশ করিয়া এমন ভয়ানক এক শত্রুকে অজ্ঞাতসারে সঙ্গে আনিয়াছিলেন যে, সে শত্রুর ভীষণ আক্রমণে নগরবাসিগণ অচিরে নিধন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সৈন্যগণের আগমনের পর খারসন নগরে অতিসার রোগের ন্যায় সাংঘাতিক একপ্রকার সংক্রামক জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। এই রোগে একবার আক্রান্ত হইলে আর রক্ষা নাই; বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রাচীন প্রাচীনা কাহারও এ রোগের হস্তে নিস্তার নাই। নগরের চতুর্দ্দিকে এই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—প্রতিদিন শত শত নরনারী এই রোগে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। নিরাশ্রয়, নিরুপায় ব্যক্তিগণের চিকিৎসার জন্য হাউয়ার্ড দিবানিশি খাটিতে লাগিলেন;—তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, অবিরত গরিবের কুটীরে বসিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন।

হাউয়ার্ডের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে অনেক নিরুপায়

লোকের প্রাণ রক্ষা পাইতে লাগিল, নগরের চতুর্দ্দিকে হাউ-য়ার্ডের যশঃসৌরভ পরিব্যাপ্ত হইল, কিন্তু খারসন নগরের হতভাগ্য দরিদ্রদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পকালের মধ্যেই হাউয়া-র্ডের জীবনের কাজ শেষ হইয়া আসিল,—দেখিতে দেখিতে হাউয়ার্ডের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইল।

খারসন নগরের প্রায় আট ক্রোশ অন্তরে জনৈক রমণী সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ হাউয়ার্ডের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি যাহাতে সেই রমণীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন, তজ্জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ধনী, চিকিৎসককে উপযুক্ত অর্থ দিতে সমর্থ, হাউয়া-র্ডের দ্বারা তাঁহাদের কোন সাহায্য হইত না। ধনজনহীন, অসহায় ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করিতেই হাউয়ার্ডের সময় হইয়া উঠিত না। প্রতিদিন এত দরিদ্র লোক এই রোগে আক্রান্ত হইত যে, হাউয়ার্ডের পক্ষে সমস্ত দুঃখী দরিদ্রের কুটীরে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিত। উক্ত রমণীর বন্ধুগণকে হাউয়ার্ড এই সকল কথা বলিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা হাউয়ার্ডকে কোন মতে ছাড়িলেন না। আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা পড়িতেছে, প্রচণ্ড শীতল বায়ু বহিতেছে, সহরে গাড়ী মিলে না, ঘরের বাহিরে যাওয়া যায় না। একটী বৃদ্ধ অশ্বে আরোহণ করিয়া হাউয়ার্ড এমন দুর্য্যোগে, নগরের আট ক্রোশ অন্তরে সেই পীড়িতা রমণীকে দেখিতে গেলেন। পথে বৃষ্টির জলে তাঁহার বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি আপন শরীরের প্রতি দৃষ্টি না

করিয়া আর্দ্র বসনে রোগী দেখিতে লাগিলেন, এবং রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া খারসনে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া হাউয়ার্ড বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না; তিনি স্পষ্ট অনুভব করিলেন, সেই সাংঘাতিক ব্যাধি তাঁহার দেহে সংক্রামিত হইয়াছে, তাঁহার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া মৃত্যুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। দুই তিন দিন শয্যাগত থাকিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলেন, এবং ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্যলাভের অল্প দিন পরে জনৈক বন্ধুর গৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল, এবং বন্ধুর অনুরোধে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল। হাউয়ার্ড অধিক রাত্রি জাগিতে পারিতেন না; কিন্তু বন্ধুর গৃহে আহারাদি করিতে অধিক রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া তিনি একটু অসুখ বোধ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতেই পুনরায় তাঁহার জ্বর হইল এবং পরদিন তাহা সংক্রামক জ্বর বলিয়া সপ্রমাণ হইল।

হাউয়ার্ড অন্য চিকিৎসা না করাইয়া সুপরীক্ষিত "জেম্‌সের চূর্ণ" সেবন করিতে লাগিলেন। এই মহৌষধ প্রচুর পরিমাণে তাঁহার সঙ্গে ছিল এবং এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তিনি অসংখ্য রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং যে ঔষধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহাতেও তাঁহার কোন উপকার হইল না। হাউয়ার্ড বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী। তিনি তাঁহার বন্ধু এড্‌মিরাল প্রিষ্টম্যানকে বলিলেন, "আর জীবনের আশা নাই।

ডৌফিনি গ্রামের নিকটে একটু স্থান আছে, তথায় যাহাতে আমার সমাধি হয়, তাহা করিবেন। আমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যেন কোন জাঁকজমক করা না হয়,—সম্পূর্ণ রূপে আড়ম্বরহীনভাবে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, ইহাই আমার প্রাণগত ইচ্ছা। যেন আমার সমাধির উপর এমন কোন স্তম্ভ অথবা স্মৃতিচিহ্ন না থাকে, যাহা দ্বারা লোকে আমার পরিচয় পাইবে; আমার সমাধির উপর একটী সূর্য্যঘড়ি নির্ম্মাণ করাইবেন, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিবরণ থাকিবে না। নগরের কোলাহল হইতে বহুদূরে, বিজন স্থানে আমাকে সমাহিত করেন এবং আমার বিষয় একেবারে বিস্মৃত হন,ইহাই আমার হৃদ্গত ইচ্ছা। ভরসা করি বৃদ্ধ বন্ধুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে আপনি বিশেষ যত্নবান্ হইবেন।"

পীড়িতাবস্থায় হাউয়ার্ড কখনও বোধশক্তি হারান নাই। যে কয়েকটী বিদেশীয় পুরুষ ও রমণী তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইতে দেখেন নাই! রোগ যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক মধুর শান্তভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় নাই। স্বভাবতঃই হাউয়ার্ড চিন্তাশীল ছিলেন, কোনদিনই তিনি অধিক কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না; পীড়িতাবস্থায় একেবারেই কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বন্ধু প্রিষ্টম্যান সাহেবকে আর একটী অনুরোধ করেন। হাউয়ার্ড "ইংলণ্ডের গির্জ্জা" (Church of

England) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হয়, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি জন্মের মত নীরব হইলেন। মৃত্যুর অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি নিমীলিত নেত্রে সমাধিস্থ ("Engaged in Solemn thought") থাকিতেন এবং তদবস্থাতেই অনন্তধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ভারতবর্ষীয় সাধকগণ হয়ত বিস্ময়াপন্ন হইবেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হাউ-য়ার্ড কি সাধনাবলে মৃত্যুকালে এইরূপ অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাউয়ার্ড যথার্থ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরাশ্রয় পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য দিবানিশি পিপাসিত থাকিত, হস্ত জগতের সেবায়—নরনারীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকিত। এইরূপ মহাপুরুষকেও যদি মৃত্যুর অধীন হইতে হয়, তবে আর মৃত্যুকে জয় করিবে কে? প্রিয় জন্মভূমি হইতে ১৫০০ মাইল অন্তরে খারসন নগরে বিজাতীয় বিদেশীয় লোকের মধ্যে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে, ২০এ জানু-য়ারি, পূর্ব্বাহ্ন আট ঘটিকার সময় মহাত্মা জন হাউয়ার্ড প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। হাউয়ার্ড বাল্যকাল হইতে যাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতি পাইয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের সহিত বন্ধুতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই, সত্য। কিন্তু যে সকল নরনারী দিবানিশি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি উচ্চতর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। বিদেশীয় নরনারীগণের মধ্যে যাঁহারা হাউয়ার্ডের মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে মহত্ত্বের পূজা করিবার জন্যই হাউয়ার্ডের

শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন! হাউয়ার্ডও তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা, পরদুঃখকাতরতা ও উদার ভাব দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হাউয়ার্ড মৃত্যুকালে বন্ধু প্রিষ্টম্যানকে যে কয়েকটী অনুরোধ করিয়া যান, প্রিষ্টম্যান সে অনুরোধ গুলি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই। খারসন নগরের ছোট বড় সকল লোক হাউয়ার্ডের সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল; তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিল। মল্‌ডেভিয়ার রাজা, রাজমন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাসমারোহে হাউয়ার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। যে গাড়ীতে হাউয়ার্ডের মৃতদেহ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ছয়টী অশ্ব সংযুক্ত ছিল। এই গাড়ী খানি অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। উচ্চবংশীয় লোকেরা শকটারোহণে শবের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে তিন সহস্র কি তদধিক নিম্নশ্রেণীর লোক পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। নগরের কোলাহল ছাড়িয়া ডৌফিনি গ্রামের নিকটবর্ত্তী হাউয়ার্ডের অভিলষিত সেই বিজন স্থানে এই লোকশ্রেণী উত্তীর্ণ হইলে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যে নির্দ্দিষ্ট বিধিতে হাউয়ার্ডের আস্থা ছিল, তদনুসারেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হইল। কিন্তু সমাধির উপর সূর্য্যঘড়ির পরিবর্ত্তে একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। হাউয়ার্ডের জনৈক চরিতাখ্যায়ক বলেন, যে, হাউয়ার্ডের পূর্ব্বে আর কাহারও

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এতদূর সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই।

এদিকে হাউয়ার্ডের মৃত্যুসংবাদ ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; যে দিকে যাও, সেই দিকেই শোকের ঘন মেঘ ইউরোপের গগণ আচ্ছাদন করিয়াছে। হাউয়ার্ডের শোকে ইংলণ্ডবাসী নর-নারীগণের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। হাউয়ার্ডের নিকট ইংলণ্ড বিবিধপ্রকারে ঋণী;—আজ ইংলণ্ডবাসী পুরুষরমণী প্রেমের ঋণ, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ পাইলেন। হাউয়ার্ডের প্রাণে পাছে ক্লেশ হয়, এই আশঙ্কাতেই এতদিন ইংলণ্ডের লোকেরা হাউয়ার্ডের সম্মানার্থ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। আজ আর তাঁহাদের ভক্তিস্রোত অবরোধ করে কে? আজ তাঁহারা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে হাউয়ার্ডের স্মরণার্থ নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডের লোকেরা কৃতঘ্ন নন; কাপুরুষ নন; তাঁহাদের জাতীয় গৌরব আছে, আত্মমর্য্যাদা আছে। তাঁহারা বীরের সন্তান বলিয়াই প্রকৃত বীরত্বের সম্মান করিতে জানেন। তাঁহাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে—তাঁহারা "শৃগাল প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন না, সিংহ প্রতিমূর্ত্তি দর্শনেই অনুরাগী হইয়া থাকেন।" জন হাউয়ার্ডের জন্মের তেতাল্লিশ বৎসর পরে যে মহাত্মা বঙ্গ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারত ভূমির দুঃখ হরণ ও শুভ সাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন; "মানব-কুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা" নিজ জীবনে যিনি এই মহাসত্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন;

সহমরণনিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন, বঙ্গবাসীর চক্ষুরুন্মীলন ইত্যাদি সামাজিক,নৈতিক,আধ্যাত্মিক বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত ভারতভূমির অশেষরূপ দুঃখ বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়া অবশেষে মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের ন্যায় যিনি বিদেশে— ব্রিষ্টল্ নগরে প্রাণ ত্যাগ করেন; কি পরিতাপের বিষয়, আজি পর্য্যন্ত এদেশে তাঁহার একটী "সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি" দৃষ্টিগোচর হইল না, আজি পর্য্যন্ত তাঁহার একখানি "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন চরিত" প্রস্তুত হইল না! আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি অপদার্থ! যে দেশে মহত্ত্বের আদর আছে, মনুষ্যত্বের সম্মান আছে, সাধুতার পূজা আছে সেই দেশই উন্নত, সেই জাতিই গৌরবান্বিত।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিবিধ প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধানকে "ইংলণ্ডের গির্জ্জা" সম্প্রদায় কহে। এই ধর্ম্মপ্রণালীই ইংলণ্ডের রাজধর্ম্ম। এই সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান গির্জ্জা সেণ্ট-পল্স্ কেথিড্রাল। হাউয়ার্ড এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সুতরাং দেশের লোকেরা এই গির্জ্জার প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। ইদানীং সেণ্টপল্স্ কেথিড্রাল গির্জ্জায় ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোকের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হাউয়ার্ডের পূর্ব্বে এ গির্জ্জায় আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই, ইংরেজজাতি এক প্রাণ হইয়া আর কাহা-কেও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" হাউয়ার্ড ইংলণ্ডের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, দেশীয় লোকের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং দেশীয় নরনারীগণ দেশমধ্যে তাঁহার

নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে অকাতরে অর্থব্যয় করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

হাউয়ার্ডের কীর্ত্তিস্তম্ভের উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত রহিয়াছে :—

THIS EXTRAORDINARY MAN HAD THE FORTUNE TO BE HONOURED
WHILST LIVING,
IN THE MANNER WHICH HIS VIRTUES DESERVED:
HE RECEIVED THE THANKS
OF BOTH HOUSES OF THE BRITISH AND IRISH PARLIAMENTS
FOR HIS EMINENT SERVICES RENDERED TO HIS COUNTRY
AND TO MANKIND.
OUR NATIONAL PRISONS AND HOSPITALS,
IMPROVED UPON THE SUGGESTIONS OE HIS WISDOM,
BEAR TESTIMONY TO THE SOLIDITY OF HIS JUDGEMENT,
AND TO THE ESTIMATION IN WHICH HE WAS HELD
IN EVERY PART OF THE CIVILIZED WORLD,
WHICH HE TRAVERSED TO REDUCE THE SUM OF
HUMAN MISERY.
FROM THE THRONE TO THE DUNGEON, HIS NAME WAS MENTIONED
WITH RESPECT, GRATITUDE, AND ADMIRATION.
HIS MODESTY ALONE,
DEFEATED VARIOUS EFFORTS THAT WERE MADE DURING HIS LIFE
TO ERECT THIS STATUE,
WHICH THE PUBLIC HAS NOW CONNSECRATED TO THIS MEMORY.

* * * * *

"এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ জীবদ্দশাতেই আপনার সদ্গুণের উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির কল্যাণ-সাধনার্থ তিনি যে অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডদেশীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভার উভয় বিভাগের নিকট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ অনুসারে আমাদের দেশীয় কারাগার ও হাঁসপাতাল সমূহ সংস্কৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার গভীর বিচক্ষণতার প্রমাণ, এবং ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, মনুষ্য-জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি পৃথিবীর যে অংশেই গমন করিয়াছেন, তথাকার সকল লোকেই তাঁহাকে কতদূর সম্মান করিতেন। রাজসিংহাসন হইতে কারাগার পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার নাম সমান সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইত। দেশের লোকেরা তাঁহার স্মরণার্থ আজি যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের নানা প্রকার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাঁহার বিনয় বশতঃই সে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

* * * * *

# শেষকথা।

পৃথিবীর বীরপুরুষগণের ন্যায় সমরক্ষেত্রে অথবা সমুদ্র-বক্ষে হাউয়ার্ড তনুত্যাগ করেন নাই। তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ জগতের ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়।

তিনি ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে থাকিয়াই মান মর্য্যাদা লাভ করিবার তাঁহার বিলক্ষণ সুযোগ ছিল। সংসারের লোকেরা যাহা লইয়া সুখী হইয়া থাকে; তাঁহার সেরূপ কোন দ্রব্যের অপ্রতুল ছিল না। সুখসেব্য বস্তুতে তাঁহার গৃহ পূর্ণ ছিল, তথায় ভোগ বিলাসের প্রচুর আয়োজন ছিল, তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভের যথেষ্ট উপায় ছিল। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য আছে; তিনি বিশ্বাস করিতেন, জগতের কোন বিশেষ অভাব মোচন করিবার জন্য তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কারাসংস্কার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বিবিধ অত্যাচার-প্রপীড়িত নরনারীগণের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত শরীর মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষ যাহাকে স্বাভাবিক মৃত্যু কহে, হাউয়ার্ডের সেইরূপ স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল বটে, পীড়িতাবস্থায় রোগশয্যায় তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তিনি মানবজাতির দুঃখমোচনের জন্য, ঘৃণিত ও

উৎপীড়িত লোকের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন; পতিত নরনারীগণের উদ্ধারের জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এক দিন নয়, এক মাস নয়, বহু বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাত করিয়াছিলেন। আজি তিনি এজগতে নাই, আজিও তাঁহার নাম স্মরণ করিলে হৃদয়ে ভক্তিরস উথলিয়া উঠে, প্রাণে আশ্চর্য্য শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হয়।

সম্পূর্ণ।

## ভ্রম সংশোধন।

৮৪ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে পোপ স্থানে পোপের হইবে।

| অশুদ্ধ | | পৃষ্ঠা | পংক্তি | | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|
| পোপ | ... | ৮৪ | ২৪ | ... | পোপে |